পাণ্ডব-চরিত।

শ্রীহৃদয়রঞ্জন খাঁ এম, এ,

প্রণীত।
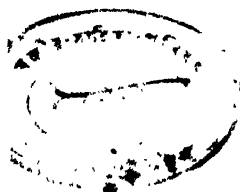
দ্বিতীয় সংস্করণ।

মেট্‌কাফ্‌ প্রেস ;—কলিকাতা।

১৩০৪।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারত শিক্ষার অক্ষয় ভাণ্ডার। একদিন এই ভারতবর্ষের অভ্যুদয় কালে ব্যক্তিগত এবং জাতিগত চরিত্র, রামায়ণ এবং মহাভারতবর্ণিত মহানুভবগণের চরিত্রের আদর্শে গঠিত ছিল; কিন্তু কালসহকারে আমাদের চিত্তপট হইতে সেই স্বভাবসুন্দর আদর্শ চরিত্রগুলির মোহন স্মৃতি ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। যাহাতে লোকচরিত্র সেই আদর্শে পুনর্গঠিত হয়, তাহার প্রয়াস পাওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এই বিশ্বাসে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিরচিত হইল। বালকগণই ভবিষ্যতের আশাস্থল; যে শিক্ষাগুণে তাহারা যৌবনে সংসারের এবং বাদ্ধক্যে সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণে সমর্থ হইবে, সে শিক্ষা বাল্যকালেই আরম্ভ হওয়া উচিত। বাল্যের কোমল হৃদয়ে যে রেখা অঙ্কিত হইবে, জীবনে তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না। অতএব যাহাতে

কোমলমতি বালকগণ মহাভারতের উপাখ্যানভাগ মাত্র পাঠ করিয়া একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতে পারে, মহাভারতবর্ণিত ব্যক্তিগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া গুণভাগ গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব চরিত্রগঠনে প্রয়াসী হইতে পারে, তাহাই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এই পুস্তকে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বে বর্ণিত ঘটনানিচয় সংক্ষেপে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; কোন ঘটনার অপলাপ করি নাই, অথবা কোন ঘটনা বিকৃত ভাবে উপস্থাপিত করি নাই,—তবে কৌরব ও পাণ্ডবগণের জীবনের সহিত যে সকল ব্যাপারের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছি; তদ্ব্যতীত যাহা অনৈসর্গিক, অনৈসর্গিকের আভাসযুক্ত, সামঞ্জস্যবিহীন, অপ্রাসঙ্গিক অথবা বালকগণের অনুপযোগী, তাহা অতি মনোহর হইলেও পরিত্যক্ত হইয়াছে। দুই এক স্থলে অপরিহার্য্য বোধে দুই একটী অনৈসর্গিক ঘটনার আভাসযুক্ত বিষয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি; সেই সেই স্থলে, 'কথিত আছে' বলিয়াছি। পাঠের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে আবশ্যকমত পৃষ্ঠার পার্শ্বে বর্ণিত বিষয়গুলির অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি।

চরিত্র-বর্ণনে সর্ব্বাপেক্ষা যত্ন করিয়াছি। বহুদিন, বহুযত্নে, মহাভারত এবং অন্যান্য বহু পুস্তক পাঠে মহাভারতোক্ত ব্যক্তি-

গণের চরিত্র যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই অতি সংক্ষেপে যথাসাধ্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চরিত্রগত গুণ ও দোষ, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বলভাগ উভয়ই বর্ণনা করিয়াছি,—এই প্রসঙ্গে যাহা অতি সুবিস্তৃত, কাব্যাংশে পরম সুন্দর, তাহাও বহু কারণে চরিত্রগত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত পরিহার করিয়াছি; পক্ষান্তরে যাহা অতি সামান্য ঘটনা, অথচ যাহার বর্ণনা না করিলে চরিত্র চিত্রণ অসম্পূর্ণ থাকে তাহাও গ্রহণ করিয়াছি। এই স্থলে পাঠকগণের নিকট একটা নিবেদন, এই পুস্তকের অনেক স্থল মহাকবি কাশীরাম দাস বর্ণিত মহাভারতের সহিত মিলিবে না —কবিবরের রচনার অনেক স্থল মূল মহাভারতের অনুসরণ করে নাই,—আমি যে, সর্ব্বতোভাবে মূলের অনুসরণ করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, মেট্‌কাফ প্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ প্রভৃতি সংশোধনে সবিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন,—কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমি সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী। তাঁহারই উৎসাহে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি অতি যত্নে এই পুস্তকের ভাষা, ভাব প্রাঞ্জলতা, মূলের সহিত সামঞ্জস্যাদি--সমস্ত বিষয়ই দেখিয়া

দিয়াছেন। অসুস্থ দেহে, চিন্তাক্লিষ্টচিত্তে তিনি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির জন্য যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইব না। তাঁহার যত্ন ব্যতীত এ পুস্তক কখনই প্রকাশ-যোগ্য হইত না।

এক্ষণে যে উদ্দেশ্যে পাণ্ডব-চরিত লিখিত হইল, তাহা কথঞ্চিৎ সাধিত হইলেই, আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা
৩০ শে মাঘ ১৮৯৭। } শ্রীহৃদয়রঞ্জন খাঁ।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পাণ্ডব-চরিত

প্রথম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণের উৎপত্তি—অস্ত্রশিক্ষা—নির্ব্বাসন—
বিবাহ—রাজ্যপ্রাপ্তি।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ নামে দুই প্রসিদ্ধ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল; কুরুবংশ চন্দ্রবংশের একটী শাখা মাত্র। কুরু নামে কোন এক পরম ধার্ম্মিক এবং মহাপরাক্রান্ত নরপতি কুরুবংশের আদি পুরুষ, এবং তাঁহা হইতেই ঐ বংশ কুরুবংশ নামে প্রথিত হয়। কালক্রমে ঐ রাজবংশে বিচিত্রবীর্য্য নামে এক রাজা আবির্ভূত

কুরুবংশ।

হন। তাঁহার তিন পুত্র—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্র অম্বিকা নাম্নী এবং পাণ্ডু অম্বালিকা নাম্নী মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; বিদুর বৈশ্যাদাসীর গর্ভজাত। রাজা বিচিত্রবীর্য্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্রত্রয় তদীয় জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা মহামতি সত্যসন্ধ ভীষ্ম কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হন।

ভীষ্ম

ভীষ্মদেব পরম ধার্ম্মিক, মহাস্ত্রকোবিদ এবং চিরকৌমারব্রতাবলম্বী ছিলেন। তিনি স্বকীয় পিতা শান্তনুর তুষ্টিসাধন-হেতু সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, একদা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী দাসরাজ কন্যাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে মনন করেন ভীষ্ম, পিতার মনোভাব অবগত হইয়া দাসরাজ-সমীপে গমন পূর্ব্বক সত্যবতীকে বিমাতৃরূপে প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ কহিলেন যে, যদি তাঁহার কন্যারই গর্ভজাত পুত্রগণ নিষ্কণ্টক ভাবে রাজ্যভাগী হয়, তাহা হইলে তিনি শান্তনুকে কন্যা দান করিবেন, নচেৎ নহে। "তাহাই হইবে" বলিয়া, ভীষ্মদেব স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সত্যবতীকে আনয়ন করিয়া, পিতাকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে মহামতি ভীষ্ম পিতার কামনামন্দিরে স্বীয় স্বার্থ বলিদান দিলেন। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র, পিতার সত্য-পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষব্যাপী কঠোর বনবাসব্রত অবলম্বন

করিয়াছিলেন, মতিমান্ ভীষ্ম সেই মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিশালকুরু-রাজ্য প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক সুকঠোর চির-কৌমারব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, একদিনের জন্যও স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বিমুখ হন নাই। দৃঢ়ব্রত ভীষ্মের সেই নিরভ্র শারদ-গগন-তুল্য হৃদয়ে কখনও বিষাদ বা লোভের রেখাপাত মাত্র হয় নাই। সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামক ভ্রাতৃযুগলের জন্ম হইলে, শান্তনুর মৃত্যু হয়। উদারহৃদয় ভীষ্ম সযত্নে ও সস্নেহে বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃযুগলকে আশৈশব প্রতিপালন এবং রাজ্য রক্ষা করেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ভীষ্মদেব তাঁহাদিগকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, রাজ্যভার প্রদান করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প দিন পরেই এক গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ নিহত হইলেন। অনন্তর ভীষ্ম, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কাশীরাজকন্যাদ্বয়কে স্বয়ংবর স্থল হইতে হরণ করিয়া, বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, এবং বিদুর, এই বিচিত্রবীর্য্যেরই পূর্ব্বকথিত তিন পুত্র। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর, পরম গুণবতী দেবী সত্যবতী ভীষ্মকে দারপরিগ্রহে এবং রাজ্যগ্রহণে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু সত্যবতীর অশেষ অনুনয়ে অথবা প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বন্ধাতিশয়েও হিমাচলবৎ অবিচলিত ভীষ্মদেবের হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কল্পনা মাত্র

উদিত হইল না। আর কি স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভূমি রামচন্দ্র ও ভীষ্মদেবের ন্যায় সত্যব্রতপরায়ণ মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইবেন না!

ভীষ্মদেব ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুকে রাজ-জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়েই শিক্ষাদান করিলেন; সুধীর বিদুর রাজনীতিতে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হিন্দুর বিষয়াধিকার-সূত্রে রাজ্যভাগী হইতে পারিলেন না; তৎকনিষ্ঠ লোক-প্রিয় পাণ্ডুই বিশাল কুরুরাজ্যের রাজা হইলেন। বিদুর রাজ্যের হিতকামী প্রধান সচিবরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৈশোরে ভ্রাতৃত্রয়ের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত গান্ধার নামক দেশের রাজকন্যা গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হয়। পাণ্ডুর দুই বিবাহ; জ্যেষ্ঠা পত্নী ভোজরাজের পালিতা কন্যা কুন্তীদেবী; এবং দ্বিতীয়া মদ্ররাজ-কন্যা মাদ্রী। রাজা দেবকের পারশব-পুত্রীর সহিত বিদুরের বিবাহ হয়।

পাণ্ডু বহুদিন সুচারুরূপে রাজ্যপালন করেন; তাঁহার শাসন-গুণে প্রজাগণ সকলেই অতি সুখী হইয়াছিল, এবং তদীয় পরাক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশস্থ অনেক রাজা নির্জ্জিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুর রাজত্ব।

কালক্রমে বিষয়সুখে বিরতি উপস্থিত হইলে, মহারাজ পাণ্ডু

কুরুরাজ্যের ভিত্তিস্থানীয় ভীষ্মের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, তাপসবেশে হিমালয়ের প্রদেশবিশেষে প্রস্থান করিলেন; মহিষীদ্বয় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর, ভীষ্ম-রক্ষিত কুরুরাজধানী হস্তিনানগরে, বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুর বনগমন।

সপত্নীক মহারাজ পাণ্ডু হিমাচলের শতশৃঙ্গ নামক প্রদেশে গমন করিয়া, তাপসগণের সহিত বহুদিন তথায় বাস করিলেন। সকলেই তাঁহার মহানুভাবতা, বিনয়, সদাচার প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইলেন। হিমালয়ের শান্তিপূর্ণ তপোবনে বিচরণ করিয়া, তাঁহার চিত্ত স্নিগ্ধ হইত; কিন্তু "আমি অপুত্রক" এ চিন্তায় সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইত। পক্ষীর সুমধুর কূজনধ্বনি, এবং বিমল বারি-পূর্ণ শত শত নির্ঝরের কলকল নিনাদ শুনিয়া, সন্তানের

পাণ্ডব ও কৌরব গণের জন্ম।

তেমনই অস্ফুট মধুর প্রিয়সম্বোধন শুনিতে সাধ হইত। তরুলতার আন্দোলন ও মৃগগণের আনন্দ-নৃত্য দর্শন করিয়া, পুত্রের তেমনই প্রীতিপ্রফুল্ল নর্ত্তন দেখিবার জন্য হৃদয় কাতর হইত। কালক্রমে তাঁহার মনোবেদনা দূর হইল। তিনি দেবতুল্য পরমসুন্দর পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। জ্যেষ্ঠামহিষী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, এবং কনিষ্ঠা মাদ্রীর গর্ভে নয়ন-রঞ্জন যমজকুমার

নকুল-সহদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। নকুল-সহদেবই সর্ব্বকনিষ্ঠ। বহুদিনান্তে দৈবানুগ্রহে পুত্রগণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া, তাঁহার হৃদয় সুখে ও আশায় সমুদ্রবৎ উচ্ছলিত হইল। পুত্র-লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সাতিশয় ভাগ্যবান বোধ করিলেন।

এদিকে হস্তিনাপুরে দেবী গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের বহুপুত্র জন্ম পরিগ্রহ করে। কথিত আছে যে, তিনি এক শত পুত্র এবং একটী কন্যা প্রসব করেন। পুত্রগণ-মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন, এবং দ্বিতীয় দুঃশাসন, সমধিক প্রসিদ্ধ। কন্যার নাম দুঃশলা; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডু-পুত্র যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, ভীম ও দুর্য্যোধন এক দিবসে ভূমিষ্ঠ হন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রলাভে পরম পুলকিত হইলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, ঐ পুত্রগণ হইতেই ভবিষ্যতে দারুণ কুলক্ষয়কর কার্য্য সাধিত হইবে!

যুধিষ্ঠিরাদির শৈশবকালেই মহারাজ পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। স্বামীর মৃত্যুজনিত শোকে মাদ্রীদেবীরও প্রাণ বিয়োগ হয়।

কুন্তীর হস্তিনায় আগমন।

অতঃপর সেই দুর্গম বনে বাস করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ সহ, ঋষি ও তাপসগণে পরিবৃত হইয়া কুন্তী-দেবী পঞ্চ শিশুপুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক হস্তিনার পুরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনাথা কুন্তীর আগমন সংবাদ

শ্রবণে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুর প্রমুখ কুরুগণ, পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যুতে প্রভূত শোক প্রকাশ পূর্ব্বক, কুন্তী ও পুত্রগণকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডু এবং মাদ্রীর মৃতদেহ মহা সমারোহের সহিত একই চিতায় দগ্ধ করা হইল। কুন্তীদেবী, তাঁহার শিশু-পুত্রগণ, সমস্ত পৌরমণ্ডলী এবং সমগ্র প্রজাবৃন্দ পাণ্ডুর মৃত্যুতে শোকতাপিত হইয়া রহিলেন। কিয়দ্দিনান্তে শোকাবেগের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, পাণ্ডুমহিষী কুন্তীদেবী সযত্নে পুত্রগণের লালন পালনে নিরত হইলেন। মাতার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে পিতৃ-শোক বিস্মৃত হইল, ভীষ্মদেব ও বিদুরের স্নেহ পাইয়া, তাহাদের অধীর হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইল।

পাণ্ডুর মৃত্যু।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র পাণ্ডব নামে, এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব নামে বিখ্যাত হইলেন। যদিও কুরুবংশে জন্ম হেতু পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের-পুত্রগণ সকলেরই কৌরব নামে অভিহিত হওয়া উচিত, তথাপি তাঁহারা এই সময় হইতে মহাভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কৌরব ও পাণ্ডব এই দুই বিভিন্ন নামে সুবিদিত। এইরূপে হস্তিনা নগরে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পিতৃহীন হইলেও পাণ্ডবগণ শৈশবকালে কোন প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা সচ্ছন্দে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সহিত একত্র

কৌরব ও পাণ্ডব নাম

পরিবর্দ্ধিত হইয়া, পানভোজন-ক্রীড়াদি করিতেন, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র বৈষম্য ছিল না।

কিন্তু একত্র বর্দ্ধিত হইলেও পাণ্ডব ও কৌরবগণের হৃদয়ের মিলন হয় নাই; হিংস্রপ্রকৃতি ব্যাঘ্র-শাবকের সহিত কবে মধুর প্রকৃতি মৃগ-শিশুর মিলন হয়? দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ অত্যন্ত খল স্বভাব;—বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাহাদের খলতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল,—সরলহৃদয় পাণ্ডুপুত্রগণের সহবাসে তাহাদের খলতা অণুমাত্র বিদূরিত হইল না। পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে কৌরবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন, কিন্তু তাহাতে কৌরবগণের—বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের হৃদয়ে বিষস্রোত প্রবাহিত হইত। বয়ঃপ্রাপ্তি-সহকারে দুর্য্যোধন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কুরুরাজ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার; উভয় পক্ষই তুল্যরূপে সেই রাজ্য ভোগ করিবেন। যে পাণ্ডুপুত্রগণ একদিন মাতার সহিত অনাথের ন্যায় রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহারাই বিষয়াধিকার লাভ করিবে, ঐশ্বর্য্যে দুর্য্যোধনের সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, এ চিন্তা তাহার অসহ্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের প্রতি দুর্য্যোধনের ঈর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। ভীম স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ চঞ্চল এবং নিজবলস্পর্দ্ধী ছিলেন, দুর্য্যোধনের হৃদয়ও অহঙ্কার ও আত্ম-

দুর্য্যোধন।

গরিমার অভেদ্য দুর্গস্বরূপ। তিনি ভীমের বাহুবল ও চাঞ্চল্য সহ্য করিতে পারিতেন না; হিংসায় তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইত। এইরূপে দুর্য্যোধন আপনার সেই কৈশোর-কোমল হৃদয়ে এক মহা বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিলেন; কাল সহকারে সেই বীজের অঙ্কুর বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যে বিষময় ফল উৎপাদন করিল, তাহা আস্বাদন করিয়া সমগ্র কুরুকুল, উভয় পক্ষীয় অসংখ্য সুহৃদ পরিজন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজমণ্ডলী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

দুর্য্যোধনের হৃদয়-নিহিত জিঘাংসার কিছুতেই উপশম হইল না। অবশেষে দুর্য্যোধন ছলনা করিয়া ভীমের প্রাণ বিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। অন্তরের ভাব গোপন করিয়া কার্য্য করিতে তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য ছিল। সুতরাং তিনি যে ভীমের প্রতি বিদ্বেষ-পরবশ, তাহা তাঁহার বাক্য, দৃষ্টি বা কার্য্য কিছুতেই প্রকাশ পাইল না। তিনি তৃণাচ্ছন্ন কূপ এবং অন্তর্লীনসর্প পুষ্পের ন্যায় অবিকৃত রহিলেন। একদা দুর্য্যোধন আপনার ভ্রাতৃগণ এবং পঞ্চ পাণ্ডব সহ জলক্রীড়াচ্ছলে ভাগীরথী তীরে উদ্যান-বন-ভূষিত এক পরম রমণীয় প্রদেশে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাদিগের জন্য সুরম্য স্থানে নানা সুরম্য শিবির এবং দারু নির্ম্মিত বিবিধ সুসজ্জিত, পরিষ্কৃত এবং সুচিত্রিত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কৃত্রিম

জলাশয়-শোভা—তাহাতে কমলদল বিকসিত;—সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত উদ্যান, মনোরম বৃক্ষলতা, বিচিত্র উদ্যানপথ। এইরূপে সে স্থানে প্রকৃতির মধুর রমণীয়তার সহিত মানবকৃত সৌন্দর্য্যের মিলনে এক অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার হইয়াছিল।

বন ভ্রমণ ও জল ক্রীড়া।

সেই সুন্দর বনপ্রদেশে কুরুবালকগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ক্রীড়াবশে একে অপরের মুখে ভক্ষ্যদ্রব্য তুলিয়া দিতে লাগিলেন। এই অবসরে দুষ্টমতি দুর্য্যোধন ভীমের বদনে বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করিল। ভীম খলের চাতুরী বুঝিতেন না, অসঙ্কোচে আহার করিলেন। আহারান্তে সকলেই বিমল জলে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময়ে সন্তরণ শেষে সকলে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলে, ভীম ব্যতীত পাণ্ডবগণ হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রান্তিবশতঃ এবং অত্যধিক ভোজন জন্য ভীমের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত গৃহে গমন করিতে পারিলেন না, পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে বিষ-জর্জ্জরিত দেহে চেতনা বিলুপ্ত হইল। ভীমকে একাকী হতচেতন অবলোকন করিয়া, দুর্য্যোধন তাঁহাকে লতাপাশে বন্ধনপূর্ব্বক নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় ভীমের জীবন রক্ষা পাইল। কথিত আছে যে, নদী-জলে পতিত হইবামাত্র সর্পগণ ভীমকে

দংশন করিতে আরম্ভ করে; ইহাতে ভীমের শোণিত-মিশ্রিত স্থাবর-বিষের সহিত ভুজঙ্গ-বিষসংযোগে হলাহলের জীবননাশিনী শক্তি বিনষ্ট হয়। ভীম পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মাতা ও ভ্রাতৃগণের দারুণ উৎকণ্ঠা দূর করিলেন; এবং দুর্য্যোধনের পাপ সঙ্কল্পের বিষয় সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তদবধি পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা সাবধান থাকিতেন, এবং তদবধি ভীমেরও দুর্য্যোধনের প্রতি বিরাগ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি দুর্য্যোধনের ন্যায় নীচপ্রকৃতি ছিলেন না; চঞ্চল ও ক্রোধন-স্বভাব হইলেও এ বিষদানের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিলেন না, দুর্য্যোধনের ন্যায় নারকীয় উদ্যমে হৃদয় কলঙ্কিত করিলেন না। তিনি ভ্রাতৃগণের, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের উপদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না। জীবনে অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন, কৌরবগণের অত্যাচারে মর্ম্মগ্রন্থি পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়াছে, তথাপি মাতা এবং ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া, এবং ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে লুকাইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণে বিরত ছিলেন। মাতা ভিন্ন কুরুকুলে পাণ্ডব-গণের আর এক শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র ছিলেন, তিনি বিদুর। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সমস্ত জানাইলেন; বিদুর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। সূক্ষ্মদর্শী বিদুরের মন্ত্রণাক্রমে পাণ্ডবগণ কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন না।

পাণ্ডবগণের ধৈর্য্য অতি অলৌকিক এবং তাহা সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

ক্রমে কৌরব ও পাণ্ডগণের বিদ্যাধ্যয়ন ও অস্ত্রশিক্ষার সময় উপস্থিত হইল। পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য নামক বেদবিৎ অস্ত্রনিপুণ ব্রাহ্মণকে পৌত্রগণের পাঠনায় নিযুক্ত করিলেন। বালকগণ তাঁহার নিকট বেদাদি বিদ্যা এবং অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে প্রভূতরণপারদর্শী আচার্য্য দ্রোণ নামে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ সপুত্র ভীষ্মের নিকট আগমন করিলেন। ভীষ্মের সহিত তাঁহার পূর্ব্বাবধি পরিচয় ছিল। ভীষ্ম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন—দেখিলেন যে দ্রোণের মুখমণ্ডল বিষাদকালিমাপূর্ণ, নয়নে প্রবল তেজোরাশি। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন—"আয়ুষ্মন্ হৃদয়ে যে যাতনা পাইয়াছি, তাহার নিবারণার্থ আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি এবং পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট একত্র অস্ত্রশিক্ষা করিতাম। অস্ত্রশিক্ষা-কালে আমাদিগের পরম সম্প্রীতি ছিল। এক সময় আমিও সৌভাগ্যযুক্ত ছিলাম; কিন্তু আজ আমি নিঃসহায় দরিদ্র। আমি এ দরিদ্রাবস্থায় তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলাম, বাল্যকালের মিত্রতা স্মরণ করাইয়া দারিদ্র দুঃখ মোচনের জন্য অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু দ্রুপদ বিষয়-বিমত্ত হইয়া, আমাকে

দ্রোণাচার্য্য।

চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না; পরুষ বচনে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই জন্য ব্যথিতহৃদয়ে আমি আপনার নিকট আসিয়াছি; আমাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে আদেশ করুন।" ভীষ্মদেব প্রভৃত সমাদরসহকারে দ্রোণাচার্য্যকে পৌত্রগণের দ্বিতীয় গুরুরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অবস্থানের জন্য মনোহর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই অবধি কুরুবালকগণ দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের অদ্ভুত রণপারদর্শিতা এবং চমৎকার শিক্ষাদান প্রণালীর খ্যাতি দেশে দেশে প্রচারিত হইল। নানাস্থান হইতে রাজপুত্র এবং নানাজাতীয় বালকগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে হস্তিনাবাসী সূতজাতীয় অধিরথের পুত্র মহাতেজস্বী কর্ণ সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কুরুবালকগণ বিদেশীয় শিক্ষার্থিগণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করিতেন। দ্রোণাচার্য্যের অধ্যাপনা প্রভাবে সকলেই উন্নতি লাভ করিলেন, কিন্তু যেমন হীরকাদি স্বচ্ছপদার্থেই সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কেবল প্রতিভাশালী ছাত্রই গুরুর উপদেশ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ। দ্রোণাচার্য্য সকল শিষ্যকে অস্ত্রপ্রয়োগ, লঘুহস্ততা, এবং যুদ্ধকৌশল বিষয়ে সমান শিক্ষা দিলেও অর্জ্জুনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিলেন। সেই সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অস্ত্রপটু

২

আর কেহই ছিলেন না। অস্ত্রশিক্ষা করিতে করিতে অর্জ্জুনের আনন্দ-সাগর উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিত। অসাধারণ অধ্যবসায়, একাগ্রতা, পরিশ্রম এবং দৃঢ়তাগুণে তিনি সকলকেই পরাস্ত করিলেন। তিনি নিত্য অনলস ও বিলাসশূন্য হইয়া একাগ্রচিত্তে অস্ত্রকৌশলচিন্তা এবং অস্ত্রাভ্যাস করিতেন। উজ্জ্বল দিবালোকে অথবা অন্ধকারময় রজনীতেও তাঁহার শরপ্রয়োগের বিরাম ছিল না। তিনি ধনুঃশর লইয়া নিদ্রা যাইতেন, নিশাকালে জাগরিত হইয়া বহির্গমন পূর্ব্বক শরক্ষেপ করিতেন; নিশীথে তাহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সকলে চমকিত হইত। কিন্তু এ সমস্ত গুণ অপেক্ষা তাঁহার গুরুভক্তি প্রবল ছিল, অসংখ্য কুরুবালকগণ, এবং দ্রোণাচার্য্যের বৈদেশিক অসংখ্য শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় গুরুসেবাপর আর কেহ ছিল না। তাঁহার হৃদয় গুরুভক্তির পুণ্যময় ক্ষেত্রস্বরূপ।

অর্জ্জুন।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষারম্ভের কিছুদিন পরে একদিন আচার্য্য, সমবেত শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"আমার এক বাসনা আছে, প্রতিজ্ঞা কর তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই তোমরা আমার সে বাসনা পূর্ণ করিবে।" না জানি কি বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে ভাবিয়া, সকলেই নীরব হইয়া রহিলেন; কেবল অর্জ্জুন ভক্তি-পরিপূর্ণ হৃদয়ে অঙ্গীকার করিলেন, "গুরুদেব

দ্রোণাচার্য্যের

আমি আপনার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিব।” দ্রোণাচার্য্য পরম পুলকিত হইয়া অর্জ্জুনের শিরশ্চুম্বন করিলেন; আনন্দে দ্রোণাচার্য্যের নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। আর একদিন অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে কুম্ভীরগ্রাস হইতে রক্ষা করেন। কতিপয় শিষ্যসহ দ্রোণাচার্য্য ভাগীরথী জলে স্নান করিতেছেন, অর্জ্জুনপ্রমুখ অন্যান্য শিষ্যগণ তটে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একটা কুম্ভীর দ্রোণাচার্য্যকে হঠাৎ আক্রমণ করিল; আচার্য্য ডাকিয়া বলিলেন—“আমাকে কুম্ভীরে গ্রাস করিতেছে, রক্ষা কর।” অর্জ্জুন অবিলম্বে গুরুর নির্দেশমত শাণিত শরযোগে জলমগ্ন কুম্ভীরকে বধ করিলেন; অন্যান্য সকলে নির্ব্বাক ও নিশ্চল হইয়া রহিল; আচার্য্য দ্রোণ অর্জ্জুনের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল এবং অবিচ্ছিন্ন প্রগাঢ় ভক্তিগুণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অন্যের অপরিজ্ঞাত নানা অস্ত্রের প্রয়োগাদি কৌশল শিক্ষা দেন; কিন্তু তৎসহ “যদি কখনও যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কোন মতে বিমুখ হইতে পারিবে না—” প্রিয় শিষ্যকে এ কঠিন প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। গরীয়ান্ বীরগণের মহিমা আমরা কি বুঝিব!

গুরু দ্রোণাচার্য্য কুরুকুলের বিশেষ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; পাছে নীচ জাতীয় বালকের সংসর্গে কুরুবালকগণের স্বভাব দুষ্ট

হয় এই আশঙ্কায় তিনি নীচ জাতীয় কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। একদা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য অস্ত্রশিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করেন। দ্রোণাচার্য্য একলব্যের একান্ত অনুনয়েও তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে একলব্য হতাশ হইয়া এক গভীর বন মধ্যে গমন করিয়া স্বয়ং অস্ত্রাভ্যাস করিতে লাগিলেন। একাগ্রতাহেতু শীঘ্রই একলব্য অস্ত্রপ্রয়োগে বিশেষ পটুতা লাভ করিলেন।

একলব্য

একদিন দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের সহিত ঐ বনে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। তাঁহাদের সহচারী এক কুক্কুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা একলব্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং সেই নির্জ্জন বনে অপরিচিত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে বিরক্ত হইয়া একলব্য এরূপ কৌশলসহকারে তাহার মুখবিবরে একে একে কয়েকটী শরনিক্ষেপ করিলেন যে, তাহার শব্দ করিবার শক্তিমাত্র বিলুপ্ত হইল। কুক্কুর আস্যবিবরে শর পূরিত হইয়া দ্রুতবেগে পাণ্ডব-সন্নিধানে গমন করিল। পাণ্ডবেরা কুকুরের তথাবিধ অবস্থা দর্শনে অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং অস্ত্র প্রয়োগকর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একলব্যের সন্নিহিত হইলেন; দেখিলেন,—সম্মুখে আচার্য্যের মৃণ্ময়মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে, তাহারই নিকট দণ্ডায়মান

হইয়া একলব্য একমনে অসামান্য লঘুহস্ততার সহিত শরক্ষেপ করিতেছেন। দ্রোণ বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে একলব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি! কে তুমি? কি জন্য এ বনমধ্যে আমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে অস্ত্র অভ্যাস করিতেছ।" একলব্য বিনয়নম্র বচনে আত্মনিবেদন করিয়া কহিল—"প্রভু আপনাকে ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি গুরু বলিয়া জানি না; আপনি আমাকে নীচ জাতীয় বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও, আমি আপনার মহীয়সী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, তাহারই সম্মুখে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছি; আপনার কৃপায় আমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত হইয়াছে।" দ্রোণাচার্য্য একলব্যের ঐকান্তিকতা এবং প্রগাঢ় গুরুভক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি করিয়া, পাণ্ডবগণের হিতার্থে বলিলেন—"শুন বৎস, আমি তোমার চিত্ত বুঝিয়াছি, তোমাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে, এখন আমার হৃদয় পুলকিত হইতেছে। বৎস, যদি তুমি আমারই শিষ্য এবং আমার প্রতি ভক্তিমান হও, তবে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ আমাকে একটী বস্তু দান কর।" একলব্য অবিচলিতচিত্তে কহিলেন, "আদেশ করুন, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি এই মুহূর্ত্তে তাহা প্রদান করিব।" দ্রোণাচার্য্য ধীর গম্ভীর ভাবে কহিলেন—"প্রিয় শিষ্য একলব্য, তুমি আমাকে তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দান কর।"

একলব্যের গুরুদক্ষিণা

একলব্য দ্রোণাচার্য্যের সেই কঠিন প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াও অঙ্গীকার রক্ষা করিতে স্থির নিশ্চয় করিলেন। তিনি কখনই সত্য পরিত্যাগ করিতেন না, সুতরাং প্রফুল্লচিত্তে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া গুরুকে অর্পণ করিলেন। ছেদনকালে তাঁহার মুখশ্রী বিকৃত হইল না, পূর্ব্বের ন্যায় প্রসন্নই রহিল। এইরূপে একলব্য গুরুর আদেশ পালন করিলেন। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অভাবে অস্ত্র প্রয়োগে তাঁহার আর পূর্ব্বেরমত লঘুহস্ততা রহিল না। তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের হৃদয়ব্যথা দূর হইল। অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী জগতে আর কেহ থাকিবে না বলিয়া, দ্রোণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা রক্ষিত হইল,—কিন্তু তৎসহ নীচ নিষাদ-পুত্র একলব্যের আত্মত্যাগের কথা জগতে চিরদিন অক্ষয় প্রস্তরস্তম্ভের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিল। সেই অসভ্য নিষাদতনয়ের অচলা গুরুভক্তি সভ্যজগতের অনুকরণীয়; তাহার তাদৃশী গুরুভক্তির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

দ্রোণের শিক্ষাগুণে তাঁহার শিষ্যগণ ধনুর্ব্বেদে, মল্লযুদ্ধে এবং যুদ্ধবিষয়িণী বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ পটুতা লাভ করিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথারোহণে, নকুলসহদেব অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক অসি চালনায়, এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিগূঢ় সন্ধানে মহা পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং অবিচলিত অধ্যবসায়গুণে সকল বিষয়েই সকলকে

অতিক্রম করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পাণ্ডুপুত্রগণকে আপনাদের অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন দর্শন করিয়া বিষাদিত হইলেন।

অস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে, গুরু দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। বৃক্ষোপরি এক কৃত্রিম গৃধ্রপক্ষী স্থাপন করিয়া একে একে যুধিষ্ঠিরাদি সকল শিষ্যকে আহ্বান করিয়া ঐ বৃক্ষ এবং পক্ষী প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা এক্ষণে কি দেখিতেছ ?" সকলেই বলিল—"প্রভু ! বৃক্ষ, গৃধ্র, এবং তৎসহ সশিষ্য আপনাকেও দেখিতেছি।" দ্রোণ অপ্রফুল্লচিত্তে প্রত্যেককেই ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—"লক্ষ্য বিদ্ধ করা তোমার কর্ম্ম নয়, চলিয়া যাও।" এইরূপে সকলে একই উত্তর প্রদানে দ্রোণের নিকট তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি শিষ্যগণের অকৃত কার্য্যতায় দ্রোণ দুঃখিত হইয়া অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"লক্ষ্য প্রতি দৃষ্টি কর, ঐ বৃক্ষ এবং ঐ পক্ষী। সম্প্রতি তুমি ধনুতে শরযোজনা করিয়া ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ্ঞা মাত্র শর পরিত্যাগ করিবে।" অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্রোণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অর্জ্জুন, ঐ বৃক্ষ, গৃধ্র এবং আমাকে দেখিতে পাইতেছ কি না ? অর্জ্জুন বলিলেন—"গুরুদেব, আমি কেবল পক্ষীটী দেখিতে পাইতেছি, অপর কিছুই দেখিতেছি

শিষ্যগণের অস্ত্র পরীক্ষা

না।" মুহূর্ত্ত পরেই আচার্য্য পরমানন্দ-সহকারে কহিলেন, "উহার মস্তক ছেদনে প্রস্তুত হও।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কি দেখিতেছ বল?" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—"প্রভু, এক্ষণে আমি উহার মস্তক মাত্র দেখিতে পাইতেছি।"

অর্জ্জুনের উত্তরে দ্রোণের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল, আজ্ঞা করিলেন—চিন্তা নাই, গৃধ্রের মস্তক ছেদন কর। আদেশ মাত্র অর্জ্জুন তীক্ষ্ণ ক্ষুরাস্ত্রে গৃধ্রের মস্তক ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অস্ত্র পরীক্ষায় একা অর্জ্জুনই জয়ী হইলেন; দ্রোণাচার্য্য সস্নেহে প্রিয়তম শিষ্যকে আলিঙ্গন করিলেন।

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবেধ বিষয়ে এই শিক্ষালাভ করা যায় যে, কার্য্যকালে একবারে একটী মাত্র লক্ষ্যে মন স্থির করিয়া কার্য্য করিতে হয়, অনেক দিকে মন দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যুধিষ্ঠিরাদির মনোযোগ একই সময়ে বৃক্ষ, পক্ষী এবং অন্যান্য বস্তুর প্রতি ন্যস্ত ছিল, একটী মাত্র লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির ছিল না, কিন্তু অর্জ্জুনের লক্ষ্য ক্রমে ক্রমে গুরুর আদেশানুযায়ী বৃহৎ হইতে সূক্ষ্মে (পক্ষীর মস্তকমাত্রে) স্থিরীকৃত হইয়াছিল,—তজ্জন্যই একা অর্জ্জুন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতে যাহারা নানাগুণে গুণবান হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, তাহারা সকলেই একাগ্রচিত্ত ছিলেন, যখন যে কার্য্য সাধন করিতে মনন

করিতেন তখন সেই কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যেই তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হইত না।

অস্ত্রপরীক্ষার পর কুরুবালকগণের সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে অস্ত্র কৌশল প্রদর্শন। দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শনের উপযোগী এক সুবৃহৎ, সুসজ্জিত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। চতুর্দ্দিকে কুরুবংশীয় নরনারীগণের জন্য মনোহর মঞ্চশ্রেণী, সাধারণ দর্শকগণের পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট স্থান, মধ্যে সুপরিসর, সমতল, পরিষ্কৃত ভূখণ্ড, সেই স্থানে কুরুবালকগণ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিবেন। এই রূপ সভাগৃহকে রঙ্গস্থল বলা হইত।

রঙ্গস্থলে পরীক্ষা।

শুভদিনে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর প্রভৃতি কুরুপ্রবীরগণ, এবং কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি কুরুকামিনীগণ রণাভিনয় সন্দর্শনার্থ সেই পরম রমণীয় রঙ্গস্থলে স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন; সাধারণ দর্শক বৃন্দ অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাস্থল মঙ্গল বাদ্যে মুখরিত হইল।

শুভক্ষণে পলিতকেশ পলিত শ্মশ্রু গুরু দ্রোণাচার্য্য শুক্ল বসন শুক্ল যজ্ঞোপবীত, এবং শুক্ল পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া, পুত্র অশ্বত্থামার সহিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া, একে একে কুমারগণকে অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করিলেন।

আহূত হইয়া বালকগণ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ পদব্রজে কেহ

হস্তি-পৃষ্ঠে কেহবা রথস্থ হইয়া, অসি, চর্ম্ম, শেল, শরযোগে বিবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। পরে ভীম এবং দুর্য্যোধন রঙ্গস্থলে আগমন করিয়া যুগল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিপুল বল সহকারে অপূর্ব্ব গদাযুদ্ধে সকলকে চমকিত করিলেন। উভয়ের কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল; রঙ্গস্থলে সমাসীন দর্শকবৃন্দ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, কেহ দুর্য্যোধন, কেহবা ভীমকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রোণের আদেশে অশ্বত্থামা ক্রমবর্দ্ধিতরোষ ভীম ও দুর্য্যোধনকে নিবারিত করিলেন। অন্যান্য কুরুবালকগণের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন শেষ হইলে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অতি উৎফুল্ল হৃদয়ে কহিলেন—"এক্ষণে তোমরা অর্জ্জুনকে দর্শন কর, অর্জ্জুন আমার পুত্রাধিক প্রিয়। তিনি সকল অস্ত্রেই পারদর্শী হইয়াছেন।"

আচার্য্যের আজ্ঞাক্রমে অর্জ্জুন বাণপূর্ণ তূণীর, শরাসন এবং অঙ্গে স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়া, রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন:

রঙ্গস্থলে অর্জ্জুন

বোধ হইল যেন নবীন-নীরদখণ্ড সূর্য্যপ্রভা, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুদ্দাম ও সন্ধ্যারাগে ভূষিত হইয়া শোভিত হইল। অর্জ্জুনের পরম রমণীয় তেজঃপূর্ণ রূপরাশি দর্শন করিয়া সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই জয়ধ্বনি সহ আবার বিজয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

বাদ্যরব প্রশমিত হইলে অর্জ্জুন আচার্য্যকে অভিবাদন

পূর্ব্বক নানা গতিতে ভ্রমণ করিতে করিতে, বিস্ময়কর শর-প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কখন পদে, কখনও অশ্বে, কখনও রথারোহণে, ধীর, মন্দ, দ্রুত এবং অতি দ্রুত গতিতে বিচরণ করিতে করিতে, মুহুর্মুহুঃ, ক্ষিপ্র এবং অব্যর্থ সন্ধানে কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল, দূরস্থ অথবা সমীপস্থ সকল প্রকার লক্ষ্যই ভেদ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণের ভ্রম জন্মিতে লাগিল যেন এক অর্জ্জুন বহুধা বিভক্ত হইয়া বহু শরাসন ধারণ করিয়া একেবারে বহু লক্ষ্য ভেদ করিতেছেন। তিনি ঘূর্ণায়মান লৌহময় বরাহের মুখে এবং রজ্জুলম্বিত গোশৃঙ্গে এক এক করিয়া বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু অসাধারণ লঘুহস্ততা প্রযুক্ত বোধ হইল যেন তিনি একটী মাত্র শর সন্ধান করিয়াছেন। এইরূপে শস্ত্র-কুশল অর্জ্জুন খড়্গ, ধনু ও গদা চালনা করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন। সেই বহু লোকপূর্ণ বিশাল রঙ্গভূমি বীরবর শস্ত্রকুশল অর্জ্জুনের জয় জয় রবে নিনাদিত হইল। রণাভিনয়ের অবসান কালে বীরবর সূর্য্যপ্রতিম কর্ণ যোদ্ধৃবেশে সকলের বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক

কর্ণ

রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া অবজ্ঞার সহিত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, আমি তোমা অপেক্ষা প্রশংসার্হ অস্ত্র-কৌশল প্রদর্শন করিতেছি। পরে

আচার্য্য দ্রোণের অনুমতিক্রমে তিনি শর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন যে যে বিস্ময়কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন, কর্ণ সে সমুদয় তাঁহারই মত অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া সকলকেই চমৎকিত করিলেন।

কর্ণের অস্ত্র-কৌশল দর্শনে, ততোধিক তাঁহার পরুষ বাক্যে ব্যথিত হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের অপক্ষপাতিতা

কর্ণও প্রস্তুত হইলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্য তাহা অনুমোদন করিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া কৃপাচার্য্য কৌশলে উভয়কে নিরস্ত করিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কর্ণকে কহিলেন—"বীরবর অর্জ্জুন রাজপুত্র, তুমি কোন্ রাজবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ, তাহা বর্ণন কর ; রাজপুত্রের সহিত সামান্য জনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সম্ভবে না। কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রভা শূন্য এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণকে প্রথম পরিচয় অবধিই বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এক মাত্র কর্ণই অর্জ্জুনের সমকক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন। মনে মনে বহুদিন হইতে এ আশাও করিয়াছিলেন যে, এক দিন তিনি কর্ণকে সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। এক্ষণে কর্ণকে মলিন দেখিয়া বুঝিলেন যে, উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অনন্তর

সর্ব্বসমক্ষে গভীর স্বরে কহিলেন, "যদি অর্জ্জুন সত্যই রাজা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক, তবে এখনই আমি মহানুভব কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিব।" সেই মুহূর্ত্তেই দুর্য্যোধন সাদরে কর্ণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া যথাবিহিতরূপে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেকান্তে কর্ণের পালক পিতা বৃদ্ধ সারথি অধিরথ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দর্শন করিয়া উদারচিত্ত মহাত্মা কর্ণ সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া, সেই অভিষেকবারি-সিক্ত-মস্তকে পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। অধিরথ উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গৌরবান্বিত এবং বিনয়াবনত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। আনন্দে অধিরথের নয়ন হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কর্ণের অভিষেক।

সমরাভিনয়ের অবসান হইলে, সকলে স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন, দুর্য্যোধন কর্ণের হস্ত ধারণ করিয়া রঙ্গস্থল হইতে বহির্গত হইলেন। কর্ণকে সুহৃদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের হৃদয় হইতে অর্জ্জুনের ভয় দূর হইল।

শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে কহিলেন,—তোমরা যুদ্ধে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পরাজয় সাধন পূর্ব্বক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, তাহা

হইলেই আমাকে তোমাদিগের সর্ব্বোত্তম গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হইবে।” গুরুর নিদেশানুযায়ী ভীমার্জ্জুন, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রমুখ শিষ্যগণ বিশাল সৈন্যসহ দ্রুপদরাজ্য আক্রমণ করিলেন। পরে ঘোরতর যুদ্ধে অমাত্যসহ দ্রুপদকে বন্দী করিয়া দ্রোণ-সমীপে আনয়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদকে বন্ধনমুক্ত করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, “শুন রাজন্, তুমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ হইয়া আমাকে অবমানিত করিয়াছিলে, আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম, তোমার জীবন গ্রহণ করিব না। রাজা না হইলে রাজার বন্ধু হইতে পারে না, তুমি এই কথা বলিয়াছিলে, এই জন্যই তোমার রাজ্য হরণের যত্ন করিয়াছি। তোমার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধ ভাগ গ্রহণ করিলাম; আমি অহিচ্ছত্র নামক উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা হইলাম, দক্ষিণ পাঞ্চাল রাজ্য তোমার রহিল। এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও।

দ্রুপদের অবমাননা

দ্রুপদের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি বিনম্র বচনে দ্রোণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে স্বরাজ্যে আগমন করিলেন;—কিন্তু জীবনে তিনি কখনও দ্রোণকৃত অবমাননা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না;—তাহা তুষানলের ন্যায় অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল।

এক বৎসর পরে যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অভিষেকে প্রজাগণ সকলেই আনন্দিত হইল। তাঁহার নির্ম্মল যশোরাশি শারদ-জ্যোৎস্নার ন্যায় কুরুদেশ প্লাবিত করিল। তিনি সকলের জীবনানন্দ হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন; এবং ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণও অগ্রজের বশবর্ত্তী হইয়া শত্রুদমন করিয়া, রাজ্যবিস্তার ও যশোলাভে সমধিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইলেন।

ক্রমে পাণ্ডবগণের সুযশঃ, পরাক্রম এবং প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল, দুর্য্যোধনও বিষাদে ম্রিয়মাণ হইলেন।

কিছুদিন পরে পাণ্ডুপুত্রগণের ঐশ্বর্য্যদর্শনে নিরতিশয় অসূয়াপরবশ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতির উত্তেজনায় এবং অন্যান্য কুমন্ত্রিগণের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে নির্ব্বাসিত করিতে মানস করিলেন। পাপসংকল্প-সিদ্ধি বিষয়ে তাঁহাকে ক্লেশ পাইতে হইল না। প্রধান প্রধান সচিবগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বশীভূত ছিল; এক্ষণে উৎকোচ প্রভাবে রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান প্রজাগণও আয়ত্তীকৃত হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে সচিবগণ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে বারণাবত নগরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে সরলহৃদয় যুধিষ্ঠির কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া তথায় যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিলাষ অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং তাঁহাকে বারণাবত গমনে উৎসাহিত করিয়া

কহিলেন, "শুনিয়াছি, পৃথিবীর মধ্যে বারণাবত নগর অতি রমণীয়, যদি অভিলাষ হইয়া থাকে সানুচর পঞ্চভ্রাতা মাতৃসহ তথায় গমন কর। পরে কিছুকাল তথায় বাস করিয়া পুনরায় পরমসুখে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিও।" যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিতে পারিয়াও অগত্যা বারণাবত গমনে সম্মত হইলেন। ভাবিয়া দেখিলেন তাঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণ অসহায় এবং অনন্যোপায়। বিদুরাদি কয়েকজন মহাত্মা ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের আর কেহ শুভানুধ্যায়ী ছিলেন না, তাঁহারাও আবার প্রকাশ্যভাবে পাণ্ডবগণের হিতানুষ্ঠান করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং পাণ্ডবগণ আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে শত্রুকবলিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠ তাতের নির্দেশে অসম্মত হইলে শত্রুগণ প্রকাশ্যে না হউক গোপনেও তাঁহাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। অতএব শত্রুজনসংবাস পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃকল্প; এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির মাতা ও ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বারণাবত গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।

কৌরবগণের অভিসন্ধি।

অনন্তর মাতার সহিত পঞ্চভ্রাতা, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য প্রভৃতি স্নেহময় গুরুজন, এবং শত্রু মিত্র অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

গমনকালে বিদুর অন্যের দুর্বোধ্য সঙ্কেতচ্ছলে পাণ্ডবগণকে তাঁহাদিগের ভাবী বিপদের বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

পাণ্ডবগণের বারণাবত যাত্রা

সঙ্কেতের এই অর্থ—"তোমরা বারণাবতে যে গৃহে বাস করিবে তাহা লাক্ষা, ঘৃত, এবং অন্যান্য দাহ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। পুরোচন নামে দুর্য্যোধনের এক চর তোমাদিগের অনুগামী হইতেছে, দুর্য্যোধনের আদেশে, সে অবসরক্রমে তোমাদিগকে গৃহদাহে বধ করিবে। আমি খনক প্রেরণ করিব, তাহার সাহায্যে গৃহ-মধ্য হইতে দূরে কোন নিভৃত বন পর্য্যন্ত সুরঙ্গ খনন করাইয়া লইবে। অগ্নিদাহ কালে সেই পথে অনায়াসে নির্গত হইয়া পরিত্রাণ পাইবে। সর্ব্বদা সাবধান! যে ব্যক্তি আমার উপদিষ্ট এই সঙ্কেত বাক্যের উল্লেখ করিতে পারিবে তাহাকে সর্ব্বথা বিশ্বাস করিবে।" বস্তুতঃ, দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এইরূপ কল্পনাই করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান বিদুর তাহা কোনরূপে অবগত হইয়া যথাসময়ে পাণ্ডবগণকে সবিশেষ বিদিত করিলেন। মাতৃসহ যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ হস্তিনানগরী ত্যাগ করিয়া চলিলেন, বোধ হইল যেন পঞ্চগ্রহ সমবেত চন্দ্রমা অম্বরতল অন্ধকার করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

গঙ্গাতীরে বিদুরের নিয়োজিত এক বিশ্বস্ত নাবিক একখানি সুপ্রশস্ত, দৃঢ়, বাতোর্ম্মিসহ, এবং উত্তম যন্ত্রযুক্ত নৌকা লইয়া

উপস্থিত ছিল। পাণ্ডবগণ বিদুরকথিত সঙ্কেত বাক্যে তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া নৌকারোহণে বারণাবত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যথাস্থানে অবতীর্ণ হইয়া বহুদূর পদব্রজে গমন পূর্ব্বক অবশেষে বারণাবতে উপস্থিত হইলেন। নাগরিকগণ সাদরে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে গ্রহণ করিল। নগরী পাণ্ডবগণের জয় শব্দে নিনাদিত হইল। পুরোচনও তাঁহাদিগের সহিত অনুচররূপে আগমন করিয়াছিল।

পাণ্ডবগণ পুরোচনের অজ্ঞাতসারে বিশেষরূপে বাস গৃহ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিয়া তাহা যে জতু নির্ম্মিত তাহাতে তাঁহাদের আর কোন সন্দেহ রহিল না। সেই গৃহ অতি দৃঢ়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সুসজ্জিত অস্ত্রাগার, বহির্গমনের একটি মাত্র দ্বার। অগ্নিদাহকালে জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইলেও অগ্নি সংযোগে স্ফুটিত অস্ত্রাগার-বিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি হইতে পরিত্রাণ নাই। পাণ্ডবগণ বুঝিলেন যে, অগ্নিদাহের পূর্ব্বে পলায়ন করিলে তাঁহারা নিরাপদ হইবেন না, দুর্য্যোধনের চরগণ তাহাদিগকে গোপনে পথিমধ্যেই বিনাশ করিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা সেই ভয়াবহ জতুগৃহেই বাস করা উচিত মনে করিয়া, সুস্থচিত্তের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুরোচন সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইল; পাণ্ডবগণ যে দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে

জতুগৃহে বাস।

পারিয়াছেন, তাহা পুরোচন, তাঁহাদিগের আকার ইঙ্গিতে কিছুই বুঝিতে পারিল না। যথাসময়ে পুরোচনের অজ্ঞাতসারে বিদুর প্রেরিত এক খনক আসিয়া, যথাকথিতরূপে পাণ্ডবগণের বাস-গৃহের মধ্যস্থল হইতে অরণ্য-পথ পর্য্যন্ত এক সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গোপনে প্রস্থান করিল। এক্ষণে পাণ্ডবগণ অনেকাংশে আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপে তথায় এক বৎসর গত হইল; পাণ্ডবগণকে বিশ্বস্তভাবে বাস করিতে দেখিয়া পুরোচনও গৃহে অগ্নিদানের অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাণ্ডবগণের নিকট তাহার মনোভাব অজ্ঞাত রহিল না।

বৎসরান্তে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, পুরোচন আমাদিগকে অগ্নিদাহে বধ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং অতি শীঘ্রই সে তাহার পাপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যত্ন করিবে; অতএব এক্ষণে পলায়নই শ্রেয়ঃ। কিন্তু পলায়ন করিতে হইলে এ জতুগৃহ দগ্ধ করিয়া পলায়ন করাই উচিত; কারণ তাহা হইলে, আমরা অগ্নিদাহে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছি মনে করিয়া কৌরবগণ নিশ্চিন্ত হইবে এবং আমাদের বিনাশার্থ আর কোনও চর নিয়োজিত করিবে না, আমরাও নিরাপদে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিব। অতএব সত্বর কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে নিশীথ সময়ে গৃহে অগ্নিদান করিয়া পলায়নই যুক্তিযুক্ত; আমরা বিবর পথে পলায়ন

করিলে জতুগৃহ-মধ্যস্থ পাপাত্মা পুরোচনও দগ্ধ হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।" অন্যান্য ভ্রাতৃগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

সঙ্কল্পিত দিনে পাণ্ডবগণ ঐ জতুগৃহে একটী সামান্য উৎসবের আয়োজন করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই উৎসবে পঞ্চপুত্রসহ অন্নার্থিনী এক নিষাদ-পত্নী আসিয়া পানভোজনান্তে সেই গৃহেই শয়ন করিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইলে ভীম অগ্রে পুরোচনের গৃহে পরে অন্যান্য গৃহে অগ্নি প্রদান করিলেন। অগ্নি ভীমবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে চারিদিকে বিস্তৃত হইল। পাণ্ডবগণ মাতৃসহ সুরঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই নিদারুণ অগ্নিদাহে পাপাত্মা পুরোচন এবং সুরাপানে গতচেতনা পঞ্চপুত্রসহ সেই অনাথা নিষাদপত্নীও মৃত্যুমুখে পতিত হইল। নগরবাসী সকলে সেই অগ্নিময় গৃহ দর্শন, এবং তাহার ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বুঝিল যে, পাণ্ডুপুত্রগণকে দগ্ধ করিবার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৌরবগণের বাসনা সফল হইল না, তাঁহাদেরই নিয়োজিত চর অগ্নিদাহে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল; ধর্ম্মপরায়ণ, অকারণ-নির্ব্বাসিত পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগ্যক্রমে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়

জতুগৃহ দাহন।

হইল। পাণ্ডবগণ দুঃখিনী মাতার সহিত সুরঙ্গপথ হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন; তথায় দেখিলেন যে, বিদুর-প্রেরিত নাবিকের তরণী প্রস্তুত রহিয়াছে; সঙ্কেতবাক্যে নাবিকের পরিচয় গ্রহণ করিয়া, নিরাপদে গঙ্গা উত্তরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ এক বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে বন গভীর, ভয়াবহ, শ্বাপদসঙ্কুল এবং মানবসমাগমশূন্য; পাণ্ডবগণ অতি কষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

প্রভাতে নগরবাসিগণ সেই ভস্মাবশিষ্ট নিষাদী এবং তাহার পঞ্চপুত্রকে দর্শন করিয়া, কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডব বোধে একান্ত শোকার্ত্ত হইল। পরে ভস্মাঙ্গার মধ্যে পুরোচনেরও মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, সে স্বকার্য্যের সমুচিত ফলভোগ করিয়াছে। অনন্তর তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সপুত্রা কুন্তীদেবী ও পুরোচনের অগ্নিদাহে মরণ সংবাদ প্রেরণ করিল। এই সংবাদ

হস্তিনানগরে সংবাদ-প্রাপ্তি

প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতরূপে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন,—পুরোচন যে স্বকার্য্যসাধন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা তাঁহার সম্যক প্রতীতি হইল। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মাগণ, তাঁহাদের মরণসংবাদে মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইলেন। দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিলেন না,—পাণ্ডবগণের

মৃত্যুতে তাঁহারা আপনাদিগকে চিরজীবনের মত নিষ্কণ্টক বিবেচনা করিলেন। মহামতি বিদুর শোক বা আহ্লাদ কিছুই প্রকাশ করিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই নাবিকমুখে সমস্ত সমাচার অবগত হইয়াছিলেন। সমগ্র প্রজা-মণ্ডলী এতদিনে কৌরবগণের কুটিল চরিত্রের বিষয় সমস্তই বুঝিতে পারিল। কিন্তু তাহারা আন্তরিক রুষ্ট হইয়াও ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণকে বিশাল সৈন্য-সমন্বিত এবং মহাযোধগণ-পরিবৃত দর্শন করিয়া, তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণে সাহস করিল না; কেবল পাণ্ডবগণের দুর্ভাগ্য চিন্তা করিয়া বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল।

পাণ্ডবগণের পলায়ন।

এদিকে মাতৃসহচারী পাণ্ডবগণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কাতর হইয়া ফলমূলাদি ভক্ষণে জীবনধারণ পূর্ব্বক বনভূমির পর বনভূমি অতিক্রম করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃচতুষ্টয় এবং মাতা পথাতিবাহনে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলে, মহাবলশালী ভীমসেন কখন কখন তাঁহাদের সকলকে একাকী বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে বহু অরণ্যানী, নগর ও পল্লী অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক অতি নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তিবশতঃ সকলেই মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।—দুঃখিনী কুন্তীদেবী সুদারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়ে অধীরকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার করুণ বিলাপে সেই বিজন বনস্থলী

আকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে বিশ্রামার্থ তাঁহারা এক পাদপ-তলে উপবেশন করিলেন। পথশ্রান্তি হেতু তাঁহারা নিরতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তৃষ্ণায় তাঁহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। ভীম তাঁহাদিগকে সতর্ক ও জাগরিত থাকিতে বলিয়া, একাকী অকুতোভয়ে জলান্বেষণে প্রস্থান করিলেন। বহুক্ষণ পরে জল লইয়া প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সেই তরু-তলে ধূলিশয্যায় নিদ্রায় অচেতন হইয়া পতিত রহিয়াছেন। জননী ও ভ্রাতৃগণের তথাবিধ শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শনে ভীমের হৃদয় একান্ত কাতর হইল, তিনি বহুক্ষণ নীরবে বিলাপ করিলেন,—সহসা এক বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল।

রাক্ষসজাতি।

যে সময়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সে সময় ভারতের নানা স্থানে অনেকানেক ভীষণপ্রকৃতি, ভীষণমূর্ত্তি, আমমাংসভোজী অসভ্য অনার্য্যজাতি বাস করিত। বর্ত্তমান কালেও ভারতে, ভারতবর্ষীয় দ্বীপপুঞ্জে, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ঐরূপ অনেক জাতি বিদ্যমান আছে। আর্য্যগণ ঐরূপ অসভ্যজাতিকে সাধারণতঃ রাক্ষস নামে অভি-হিত করিতেন। পাণ্ডবগণ যে বনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তথায় হিড়িম্ব নামে ঐরূপ এক নরখাদক রাক্ষস বাস করিত। সে পাণ্ডবগণকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুত-পদে তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল।

ভীম শোকাবেগবশতঃ বিলাপ করিতেছিলেন। চিন্তার করাল ছায়া তাঁহার হৃদয়তল অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। তদ্গত-চিত্তভাবশতঃ তিনি রাক্ষসের আগমন অবগত হন নাই। এক্ষণে সহসা সমীপবর্ত্তী রাক্ষসের গভীর পদশব্দে ও অমানুষ চীৎকারে চমকিত হইলেন,—দেখিলেন অনতিদূরে কালান্তক যমোপম ভীষণমূর্ত্তি জনৈক রাক্ষস তাঁহাদের বিনাশসাধনোদ্দেশে আগমন করিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া ভীম সেই ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসের সম্মুখীন হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিলেন। রাক্ষস প্রভূত বলশালী হইলেও, মহাবল বাহুযুদ্ধ-নিপুণ ভীমের নিকট পরাভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ভীমের সেই অমানুষিক কার্য্য সন্দর্শন করিয়া, দেবী কুন্তী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ রাক্ষসযুদ্ধে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষতদেহ ভীমকে আলিঙ্গন করিয়া, আপনাদিগকে পুনর্জ্জীবিত বোধ করিলেন।

হিড়িম্ববধ।

হিড়িম্ব নিহত হইলে, পাণ্ডবগণ তাপসবেশে মাতার সহিত নানাদেশ, জনপদ, রমণীয় বনভূমি দর্শন করিতে করিতে একচক্রা নামক নগরে এক ব্রাহ্মণগৃহে সমুপস্থিত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের অনুমতি লাভ করিয়া তদীয় গৃহে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করেন। এতাবৎকাল ভিক্ষাই তাঁহাদিগের একমাত্র

একচক্রা নগরে বাস

উপজীবিকা হইয়াছিল, দিবাভাগে পঞ্চ পাণ্ডব যাহা কিছু ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিতেন, জননী কুন্তী রাত্রিকালে তাহাই সকলকে রন্ধন করিয়া দিতেন। এইরূপে দেবতুল্য পাণ্ডুপুত্রগণ মাতার সহিত ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিয়া একচক্রা নগরে বাস করিতে লাগিলেন।

কি নিদারুণ দৈববিড়ম্বনা! কি সুকঠোর অশনিনির্ঘাত! একদিন যাঁহারা রাজ্যেশ্বর ছিলেন, আজ তাঁহারা বনবাসী! যাঁহাদের নিকট রণনির্জ্জিত করদ রাজগণ সর্ব্বদা কৃপাভিক্ষা করিতেন, আজ তাঁহারা স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন! আজ সূর্য্যদেব মেঘাচ্ছন্ন, অগ্নি ভস্মাচ্ছাদিত, অভ্রভেদী হিমাদ্রি সুনিবিড় কুজ্ঝটিকার গর্ভে অন্তর্হিত। একদিন পাণ্ডবগণ সুখের ক্রোড়ে লালিত ছিলেন, আজ দুঃখের পাষাণপদে নিষ্পিষ্ট হইতে-ছেন। পাণ্ডবগণের সমস্ত সুখ অন্তর্হিত হইয়াছে, আবার যে সৌভাগ্যোদয় হইবে, সে ক্ষীণ আশাও হৃদয়ে আর স্থান পাইতেছে না; তথাপি তাঁহারা হৃদয়ে এক অমূল্য রত্ন ধারণ করিয়াছিলেন;—সুখ, ঐশ্বর্য্য, আশা, স্মৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হউক; তথাপি চিত্তস্নিগ্ধকর, সর্ব্বকালে সুন্দর, দুঃখীর জীবনানন্দ সেই ধর্ম্মরূপ পরম রত্নকে কখনও হৃদয় হইতে অন্তরিত করিবেন না; শোক-তস্করের কি সাধ্য যে, সে রত্ন অপহরণ করে! ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই পাণ্ডবগণ, এ দুর্দ্দিনেও সুখী! অনন্ত জীবনের

অনন্ত ক্লেশরাশি তাঁহাদিগকে কদাপি ধর্ম্মবিমুখ করিতে সক্ষম হয় নাই। এই ব্রাহ্মণ-গৃহে বাসকালে, যশস্বিনী কুন্তীদেবী ও তাঁহার পুত্রগণ, যে অসীম হৃদয়বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই অক্ষুণ্ণ ধর্ম্মভাব-প্রসূত। কুন্তীদেবী যেরূপ উৎসাহ-প্রণোদিত-চিত্তে পরম সন্তোষ সহকারে আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়, এবং ইহাই প্রতীতি হয় যে, সেই পুণ্যময় হৃদয়বল এবং আত্মত্যাগের সেই অসীম আকাঙ্ক্ষা কেবল যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন তুল্য পুত্রগণের মাতারই সম্ভবে!

কুন্তীদেবীর পরোপকার

একদিন প্রভাতকালে ভীমসহ কুন্তীদেবী গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, অন্য ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এরূপ সময় ঐ ব্রাহ্মণ-পরিবারের গৃহে দারুণ রোদনধ্বনি উত্থিত হইল; তৎ-শ্রবণে কুন্তীদেবী তাঁহাদের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নী, পুত্র এবং একটী কন্যা পরস্পর কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোদন করিতেছেন। কুন্তীদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, নগরপ্রান্তবর্ত্তী বনে বক নামে এক নরখাদক রাক্ষস আছে। সে দেশের অধিপতি ঐ রাক্ষসবধে অক্ষম অথবা উদাসীন। নগরবাসিগণকে পর্য্যায়ক্রমে, রাক্ষসের আহারার্থ প্রত্যহ একটী মনুষ্য এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণ

ভক্ষ্যদ্রব্য প্রেরণ করিতে হয়। গৃহস্থ রাক্ষসকে স-মনুষ্য আহার্য্য প্রেরণে অক্ষম বা অমনোযোগী হইলে রাক্ষস নগরে আসিয়া তাহাকে সপরিবার ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ মনুষ্য ও ভক্ষ্যদ্রব্য প্রেরণ রাজকৃত নিয়ম, এবং বহুদিন এ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। আজ ব্রাহ্মণের নিয়মকাল উপস্থিত, তজ্জন্যই তাঁহারা ব্যাকুলহৃদয়ে বিলাপ করিতেছেন। মনুষ্য ক্রয় করিয়া প্রেরণ করেন, তাঁহাদের এরূপ সঙ্গতি ছিল না। কে রাক্ষসমুখে গমন করিবে তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া, সকলে একত্র জীবন বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছেন।

আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের কাতরতা দর্শনে এবং স্বপুত্র ভীমের বলবীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কুন্তীদেবী কহিলেন—"মহাত্মন্, রোদন পরিত্যাগ করুন, আমার পুত্রগণ বীর্য্যবান্ এবং তেজস্বী, আমি আপনার জন্য অবশ্যই আমার এক পুত্রকে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিব। আমার মধ্যম পুত্র ভীম মহাবলশালী, পূর্ব্বে রাক্ষসাদি বধ করিয়াছে, আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়াছি। সে আহার্য্য লইয়া গমন করিবে, এবং অনায়াসে রাক্ষস বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিবে।" আশ্রিত-জনকে এতাদৃশ বিপদে নিক্ষেপ করিতে প্রথমে ব্রাহ্মণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু কুন্তীদেবীর দৃঢ়তা এবং আগ্রহাতিশয় দর্শনে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ভিক্ষা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, ভীমের আকারেঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন যে, আজ তিনি কোন দুষ্কর কার্য্যে লিপ্ত হইবেন। অনন্তর সন্দিহানচিত্তে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত এবং নির্ব্বাক্ হইলেন। যুধিষ্ঠির অতি কাতরহৃদয়ে মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হায় মা! একি করিয়াছ, দারিদ্র্য দুঃখে পতিত হইয়া তুমি কি জ্ঞানশূন্যা হইয়াছ? যে ভীম আমাদের জীবনের জীবন, যাহার বলবিক্রম প্রভাবে আমরা জতুগৃহের অগ্নিদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, যাহার বাহুবলে হিড়িম্বের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, এবং ভবিষ্যৎ কৌরবযুদ্ধে যে আমাদিগের পরম-সহায় ও একমাত্র অবলম্বন, তুমি কিরূপে তাহাকে রাক্ষস-মুখে প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলে?"

কুন্তীর হৃদয়বল।

পুত্রগণের কাতরতা দর্শনে, কুন্তীদেবী কিছুমাত্র কাতর হইলেন না, অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন—"বৎসগণ, শান্ত হও! নিস্বার্থ পরোপকারীর মৃত্যু অথবা পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। ভাবিয়া দেখ, এই ব্রাহ্মণের গৃহে আমরা পরম সুখে বাস করিতেছি, আজ তাঁহার প্রাণান্তকর বিপদ উপস্থিত, আমরা সে বিপদে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াও কি জন্য উদাসীন রহিব? বিশেষতঃ, এই রাক্ষস নিহত হইলে সমস্ত প্রজা-

বৃন্দের উপকার হইবে। ভীমের বলবিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছ; ভীম যে শৌর্য্য-প্রভাবে আমাদিগকে বারণাবত হইতে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে, যে শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া হিড়িম্ব বধ করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যে অমানুষ বীর্য্য প্রভাবে বৈরীকুল ধ্বংস করিয়া অবলীলাক্রমে সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে, জানিও বৎসগণ, অদ্য সে সেই বলেই বকরাক্ষসকে নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিবে! নিষ্কাম পরোপকার-সাধন-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া, আমি পরম ধর্ম্ম আচরণ করিতেছি, ইহাতে তোমরা আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না।"

যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ আর মাতৃ-বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না, পরমানন্দ সহকারে ভীমকে রাক্ষসবধে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে ভীমসেন রাক্ষসের জন্য প্রস্তুত ভোজ্যাদি লইয়া তদুদ্দেশ্যে নগরপ্রান্তে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাক্ষসের সম্মুখেই সমস্ত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া, তাহাকে অবলীলাক্রমে বধ করতঃ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া মাতা ও ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। পাণ্ডবগণের পরামর্শানুসারে ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়া দিলেন যে, এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাক্ষস বিনাশ করিয়া কোথায় নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। একচক্রানগরে বাসকালে কুন্তীদেবী এতাদৃশ লোকবিস্ময়কর পরোপকার ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

বকরাক্ষসবধ

পাণ্ডবগণ আরও কিয়দ্দিন ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিলেন। অনন্তর তথায় সমাগত এক ব্রাহ্মণের মুখে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সংবাদ শ্রবণ করিয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা সভাস্থলে উপস্থিত হইবার বাসনায় মাতার সহিত পাঞ্চাল-রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একদা রজনী-যোগে তাঁহারা গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক পরম রমণীয় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় চিত্ররথ নামে একজন গন্ধর্ব্ব বাস করিতেন; পাণ্ডবগণ তাঁহার কোন অনিষ্টাচরণ না করিলেও তিনি তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর অর্জ্জুন চিত্ররথকে পরাজিত করিয়া তদীয় প্রাণবধে উদ্যত হইলে, পরমকারুণিক ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে নিবৃত্ত করিয়া চিত্ররথকে ক্ষমা করিলেন, এবং তাঁহাকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অচ্ছেদ্য প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিলেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি পাণ্ডবগণের তথাবিধ ব্যবহার দর্শনে চিত্ররথ মোহিত হইলেন; এবং অর্জ্জুনের সহিত মৈত্রী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিবিধ দুষ্প্রাপ্য অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। বীরবর উদারচেতা অর্জ্জুনও তাঁহাকে নানা অস্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে অর্জ্জুনের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের সখ্যতা বন্ধন হইল। প্রভাতে পাণ্ডবগণ চিত্ররথের নিকট

পঞ্চালাভি-মুখে প্রস্থান

বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে উৎকোচক নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রতপবায়ণ, পরম ধর্ম্মবিদ্, এবং সতত শিষ্যগণের শুভানুধ্যায়ী ধৌম্য নামক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত-পদে বরণ করিয়া তৎসহ পাঞ্চালনগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ধৌম্যকে পুরোহিত প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ আপনাদিগকে সনাথ বোধ করিলেন।

ধৌম্য।

পাণ্ডবগণ পাঞ্চালরাজ্যে উপনীত হইয়া স্বয়ম্বরোপলক্ষে সমাগত রাজগণের অভ্যর্থনার্থ বিশাল স্কন্ধাবার দর্শন করিয়া ছদ্মবেশে ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পরম রূপবতী সর্ব্বগুণশালিনী কন্যা দ্রৌপদীর সম্প্রদান জন্য এক লক্ষ্যবেধ পণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর জন্মাবধি রাজা দ্রুপদ, অর্জ্জুনের বলবিক্রম চিন্তা করিয়া, তাঁহাকেই কন্যা দান করিতে অভিলাষ করেন; কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সে আশালতাও ক্রমশঃ মুকুলিতা হইয়াছিল। সহসা পাণ্ডবগণ বারণাবতে নির্ব্বাসিত হইলেন, তাহার পর দ্রুপদ সহসা শ্রবণ করিলেন যে, পাণ্ডবগণ মাতার সহিত জতুগৃহ-দাহে বিনষ্ট হইয়াছেন। দ্রুপদের আশালতা বিশুষ্ক প্রায় হইল। অনন্তর তিনি বিশ্বস্ত চরমুখে অবগত হইলেন যে, পাণ্ডবগণ কোনরূপে গৃহদাহ

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা কেহ অণুমাত্রও অবগত নহে। অবশেষে নানা চিন্তার পর রাজা দ্রুপদ ভূতল হইতে অতি ঊর্দ্ধে এক যন্ত্রযুক্ত ঘূর্ণায়মান চক্র স্থাপন পূর্ব্বক, তন্মধ্যে লক্ষ্য সন্নিবেশিত করিলেন; পরে এক দুরানম ধনুঃ নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত করিলেন, যে কোন সৎকুলোদ্ভূত যুবক ঐ ধনুতে গুণারোপণ পূর্ব্বক শরযোগে ঊর্দ্ধস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তিনিই দ্রৌপদী লাভ করিবেন। দ্রুপদের ইহাই একান্ত বিশ্বাস ছিল যে, অমিততেজা ধনুর্ব্বেদ-পারগ অর্জ্জুন ব্যতীত আর কেহই ঐ ধনুতে জ্যারোপণ বা লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহাও জানিতেন যে, পাণ্ডবগণ যে স্থানেই থাকুন স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবশ্যই সভাস্থলে সমাগত হইবেন। এইরূপ আশাবন্ধন করিয়া পাঞ্চালরাজ কন্যার স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত দূতমুখে দেশে দেশে প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বয়ম্বর-সভা।

নগরীর অতি মনোরম স্থানে বিশাল চত্বরে স্বয়ম্বর সভা রচিত হইয়াছিল, সে সভা অতি বিস্তৃত স্কন্ধাবারে পরিবৃত। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য প্রাসাদ এবং পটমণ্ডপ-শ্রেণী। সভামধ্যে সমাগত রাজন্যাদি ব্যক্তিগণের জন্য মঞ্চোপরি বিচিত্র বসন-মণ্ডিত আসনশ্রেণী; মধ্যস্থলে লক্ষ্যবেধ ভূমি, ঊর্দ্ধে চক্রান্তর্গত লক্ষ্য, নিম্নে ধনুঃ ও শরপঞ্চক। সভাস্থল

অলঙ্ঘ্য জলপূর্ণ পরিখা-বেষ্টিত, পরিখা সর্ব্বত্র সুরক্ষিত: পরিখার বহির্ভাগে নিমন্ত্রিত জনগণের জন্য নানা বিচিত্র চিত্রিত দ্রব্যপূর্ণ গৃহাদি, উদ্যান, বিশ্রামাগার প্রভৃতি বিরাজিত। স্থানে স্থানে স্বয়ম্বরজনিত বিপদপাত নিবারণের জন্য সসজ্জ পাঞ্চাল সেনা-সমাবেশ;—সর্ব্বত্র আনন্দবাদিত্ররবে মুখরিত।

স্বয়ম্বরোৎসবের ষোড়শ দিবসে স্বয়ম্বর-সভার বিশাল অধিবেশন হইল। সভাস্থলে নানা দেশ হইতে সমাগত রাজন্যবর্গ এবং অসংখ্য সদ্বংশীয় যুবকগণ আগমন করিয়াছিলেন; তথায় দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ, জরাসন্ধ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শিশুপাল প্রভৃতি পরাক্রমশালী রাজগণ সর্ব্বাগ্রে আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব প্রমুখ যাদবগণও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য স্বয়ম্বর দর্শন মাত্র, দ্রৌপদী-লাভ নহে। স্থানান্তরে পৃথগাসনে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা সমাসীন ছিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ সেই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি অথবা মেঘাবৃত সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ মাত্র চিনিতে পারিলেন। পাণ্ডবগণ ভাগ্যক্রমে জতুগৃহ-দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ছদ্মবেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, গূঢ় চরমুখে শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বলদেবকে

শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব।

গোপনে তাঁহাদিগের অবস্থিতি বিদিত করিলেন। বহুদিনান্তে নিরুদ্দিষ্ট পাণ্ডবগণকে দর্শন করিয়া উভয়েই সাতিশয় প্রীত হইলেন

শুভক্ষণে সুস্নাতা সুবেশা দ্রৌপদী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়না হইয়া সেই রাজগণ পরিবৃত সভামধ্যে, শান্তির অনিন্দ্য প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলেন। অমনি বিচিত্র বাদ্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।

বাদিত্ররব নিবারিত হইলে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন সভাস্থলে অবতীর্ণ হইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"হে সমবেত জনমণ্ডলি, শ্রবণ করুন্; এই ধনুঃ, এই পঞ্চবাণ এবং এই লক্ষ্য। যে কোন সৎকুলজাত বীরযুবক এই ধনুঃ এবং পঞ্চ শর সাহায্যে এই যন্ত্রের ছিদ্রপথে লক্ষ্য-ভেদ করিবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন।"

ধৃষ্টদ্যুম্ন।

অনন্তর বলদৃপ্ত দুর্য্যোধন, শাল্ব, পাণ্ড্য, পৌণ্ড্র প্রভৃতি মহাবলশালী রাজগণ কৃষ্ণা-লাভের জন্য অশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু লক্ষ্য-ভেদ করা দূরে থাকুক অনেকেই সে দুরানম্য কার্ম্মুকে জ্যারোপণও করিতে পারিলেন না। পরে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর কর্ণ শরাসনসমীপে গমন করিয়া নিমেষমধ্যে সেই বজ্রসার কার্ম্মুকে গুণারোপণ পূর্ব্বক শর-যোজনা করিলেন। সহসা দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ

লক্ষ্য বেধে কর্ণ।

করিব না।" কর্ণ সামর্ষ হাস্য করিয়া সেই ভীম শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন। সকলে তাঁহার অসাধারণ বল, অসামান্য স্থৈর্য্য ও মহত্ত্ব দর্শন করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কর্ণের পর চেদিরাজ শিশুপাল, মগধরাজ জরাসন্ধ ও মদ্ররাজ শল্য ধনুকে গুণারোপণ করিতে প্রযত্ন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আয়াস বৃথা হইল। এইরূপে সমস্ত রাজগণ বিফল মনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্য হইতে উদারধী ধনঞ্জয় সকলকে চমকিত করিয়া ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপে ধনুঃসমীপে গমন করিলেন এবং সংযত-চিত্তে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া অবলীলাক্রমে কার্ম্মুকে গুণারোপণ এবং শরসংযোগে লক্ষ্য ভেদ পূর্ব্বক ভূপাতিত করিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য দর্শক মণ্ডলী আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; বিফল-মনোরথ রাজগণের ক্ষোভের সীমা রহিল না, তাঁহারা বিষাদে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদ।

মহারাজ দ্রুপদ ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনের কৃতিত্ব দর্শনে আনন্দিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল না ভাবিয়া আন্তরিক ক্ষুণ্ণ হইলেন। অর্জ্জুনকে কৃতকার্য্য দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় আত্মপ্রকাশের আশঙ্কায় ইতিপূর্ব্বেই সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন; এক্ষণে বীরবর

অর্জ্জুন কৃষ্ণাকে গ্রহণ করিয়া ভীমসেনের সহিত সভাস্থল হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু নিস্ক্রান্ত হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারিলেন না। দ্রৌপদী-লাভে ভগ্নমনোরথ হইয়া, দুর্য্যোধন কর্ণ ও মদ্ররাজ শল্যপ্রমুখ রাজগণ ক্রোধভরে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমার্জ্জুন দ্রৌপদীকে যথাস্থানে রক্ষা করিয়া, রণবেশে সজ্জিত হইয়া অনতিবিলম্বে পাঞ্চাল সেনাসহ ক্রুদ্ধ রাজগণের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। সিংহবিক্রান্ত ভীমার্জ্জুনের আক্রমণে কর্ণ, দুর্য্যোধন এবং মদ্র রাজ শল্য পরাজিত হইলেন। তাঁহাদিগের পরাজয় দর্শনে অন্য রাজগণ যুদ্ধে পরাজিত রাজন্যগণকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে দেখিয়া, পরম ধর্ম্ম বেত্তা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে প্রবোধিত করিয়া কহিলেন—"এই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, ইহাতে আপনাদিগের বৈরিতা অধর্ম্ম এবং অযশস্কর।" শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমোদার ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ সর্পতুল্য ভীষণ রাজমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অপসৃত হইলেন। প্রকৃত ধার্ম্মিকের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যের এমনই অসীম শক্তি! অনন্তর দ্রৌপদীকে লইয়া ভীমার্জ্জুন আবাসকুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণা সহচারী বীরযুগল দুর্দ্দিনের অপরাহ্নে

মেঘ-নির্ম্মুক্ত দিনকরের ন্যায় কুম্ভকারালয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিন্দিতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাও সেই কুটীরে প্রবেশ করিয়া কুন্তীর চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহার সেই নিরুপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কুন্তীদেবী অধুনাতন দারিদ্র স্মরণ করিয়া, অবিরল অশ্রুবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুজলে দ্রৌপদীর মস্তক অভিষিক্ত করিয়া, আনন্দে তাঁহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। ভীমার্জ্জুনের কুটীর-প্রবেশের কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব পিতৃস্বসা কুন্তী এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণকে সম্ভাষণ করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ এক্ষণে দরিদ্র, দুরবস্থ, এবং ভিক্ষুকবেশী হইলেও সৌভাগ্যশালী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম অণুমাত্র লজ্জিত না হইয়া স্বেচ্ছায় পরমানন্দ সহকারে সেই কুটারে আসিয়া কুন্তীর চরণে প্রণাম এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে পুলকিত করিলেন। মহতের চরিত্রই এইরূপ পরমোদার, স্নেহময়, সরল ও পবিত্র। তাহাতে জগতের কুটিলতা অহঙ্কার প্রভৃতি কলুষকণা স্পর্শ করিতে পারে না, মহতের হৃদয়, স্নেহ, সহানুভূতি করুণার অনন্ত উৎস। আজ বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট পাণ্ডবগণকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন, বলদেবের হৃদয়ও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল।

আনন্দ-রজনী।

অনন্তর দ্রুপদ পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত সমাদর সহকারে রাজপুরী মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক দীন বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। অনন্তর শুভদিনে সর্ব্বলোকললামভূতা দ্রুপদ-দুহিতা কৃষ্ণার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু সে বিবাহ তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় সুসভ্য ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারে সম্পাদিত হয় নাই। তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন। বোধ হয় বহু পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানকালেও তিব্বতে এই প্রথার প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ বিবাহে মহারাজ দ্রুপদের প্রথমে কিছুমাত্র সম্মতি ছিল না, তিনি নানা যুক্তিবলে পঞ্চপাণ্ডবকে এই কার্য্য হইতে নিবারিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে মহর্ষি বেদব্যাসের অলঙ্ঘ্য অনুমতিক্রমে, এবং সর্ব্বোপরি পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর আদেশে, পরিশেষে তিনি এইরূপ বিবাহে অগত্যা অনুমোদন করিলেন। অনন্তর মহাসমারোহে দ্রুপদ-নন্দিনীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। মহারাজ দ্রুপদ পাণ্ডবগণকে বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, দাসদাসী, নানাবিধ পেয়, ভোজ্য, আসন, বাহন, শয্যাদি, এবং

দ্রৌপদীর বিবাহ।

প্রভৃত স্বর্ণ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও পাণ্ডবগণকে বহুমূল্য বিবিধ উপহার প্রদান করিয়া কিয়দ্দিন তাঁহাদিগের সহিত আনন্দে দ্রুপদরাজপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালপতি দ্রুপদের সৌহৃদ্যলাভে, এবং ততোধিক যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যে পাণ্ডবগণ পরম প্রীতিলাভ করিলেন, দ্রুপদও পাণ্ডবগণকে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইলেন।

ক্রমে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ এবং উদ্বাহ বৃত্তান্ত হস্তিনা-বাসীর শ্রুতিগোচর হইল। পাণ্ডবগণ পুনরায় সৌভাগ্যযুক্ত

হস্তিনায় কৌরবগণ

হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে পুনরায় উদ্বেগের তরঙ্গ উত্থিত হইল—কিন্তু লোকলজ্জা হেতু মৌখিক যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহে দগ্ধ হন নাই, এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া, মহাপরাক্রান্ত দ্রুপদ-রাজের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং এক্ষণে যদুকুলকেশরী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি কুচক্রিগণ মর্ম্মাহত হইলেন, ক্ষোভে রোষে ও জিঘাংসায় তাহাদের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাদি

মহানুভবগণের হৃদয় এতদিন পাণ্ডবগণের বিরহে মরুভূমি সদৃশ বিশুষ্ক হইয়া রহিয়াছিল, এক্ষণে এই অশ্রুতপূর্ব্ব শুভ সংবাদে তাঁহাদের সেই তাপতপ্ত হৃদয় যেন অমৃতবর্ষণে সঞ্জীবিত হইল। এই অভীপ্সিত সমাচারে মহামতি বিদুরও পরম সুখী হইলেন। অনন্তর কুরুকুলের হিতকামী ভবিষ্যদর্শী মতিমান ভীষ্ম ও দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্রকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনি পাণ্ডুপুত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করুন।" ধৃতরাষ্ট্র এই প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বলদৃপ্ত কর্ণ, অভিমানী দুর্য্যোধন এবং দুঃশাসনাদি কৌরবগণ কোনক্রমেই পাণ্ডবগণকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদানে স্বীকৃত হইলেন না।

অনন্তর সমদর্শী মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—"মহারাজ আপনি পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করিবেন না, ভবিষ্যদর্শী ভীষ্মদেব এবং আচার্য্য দ্রোণের ন্যায় মহাজনগণের বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া পরিণামে বিপদজালে জড়িত হইবেন না। এরূপ পক্ষপাত আপনার অযোগ্য। বিবেচনা করুন আপনার পুত্রগণের ন্যায় পাণ্ডবগণেরও কুরুরাজ্যে সমান অধিকার, সে অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিবার মানস করিতেছেন কেন? পাণ্ডুপুত্রগণ এবং আপনার

বিদুরের বক্তৃতা।

পুত্রগণ সমান স্নেহের পাত্র, তবে কি জন্য এতদিন তাঁহারা তাড়িত পশুর ন্যায় ছদ্মবেশে অনশনে দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমণ করিলেন? মহারাজ এখনও পাপক্ষালনের অবসর অতীত হয় নাই, এখনও সাধুগণের উপদেশ গ্রহণ করুন। অতি দুর্ব্বিনীত, মদান্ধ, অমর্ষ পরায়ণ কর্ণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আপনার পুত্রগণ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারা পাপপথ অবলম্বন পূর্ব্বক বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিতেছে। যাহাতে জ্ঞাতিক্ষয়কর যুদ্ধব্যাপার সংঘটিত না হয় সর্ব্বপ্রযত্নে এরূপ অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পাণ্ডবগণ অসহায় নহেন; তাঁহারা এক্ষণে পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও বৃষ্ণিগণের বলে সম্পূর্ণ দুরাধর্ষ হইয়াছেন। সমরানল প্রজ্বলিত হইলে সহজে তাহা প্রশমিত হইবে না। মহারাজ অপরিণামদর্শী শকুনি কর্ণাদির পাপ প্ররোচনায় মগ্ন হইবেন না। পাণ্ডবগণের সহিত সম্বন্ধোচিত ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অচ্ছেদ্য স্নেহপাশে আবদ্ধ করুন। আপনি এক্ষণে তাঁহাদের পিতৃস্থানীয়, অতএব যাহাতে আপনার সন্তানগণ কুলক্ষয়কর সমরানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপনাকে শোকানলে দগ্ধ না করে তাহার উপায় বিধান করুন। আমি উভয় কুলের হিতার্থ নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতেছি, মহারাজ! পাপসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া কুলক্ষয় নিবারণ করুন।"

বিদুরের তেজঃপূর্ণ সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অগত্যা ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে সম্মতি দান করিলেন; দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি বলদৃপ্ত যুবকগণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনন্তর সকলের সম্মতিক্রমে মহাত্মা বিদুর বিবিধ মণিময় উপহার সহ রথারোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পাঞ্চাল রাজ্য হইতে আনয়ন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিদুর সভাসীন শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, দ্রুপদ এবং পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ বিজ্ঞাপিত করিলে, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার মতে এক্ষণে পাণ্ডবগণের তথায় গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। এবিষয়ে মহারাজ দ্রুপদের অভিপ্রায় জানিতে বাসনা করি।"

বিদুরের পাঞ্চাল নগরে গমন।

পাঞ্চালরাজ প্রভূত সম্মান সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। অনন্তর শুভদিনে কুন্তীদেবী এবং দ্রৌপদী সহচারী পাণ্ডুপুত্রগণ বিদুর, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবের সহিত রথারোহণে হস্তিনা-যাত্রা করিলেন। হস্তিনার সন্নিহিত হইলে আচার্য্য দ্রোণ এবং কৃপ, কতিপয় কুরুরাজতনয়ের সহিত প্রত্যুৎ-গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পাণ্ডবগণ প্রজাগণের

পাণ্ডবগণের হস্তিনা প্রবেশ।

আনন্দধ্বনি এবং আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে পুলকিত হৃদয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন।

কিছুকাল হস্তিনায় বাস করিয়া পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে খাণ্ডবপ্রস্থ নামক স্থানে গমন করিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থ হস্তিনার অদূরবর্ত্তী যমুনার কূলে অবস্থিত, সে স্থান অতি মনোহর। পাণ্ডবগণ খাণ্ডবপ্রস্থে উপনীত হইয়া তথায় এক ভুবনমনোহর বিশালপুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে অভিহিত করিলেন। পাণ্ডবগণ নির্ব্বিঘ্নে খাণ্ডব-প্রস্থে অবস্থিত হইলে রামকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

খাণ্ডবপ্রস্থে বাস

কিয়দ্দিন আনন্দে অতীত হইল, কিন্তু জগতে কাহারও আনন্দ চিরস্থায়ী নহে; সুখের পর দুঃখ, আলোকের পর অন্ধকার জগতের নিত্য নিয়ম। বিধাতা অর্জ্জুনের অদৃষ্টে অবিচ্ছিন্ন পারিবারিক সুখ বিধান করেন নাই। কথিত আছে খাণ্ডবপ্রস্থে বাসের কিছুদিন পরেই তাঁহাকে কোন এক অপ্রতিবিধেয় কারণে বনবাসব্রত অবলম্বন করিতে হইল; কিন্তু সে বনবাসে কলঙ্কের ছায়াপাত মাত্র নাই,—সে বনবাস বৃত্তান্ত অতি পুণ্যময়, মহৎ এবং যশস্কর।

এক দিন চোরে এক ব্রাহ্মণ-প্রজার গাভী অপহরণ করিয়া-ছিল। ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া রোদন করিতে করিতে অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিশ্রবণে

অর্জ্জুনের হৃদয় অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইল। তিনি ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিবারজন্য শস্ত্রগ্রহণার্থ আয়ুধাগারে গমন করিলেন

অর্জ্জুনের বনগমন

দ্বারদেশে চিহ্ন দেখিয়া জানিলেন যে, তথা যুধিষ্ঠির এবং দ্রৌপদী একত্র সমাসীন আছেন অসুখকর ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমেষের জন্য অর্জ্জুনের হৃদয় উদ্বেলিত হইল; পরক্ষণেই কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া রণবেশে বহিরাগমন করিলেন। পরে হৃতধেনু ব্রাহ্মণের সহিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ পূর্ব্বক চোরগণকে বিনাশ করিয়া ব্রাহ্মণকে গোধন প্রদান করিলেন। অনন্তর পুরপ্রবেশ করিয়া তাপসবেশে যুধিষ্ঠিরসকাশে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ আমি রাজধর্ম্ম পালনার্থে স্বেচ্ছায় দ্রৌপদীসহ আপনাকে একত্র সমাসীন দর্শন করিয়া, নারদকৃত নিয়ম * লঙ্ঘন করিয়াছি অতএব, নারদ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম এবং ধর্ম্মের সনাতন মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আমি দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে চলিলাম। দ্বাদশ বৎসরান্তে জীবিত থাকিলে পুনরায় শ্রীচরণ দর্শন করিব, আপনি সুমঙ্গলে

* কথিত আছে যে দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণার্থ এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, যখন এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত একত্র অবস্থান করিবেন, তখন অন্য ভ্রাতা স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহাদিগকে ঐরূপ একত্র অবস্থিত দর্শন করিলেই, দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিবেন।

রাজ্য করুন।” এই বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ এবং পরম প্রীতিমতী কৃষ্ণাকে বিষাদসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তাপসবেশে বনবাসে প্রস্থান করিলেন। জগতে তদবধি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এবং রাজধর্ম্মপালনের মহান্ পরিচয় চিরপ্রতিষ্ঠিত রহিল।

অনন্তর অর্জ্জুন এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন উপলক্ষে ভারতের নানা স্থান, গিরি, নদী, নগর, বন, উপবন, তীর্থাশ্রমাদি পর্য্যটন করিলেন। কথিত আছে যে, এইরূপ তীর্থ-পর্য্যটন-কালে তিনি গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত হইয়া কৌরব্য নামক নাগরাজের উলূপী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর ঐ নাগপর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তথায় তিন বৎসর অবস্থান করেন; * পরে চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত বভ্রুবাহন নামক শিশুপুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রভাসে আসিয়া তাঁহাকে সাদরে দ্বারকায় লইয়া গেলেন।

বিবাহাদি।

সেই সময়ে দ্বারকার সমীপবর্ত্তী রৈবতক নামক পর্ব্বতে

---

* সম্ভবতঃ আসামের বর্ত্তমান নাগাজাতি মহাভারত বর্ণিত নাগজাতি; তত্ত্ব-বিদগণ এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, মহাভারতের সময় সমুদ্র যে মণিপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বৃষ্ণিবংশীয়গণের এক উৎসব হইতেছিল। দ্বারকাবাসী নর-নারীগণ ঐ মহোৎসবে মত্ত ছিল। মহাত্মা অর্জ্জুন বসুদেবের সুভদ্রা নাম্নী কন্যাকে দর্শন করিয়া তাঁহার পাণিপীড়নেচ্ছু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। পরম ধীমান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং স্বয়ম্বরে কন্যালাভ অনিশ্চিত জানিয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে বলপূর্ব্বক সুভদ্রাহরণে পরামর্শ দিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ আপনার দারুক-চালিত চতুরশ্বযোজিত রথ এবং অস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিদেশানুসারে সুযোগক্রমে সুভদ্রাকে হরণপূর্ব্বক রথে আরোপিত করিয়া দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাদব-সৈন্যগণ কৃষ্ণ ও বলরাম সন্নিধানে গমন করিয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত সবিশেষ নিবেদন করিল। এই সংবাদে বলদেব ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধযাত্রার জন্য যদুবীরগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। অগ্রজের ক্রোধ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে মৌনী দর্শন করিয়া বলদেব তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যই করিয়াছেন; স্বয়ম্বরস্থলে কন্যালাভের আশা অনেক স্থলে অনিশ্চিত বলিয়াই তিনি বলপ্রকাশপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। অর্জ্জুন রাজপুত্র এবং মহাবীর; তাঁহার সহিত

সুভদ্রার বিবাহ।

বৈবাহিক সম্বন্ধবন্ধন যদুকুলের শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। আমার মতে অর্জ্জুনকে সাদরে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক সুভদ্রাসম্প্রদান করাই বিহিত; মহাবলশালী সর্ব্বাস্ত্রবিদ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অর্জ্জুন আমারই দারুক-চালিত সুদৃঢ় রথে আরূঢ় এবং আমারই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত; যুদ্ধে যদি তিনি যদুবীরগণকে পরাজিত করেন তাহা হইলে জগতে চিরদিন আমাদিগের অপযশ কীর্ত্তিত হইবে, অতএব সহজ উপায় অবলম্বনই শ্রেয়।" শ্রীকৃষ্ণের সুযুক্তিগর্ভ পরামর্শে বলদেব যুদ্ধসংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সাদরে প্রত্যানয়ন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে শুভদিনে ভদ্রার্জ্জুনের পরিণয় ব্যাপার সম্পাদন করাইলেন।

বিবাহের পর কিছুদিন দ্বারকায় বাস করিয়া অর্জ্জুন পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। তথায় নির্ব্বাসনের শেষ ভাগ যাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সুভদ্রার সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। অর্জ্জুনের পুনরাগমনে তদীয় বিরহ কাতর ভ্রাতৃগণ এবং অনিন্দিতা কৃষ্ণার হৃদয়-বেদনা বিদূরিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জ্জুনের সহিত আনন্দে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলেন। পরে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের অভিপ্রায়ে উরগ-শ্বাপদসঙ্কুল বর্ব্বর দস্যুর আবাসভূমি খাণ্ডববনে... করিয়া ভস্মীভূত করিলেন।

এইরূপে সেই ভয়াবহ খাণ্ডববন এক সুবৃহৎ চত্বরে পরিণত হইল। দানবকুলসম্ভূত স্থাপত্য-বিদ্যা-পারদর্শী ময় নামক একব্যক্তি কৃষ্ণার্জ্জুনের সাহায্যে সেই বিষম অগ্নিদাহ হইতে পরিত্রাণ লাভে তাঁহাদের প্রীতিকর কোন কার্য্য সাধন করিয়া প্রত্যুপকার করণার্থ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "তুমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ কর যে, মনুষ্যগণ তাহাতে উপযোগপূর্ব্বক সম্যক নিরীক্ষণ করিয়াও যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।" ময়দানব কৃষ্ণের এই অনুজ্ঞালাভে আহ্লাদিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এক পরম সুন্দর সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ইন্দ্রপ্রস্থে সভানির্ম্মাণ—জরাসন্ধ বধ—দিগ্বিজয়—
রাজসূয়—শিশুপাল বধ—দ্যূতক্রীড়া—
পাণ্ডবগণের বনগমন।

শ্রীকৃষ্ণের নিদেশক্রমে খাণ্ডবারণ্যের বিশাল চত্বরে ময়দানব লোকসামান্য ভুবনবিখ্যাত মণিময় সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিল।

সভানির্ম্মাণ।

সুবর্ণ-জড়িত বিবিধ রত্নরাজি-শোভিত এই সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চসহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ। পাণ্ডবসভা চন্দ্র-তারকা-খচিত মেঘমুক্ত শারদ-গগনের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিল। তদীয় প্রভাপ্রভাবে প্রভাকরের প্রভাও প্রতিহত বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে ... ভুবনমোহন সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন উদভাসি... উঠিল।

সেই রমণীয় সভাস্থলে যথাস্থানে কারুকার্য্য-মণ্ডিত রাঙ্কব কম্বলাদি অসংখ্য আসন-শ্রেণী—প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বসন শয়নীয় প্রভৃতি নানা গৃহসজ্জা—চতুর্দ্দিকে মৌক্তিক ঝালর, কাঞ্চন পুষ্প মালা বিলম্বিত ছিল। উচ্চস্থানে অথবা সেই সমুচ্চ ছাদে আরোহণ জন্য সুবিন্যস্ত সোপান পরম্পরা রচিত হইয়াছিল সভাগৃহমধ্যে কোন কোন স্থানে কৃত্রিম সরোবর নির্ম্মিত হইয়া ছিল; ঐ সকল সরোবরের কূলভূমি স্ফটিকময়, এবং তথায় রত্নাদি সন্নিবেশে হংস-কারণ্ডবাদি নানা জলচর পক্ষী জীবিতবৎ বিরচিত হইয়াছিল,—বিবিধ মণিময় প্রস্ফুটিত কমলদলে এবং নানাবিধ জলজকুসুমদামে ঐ সকল সরোবর অধিকতর মনোজ্ঞ শোভা ধারণ করিয়াছিল। কত শত নৃপতি ঐরূপ সরোবরের সন্নিহিত হইয়াও উহাকে কৃত্রিম সরোবর বলিয়া জানিতে পারেন নাই—স্ফটিকময় গৃহের ও স্ফটিকময় প্রাঙ্গণের অংশ মাত্র মনে করিয়াছিলেন। পুরীর চতুর্দ্দিকে শীতল ছায়া বিশিষ্ট শ্যামশোভাসমন্বিত বহুকুঞ্জ-পরিবৃত উদ্যান,—তরু লতা পুষ্প ফল-সমন্বিত পবনান্দোলিত বৃক্ষবাটিকাসকল যেন পরস্পরকে ক্রীড়াচ্ছলে আলিঙ্গন করিতেছে। মধুলুব্ধ মধুকরগণ পুষ্পে বিহার করিতেছে। মত্ত ময়ূর ও কোকিলাদি [illegible]গণ উৎফুল্ল হৃদয়ে কলরব করিতেছে। অদূরে অভেদ্য [illegible]স্থের সুধাধবলিত প্রাকারশ্রেণী শোভা

পাইতেছে। এই সকল প্রাকার অলঙ্ঘ্য পরিখাবেষ্টিত—পরিখা-মুখে দুর্গতোরণে অসংখ্য শতঘ্নী নামক অস্ত্রপুঞ্জ, শক্তি, অঙ্কুশাদি সুসজ্জিত—স্থানে স্থানে দৌবারিক ও মহা-যোধগণ পরিরক্ষিত অগণন সেনানিবেশ।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

এইরূপে ইন্দ্রপ্রস্থের অবিদূরে শিল্পকুশল ময়দানব কৃতজ্ঞতা-প্রণোদিত হইয়া পরম যত্নে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য সেই ভুবন-ললামভূত পুরী রচনা করিলেন। পৃথিবীর তৎকাল-পরিচিত ভূভাগে কুত্রাপি তাদৃশ পরমসুন্দর, মহিমাময়, বিশাল পুরী বর্ত্তমান ছিল না। চতুর্দ্দশ মাসে সভাগৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল। সেই সভাভবন সন্দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। তিনি শুভদিনে মহোৎসব সহকারে ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ ও সচিবমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া অমরগণ পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

সেই সভার চমৎকারিত্ব দর্শন করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে এক মহতী আশার উদয় হইল। সে আশা উষাকালের সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইয়া ক্রমশঃ তদীয় হৃদয়তল অনুরঞ্জিত করিল।

রাজসূয় কল্পনা।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়ের কল্পনা করিলেন। তিনি আনন্দ-পরিপ্লুত হৃদয়ে সভাস্থলে সমবেত ভ্রাতৃগণ এবং তাপসগণের সমক্ষে স্বীয় আন্তরিক অভি-

কহিলেন, "আমি রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি ; কিন্তু সে যজ্ঞ সম্পাদন করা কঠিন, আমি সেই যজ্ঞের অধিকারী কি না আপনারা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা ব্যক্ত করুন।" সভাস্থ সকলেই একবাক্যে—"আপনি চক্রবর্ত্তি-গুণযুক্ত, অতএব আপনি রাজসূয়ের সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র" বলিয়া সম্মতি দান করিলেন। তথাপি যুধিষ্ঠিরের হৃদয় সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল ; তিনি ভ্রাতৃগণের উৎসাহ, সচিব ও তাপসগণের আগ্রহাতিশয় দেখিয়া প্রীত হইলেন ; কিন্তু সহসা রাজসূয়ে আশাবন্ধন করিতে পারিলেন না। তখন সর্ব্বদর্শী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে নাই, কে তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবে ! কে আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বিচার করিয়া প্রীতিসহকারে ধর্ম্ম-সঙ্গত উপদেশ প্রদান করিবেন ! শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা, অসীম গুণাবলী, অনুধ্যান করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বকার্য্যক্ষম, সর্ব্ব-বিদ্যাবিৎ,এবং মানবধর্ম্মবেত্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হইল। তৎক্ষণাৎ প্রীতিবিস্ফারিত ব্যাকুল অন্তরে দ্বারকায় ...কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতমুখে তদীয় আগমনের ...ত হইয়া, পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষু শ্রীকৃষ্ণ অনতি-...গ আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করিলেন।

যথা সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমনে পাণ্ডবগণ বহুদিন মেঘাচ্ছাদিত গগনে প্রভাময় সূর্য্য দর্শনের ন্যায়, মরুভূমিতে তৃষিতের স্নিগ্ধছায়ামণ্ডিত বিমল বারিপূর্ণ নির্ঝর প্রাপ্তির ন্যায়, আপনাদিগকে সঞ্জীবিত জ্ঞান করিলেন। সকলে সস্নেহে সাদরে শ্রীকৃষ্ণকে অভিবাদনাদি করিয়া উপবেশন করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পথক্লম বিদূরিত হইলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও সভাসদ্‌গণ সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বাসনামাত্রে এ যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না; এ যজ্ঞ যে কিরূপ দুঃসাধ্য তাহা তোমার অবিদিত নাই; সর্ব্বগুণযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ভিন্ন অপর কেহ এ যজ্ঞের অধিকারী নহে। আমার সচিবগণ এবং বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে এই যজ্ঞে উৎসাহিত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় সর্ব্বথা নির্ভর করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সাহসী হইতেছি না; কারণ মানব মাত্রেই স্বার্থ প্রণোদিত, ভ্রান্ত এবং অদূরদর্শী; হে কৃষ্ণ! তুমি লোভ, মোহ এবং কামনার বশীভূত নহ, তুমি আমাদিগের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাদিগের প্রাণ-স্বরূপ, অতএব রাজসূয়-রূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইব কি না তাহা আমাকে অনুজ্ঞা কর।" এই বলিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ শ্রীকৃষ্ণের মুখ প্রতীক্ষা করিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের গমন

ক্ষণেক চিন্তার পর যে অপ্রিয় কথা আর কেহ তাঁহাকে বলিতে সাহস করে নাই, পরম ধীমান শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিলেন, কহিলেন—"মহারাজ! আপনি সর্ব্বগুণযুক্ত, এবং রাজসূয়ের উপযুক্ত সন্দেহ নাই; কিন্তু মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধ এক্ষণে ভারতে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটরূপে বিরাজিত। কিন্তু জরাসন্ধ সম্রাট হইয়াও পরম অধর্ম্মাচারী,—সে যুদ্ধে পরাজিত ষড়শীতি জন রাজাকে পশুপতির মন্দিরে পশুর ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে,—একশত জন পূর্ণ হইলেই যূপে ছেদন করিয়া বলি প্রদান করিবে; অতএব জরাসন্ধ বধার্হ। তাঁহাকে বধ করিয়া পরম ধর্ম্মাচরণ করুন,—জানিবেন অধর্ম্মরাজ্য ধ্বংস না হইলে কদাপি আপনার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইবে না,—অতএব আদেশ করুন, আমি, বীরবর মধ্যম পাণ্ডব, এবং সখা অর্জ্জুন মগধরাজ্যে গমন পূর্ব্বক দুর্ব্বিনীত জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করি।"

জরাসন্ধ বধ-কল্পনা

নানা চিন্তার পর যুধিষ্ঠির অগত্যা শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুনের উৎসাহ দর্শনে তাঁহাদিগকে জরাসন্ধ বধার্থ প্রেরণ করিলেন। বীরত্রয় যথাসময়ে মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া মগধরাজপুরী রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক নিশীথকালে জরাসন্ধের সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরা-

[illegible] গমন।

সন্ধকে চমকিত করিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আগমনের উদ্দেশ্য প্রকটিত করিলেন। জরাসন্ধ স্থিরনয়নে প্রদীপ্ত যজ্ঞাগ্নিতুল্য বীরত্রয়কে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তিনি চিরার্জ্জিত যশোরাশি বিসর্জ্জন দিয়া রাজগণকে মুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন না, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ-প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। অনন্তর যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত ভাবিয়া স্বপুত্র সহদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিয়া সমবেত পৌর এবং জানপদ-মণ্ডলীর সম্মুখে সেই হিড়িম্ব-প্রমাথী ভীমসেনের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিশীথ-শান্ত নগরী যুধ্যমান বীরযুগলের প্রচণ্ড রণনিনাদে শব্দায়মান হইল। অনন্তর ভীমসেন রণশ্রান্ত মুহ্যমান জরাসন্ধকে মহাবলে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক সংহার করিলেন। যুদ্ধশেষে ভীমার্জ্জুন ও মহামতি শ্রীকৃষ্ণ পুরদ্বারে জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রজনীতেই কারাবদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করিয়া এবং জরাসন্ধ পুত্র সহদেবকে অভয় প্রদান করিয়া রাজগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রমণ-কালে রাজগণ তাঁহাদের প্রিয়কার্য্যসাধনে অভিলাষ করিলে, পরম ধীমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে বীরত্রয় ই-উপনীত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন

জরাসন্ধ বধ।

পরে যুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে ভীম অর্জ্জুন নকুল ও সহদেব চতুরঙ্গিণী সেনা সহায়ে যথাক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগ্বাসী প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণকে পরাজিত করিয়া প্রভূত ধন-রত্নাদি আহরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ এইরূপে ভারতবর্ষের এবং তৎকাল পরিচিত অন্যান্য ভূখণ্ডের প্রধান প্রধান রাজগণের নিকট কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে রাজসূয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। ময়নির্ম্মিত মহতী সভা রাজসূয় যজ্ঞার্থে উপকল্পিত হইল।

সে অপূর্ব্ব রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে আত্মপর নির্ব্বিশেষে পরিচিত, অপরিচিত, রাজন্য ব্রাহ্মণ তাপস প্রভৃতি উচ্চ নীচ সকলেই সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই যথাসময়ে পুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে আগমন করিলেন। রাজগণ-প্রদত্ত নানা উপহারে, রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইল। সে অগণন লোক সম্মিলনে বিশাল ইন্দ্রপ্রস্থ তরঙ্গ-ভঙ্গ-বিক্ষুব্ধ মহার্ণব সদৃশ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র এবং দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি গুরুজনবর্গকে অভিবাদন এবং দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ, বীরবর কর্ণ প্রভৃতি সকলের যথাযোগ্য সৎকার করিয়া [illegible] বচনে সকলের প্রতি যজ্ঞীয় নানা কার্য্যের ভার অর্পণ [illegible]নুভব ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের

অবধারণে, দুর্য্যোধন উপায়নগ্রহণে, ধর্ম্মাত্মা বিদুর অর্থব্যয়ে, এবং কৃপাচার্য্য রত্নাদির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ গৃহপতিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নানা অস্ত্রসমন্বিত হইয়া যজ্ঞ-বিঘ্ন-নিবারণে নিযুক্ত রহিলেন। দেশদেশান্তর হইতে সমাগত জনমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে অভিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠির সুমহান্ রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর প্রথানুযায়ী অর্ঘ্য-দানাভিলাষে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাত্মা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অগণন রাজগণ মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য দান করা উচিত?" ভীষ্ম কহিলেন,—"রাজন্! আমার নিকট সমগ্র রাজমণ্ডলী পরিচিত, আমি তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি; অতএব তুমি তাঁহাকেই অর্ঘ্য দান কর।" ভীষ্মবাক্যে যুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও সাদরে তাহা গ্রহণ করিলেন। সেই বিশাল রাজমণ্ডলীমধ্যে প্রায় সকলেই ইহাতে প্রীত হইলেন, কেবল শিশুপালপ্রমুখ কৃষ্ণদ্বেষী কয়েকজন রাজা বিমর্ষ ও রুষ্ট হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যেই ভীষ্ম, এবং শ্রীকৃষ্ণকে, মূর্খ, অধার্ম্মিক প্রভৃতি কটূক্তি-প্রয়োগে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহার সাহস সন্দর্শন ও কটূক্তি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদ্বেষী ভূপালগণ

শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান

পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোষক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে যুধিষ্ঠির শিশুপালাদি রাজগণকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক মধুর বচনে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "পিতামহ ভীষ্ম জ্ঞানে এবং বয়সে বৃদ্ধ; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপ জানেন বলিয়াই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। আপনিও ইঁহার বিষয় বিশেষ জানিলে কখনই এরূপ অসন্তুষ্ট হইতেন না।"

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে ভীষ্মদেব গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়াছি, সর্ব্বগুণাধারের পূজা করিয়াছি, ইহাতে শিশুপালপ্রমুখ রাজগণের ক্ষোভের কারণ কি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অর্ঘ্য কি অপাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে? এই সভায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছেন? শ্রীকৃষ্ণ বীরাগ্রগণ্য, তিনি বলবিক্রমে অজেয়; এই রাজমণ্ডলী মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণ-শ্রেষ্ঠ, ইঁহার ন্যায় নিখিল বেদবেদাঙ্গবিৎ, ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী অপর কেহই নাই; এই মহাপুরুষ ধর্ম্মপথপ্রদর্শক এবং ধর্ম্মনিয়ন্তা; আমি সেই জ্ঞান-গরীয়ান, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, অনিন্দ্যচরিত্র, বিশালহৃদয় কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি। জগতীতলে ইঁহার ন্যায় কীর্ত্তিমান আর কে ? ইঁহার কীর্ত্তি ভুবন-বিশ্রুত। বাসুদেব একাধারে গুরু, ও নৃপতি। যে সমুদায় সদ্‌গুণের একটী মাত্র

থাকিলেও লোকে ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে সে সমস্ত গুণাবলী সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই জন্যই আমি অশেষ কীর্ত্তিমান্, অজেয়, সর্ব্বগুণাধার, ধর্ম্মমার্গ-প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছি; এই জন্যই আমি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সুমেরু তুল্য মহীয়ান্ এই মহাত্মার পূজা করিয়াছি। হে ভূপালবৃন্দ, ইহাতে আপনাদিগের ক্ষুব্ধ হওয়া অনুচিত। হে শিশুপাল, যদি শ্রীকৃষ্ণের পূজা তোমার অভিমত না হয়, তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার, শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত।"

ভীষ্মের বাক্যে শিশুপালের চৈতন্য হইল না তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পুনরায় ভীষ্মপ্রমুখ পাণ্ডবগণকে এবং সভাসীন শ্রীকৃষ্ণকে অতি কুৎসিত বাক্যে অবমাননা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ নীরব হইয়া রহিলেন, নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন শিশুপালকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের যাহা করণীয় তাহা তিনি করিবেন, আমাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।" ভীষ্ম স্বয়ং শিশুপালের কটূক্তির উত্তর দিলেন না। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী পাপপরায়ণ শিশুপাল চালিত রাজগণ ব্যাত ক্ষুব্ধ সাগর-তুল্য মূর্ত্তি ধারণ করিল।

অবশেষে শিশুপাল বলদর্পিত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ'
আহ্বান করিলেন। শিশুপালচালিত রাজগণও

পাণ্ডবগণ

পোষকতা করিলেন। তখন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজ বিদ্রোহের নেতা শিশুপালকে দণ্ডিত করিয়া, যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণোদ্দেশে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যেই শস্ত্রসম্পাতে শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিলেন। নায়কের তথাবিধ পরিণাম দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী ক্রোধোন্মত্ত রাজগণ ভীত, কাতর ও হতবীর্য্য হইয়া সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যজ্ঞ-বিঘ্ন নিবারিত হইলে যজ্ঞ পরিসমাপিত হইল। সমাগত সমগ্র রাজন্যগণ যজ্ঞশেষে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাটরূপে স্বীকার করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

শিশুপাল বধ।

যজ্ঞান্তে সানুচর কৌরবগণ হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক পিতৃষ্বসা কুন্তীকে প্রণাম করিয়া এবং দেবী দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকে মধুর বচনে পরিতৃপ্ত করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কুরুপ্রবীরগণ সকলেই পাণ্ডবগণের বিনয়াদি মহিমার কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠির বহুক্লেশসাধ্য রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক কুরুকুলের যশোবর্দ্ধক, পরম মহিমান্বিত, সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছেন, ইহাতে সকলেই সুখী হইলেন; পাণ্ডবশ্রীকাতর দুর্য্যোধনের চিত্তগ্লানির সীমা রহিল না।

দুর্যোধনের মনোবেদনা।

তিনি পাণ্ডবগণের সুখৈশ্বর্য্য মহিমা এবং পাণ্ডবসখা যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রমাথী বীর্য্যবত্তার বিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারি পাণ্ডবগণের রাজ্যহরণ করিব, নচেৎ এই অকিঞ্চিৎকর জীবন পরিত্যাগ করিব।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় মাতুল শকুনির নিকট মনোবেদনা ব্যক্ত করিলেন। শকুনি প্রথমে তাঁহাকে হিতোপদেশ প্রদানে শান্ত কবিতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবশেষে দুর্য্যোধন তাঁহার কুটিল হৃদয়োপযোগী কুটিলমন্ত্রণা প্রাপ্ত হইলেন। শকুনি সর্ব্বলোক-ভয়াবহ সর্ব্বনাশকর দ্যূত ক্রীড়ার প্রস্তাব করিয়া কহিলেন, "যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ অথচ অত্যন্ত অক্ষক্রীড়া-প্রিয়; তাঁহাকে আমার সহিত ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিতে পারিলে, আমি পণে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তোমায় প্রদান করিতে পারি; এক্ষণে তোমার পিতার অনুমতি গ্রহণ কর।"

শকুনির প্রস্তাব শ্রবণে কুটিলমতি দুর্য্যোধনের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল; তিনি অনতিবিলম্বে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মমনোবেদনা ব্যক্ত করিলেন। পিতার মনোহরণ জন্য জ্বলন্তভাষায় ইন্দ্রনগরী সদৃশ ইন্দ্রপ্রস্থের

এবং রত্নখচিত হিমাচল-শেখর-সদৃশ ময়নির্ম্মিত ভুবন-ভূষণ সভা-ভবনের অনুপম শোভা বর্ণন করিলেন। সে কাহিনী শ্রবণ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইলেন। তখন দুষ্টমতি দুর্য্যোধন অতি করুণবচনে রাজসূয় যজ্ঞে যেরূপে পাণ্ডববিজিত রাজন্যগণ নানা রত্নভার, অসংখ্য গজ বাজী ছাগ মেষ উষ্ট্রাদি, অগণ্য রথ পদাতি সাদী নিষাদী দাস দাসী প্রভৃতি উপহার লইয়া যজ্ঞশালার তোরণে তোরণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, যেরূপে নানা মৃগ পক্ষী কার্পাস বস্ত্র রাঙ্কব কম্বল ছত্র চামরাদি উপহার দ্রব্যে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী পূর্ণ হইয়াছিল, যেরূপে সমবেত রাজগণমধ্যে অজেয়-ভ্রাতৃগণ-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ-সনাথ যুধিষ্ঠির, তারাগণ-মণ্ডিত চন্দ্রমার ন্যায় উন্নত রাজাসনে সম্রাটরূপে সমাসীন ছিলেন, তৎসমুদায় পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে বর্ণন করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে ঈর্ষা ও শোক উদ্দীপিত করিয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে বিচলিত-প্রায় দর্শন করিয়া পাপমতি দুর্য্যোধন অশ্রুপূর্ণনয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন—"তাত, এ সমস্ত সহ্য হয়, কিন্তু যখন আমি সভাতলে স্ফটিকময় প্রাঙ্গণভ্রমে স্বচ্ছতোয় কৃত্রিম সরোবর-জলে পতিত হই, আবার সরোবরভ্রমে স্ফটিকনির্ম্মিত সরোবর-সমীপে পরিধেয় উত্তোলন করি, তখন মদগর্ব্বিত ভীম -গায় যে উচ্চ হাস্য করিয়াছিল, তাহা আমার হৃদয়ে

বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় প্রোথিত রহিয়াছে। আপনি দ্যূত প্রস্তাবে অনুমোদন করুন; নচেৎ আমি নিশ্চয়ই এই দুর্ব্বহ জীবন পরিত্যাগ করিব।”

পুত্রের কাতরোক্তিতে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় বিচলিত হইল, পাণ্ডব-গণের ঐশ্বর্য্য-গরিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিত্তে দারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইল। তিনি বিষণ্নচিত্তে সবিশেষ চিন্তা করিয়াও কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে না পারিয়া অবশেষে নীতিজ্ঞ বিদুরকে আহ্বান পূর্ব্বক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর ধর্ম্মানুমোদিত উত্তর প্রদানপুরঃসর, অক্ষক্রীড়ার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনভিমতি প্রকাশ করিলেন। বিদুরের পরামর্শে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে নিবারণ করিতে বিস্তর প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে প্রয়াস পর্ব্বতপ্রমাণ অনলে গণ্ডূষমাত্র বারি নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা হইল। দুর্য্যোধন নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে পুনঃ পুনঃ কাতরকণ্ঠে পিতাকে কহিতে লাগিলেন, “হয় আপনি দ্যূত-প্রস্তাবে স্বীকৃত হউন, নচেৎ আমি আত্মহত্যা করিব।” অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের উত্তে-জনায় এবং স্বীয় উদ্দামলোভহেতু অগত্যা দ্যূতে অনুজ্ঞা দান করিলেন। অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে আশুগতি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া পাণ্ডবগণকে ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ কৌরবগণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পাণ্ডবগণ

দ্যূতকল্পনা।

সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। বিদুর যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় অস্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির চিন্তা করিয়া কহিলেন—"তাত, আমি কোন বিষয়ে আহূত হইয়া এ পর্য্যন্ত কখনও অস্বীকার করি নাই, আজিও আমি আহূত হইয়া বিমুখ হইব না,—ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই হইবে; চলুন আপনার অনুগমন করিতেছি, দৈব অনুল্লঙ্ঘনীয়।" অনন্তর পাণ্ডবগণ সপরিবারে রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনানগরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া একদিবস মাত্র আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। সেই দিন পাণ্ডবগণের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের সুখের শেষ দিন। তৎপরে যে তিমিরময়ী রজনী আগমন করিল, তাহার করাল গর্ভে ভারতের সুখ, আশা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, বিদ্যা, ভক্তি, বিলাস, শিল্প উন্নতি সমস্তই তিরোহিত হইল; সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল, তথাপি আর সে সকল পুনরাবির্ভূত হইল না।

রজনী প্রভাত হইলে বিশাল সভাতলে অক্ষক্রীড়ার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে শকুনির প্ররোচনায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই দারুণ অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ার্থ প্রস্তুত হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, কৃপাদি পাণ্ডবগণের শুভার্থিগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইল; প্রতিবারেই যুধিষ্ঠির পণে পরাজিত

হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের অবিচ্ছিন্ন পরাজয় এবং বিষম ক্রীড়াসক্তি দর্শন করিয়া ভবিষ্যদর্শী মহাত্মা বিদুর অত্যন্ত অধীর হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে সানুনয়ে কহিলেন—"মহারাজ, অবিলম্বে এই দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করুন, শকুনিকে স্বরাজ্য গমনে আদেশ দিউন এবং দ্যূতপ্রবর্ত্তক পাপাশয় দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল কুরুবংশ রক্ষা করুন; নচেৎ দ্যূতজনিত সুদারুণ বিগ্রহে কুরুবংশ নিঃশেষে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে।" কিন্তু কে তখন সেই হিতোপদেশ বাক্যে কর্ণপাত করে? জয়গর্ব্বিত লুব্ধ মোহিত ধৃতরাষ্ট্র অথবা দুর্য্যোধনের হৃদয়ে তখন সে আপাত-কঠোর কিন্তু পরিণাম-মধুর হিতবচন পরম্পরা স্থান পাইল না। ভীষ্ম দ্রোণাদি নীরব হইয়া রহিলেন!

অক্ষক্রীড়ারম্ভ।

অক্ষক্রীড়ার নিবৃত্তি হইল না; মুগ্ধ প্রতারিত যুধিষ্ঠিরের চৈতন্য হইল না; অদৃষ্ট অলঙ্ঘ্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্যকলাপ অবিচারণীয় বোধে ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে বাধামাত্র প্রদান করিলেন না। ক্রমে যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন; তাঁহার ধনরত্ন, রথ, বাজী, হস্তী, সেনা, বিশাল রাজ্য এবং রাজ্যস্থ তাবৎ বস্তুই দ্যূতে অপহৃত হইল; পরে স্বয়ং, ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী এই ছয় জন মাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে এবং আপনাকে পণ-মুখে

অর্পণ করিলেন; শকুনি, অক্ষনিক্ষেপ মাত্র জয়লাভ করিল। কৌরবগণের আনন্দ-নিনাদে সভাস্থল আকুল হইয়া উঠিল; অবশেষে পাপমতি শকুনি বিদ্রূপপূর্ণ বচনে যুধিষ্ঠিরকে কহিল, "রাজন্, কৃষ্ণা এখনও অপরাজিতা রহিয়াছেন, এইবার তাঁহাকে পণ রাখিয়া তুমি আপনাদিগকে মুক্ত কর।" মোহান্বিত যুধিষ্ঠির তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া প্রিয় দয়িতাকে পণে রক্ষা করিলেন। হায়, তাহার ফলও অতি বিষময় হইল; দুরাত্মা কপট অক্ষনিপুণ শকুনি এবারও তাঁহাকে অনায়াসে পরাজিত করিল। তদ্দর্শনে ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি অতিমাত্র অধীর হইয়া করতল-লগ্ন-কপোলে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র "কাহার জয় হইল, কাহার জয় হইল" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতির আনন্দের আর সীমা রহিল না। পাণ্ডবগণ দ্যূতপণে ভার্য্যার সহিত বিজিত হইয়া কৌরবগণের দাসত্বে বদ্ধ হইয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কুন্তী গান্ধারী প্রমুখ পুরমহিলাগণ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন; কৌরব কামিনীগণের হৃদয়ে, পাণ্ডবগণের প্রতি, ঈর্ষা দ্বেষ স্থান পাইল না; বিশেষতঃ গুণবতী কৃষ্ণার জন্য তাঁহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

অনন্তর দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে

আনয়ন করিতে দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন। সেই বীভৎস আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। দুঃশাসন পুরমধ্যে গমন করিয়া একবস্ত্রপরিহিতা, রোদনশীলা, বেপমানা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিল। সভামধ্যে আনয়ন করিয়া দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ তাঁহাকে "দাসী দাসী" বলিয়া নানা কুৎসিত উপহাস করিতে লাগিল। দুঃশাসনের নিদারুণ অত্যাচারে প্রকীর্ণকেশা স্খলিতার্দ্ধবসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে ঘৃণা লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া, দীনকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে সভাসীন ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বর্ষীয়ান্ সভ্যবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হে সভাসদ্‌গণ, হে আর্য্যগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির অগ্রে স্বয়ং বিজিত হইয়া আমাকে পণে রক্ষা করিয়াছিলেন কিনা ?" ভীষ্মপ্রমুখ সভ্যমণ্ডলী দ্রৌপদীর প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর তথাবিধ নিগ্রহ দর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া অধোবদনে ভূতলে দৃষ্টিসংযোগ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সভাস্থলে দ্রৌপদী।

তখন দুর্য্যোধনানুজ সুধীর বিকর্ণ, ভীষ্মদ্রোণাদি নিরপেক্ষ বর্ষীয়ানগণকেও নিরুত্তর দর্শন করিয়া কহিলেন,—"দ্রৌপদী কখনই পণ নির্জ্জিতা নহেন, দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সাধারণ ভার্য্যা;

একা যুধিষ্ঠির তাঁহার অধিকারী নহেন। বিশেষতঃ তিনি অগ্রে স্বয়ং পণবিজিত হইয়া পরে দ্রৌপদীকে পণে রক্ষা করিয়াছিলেন; বিজিত ব্যক্তির স্বাধীনের উপর প্রভুত্ব বা অধিকার সম্ভবে না; দ্রৌপদীকে পণে রক্ষা করাও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, কপটাচারী শকুনিই দ্রৌপদী-পণ প্রস্তাব করিয়াছিল, যুধিষ্ঠির বিমূঢ়চিত্তে স্বীকৃত হইয়াছিলেন মাত্র। অতএব দ্রৌপদী কখনই পণবিজিতা নহেন; হে সভাসীন মহোদয়গণ, আপনারা কৃষ্ণার কাতরোক্তির উত্তর প্রদান করুন,—নির্ব্বাক থাকিয়া নিরয়গামী হইবেন না।"

বিকর্ণের নির্ভীকতা।

বিকর্ণের অপূর্ব্ব নির্ভীকতা দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক শকুনি ও দুঃশাসনের নিন্দা করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে কর্ণ ক্রোধকম্পিতস্বরে, অতি কঠোর বচনে, বিকর্ণকে তিরস্কার করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি নানা অবমানকর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর অবিচলিত সাহসের সহিত বিকর্ণবাক্যের সমর্থন করিয়া কৌরবগণের পশুবৎ ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। পশুপ্রকৃতি দুঃশাসন দ্রৌপদীনিগ্রহে তখনও নিবৃত্ত হইল না, অবশেষে সেই নরাধম রোরুয়মানা কৃষ্ণার বসনাঞ্চল গ্রহণ পূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। পাণ্ডবশ্রীকাতর দুরাচার দুর্য্যোধন পূর্ব্ববৎ পরুষ বাক্যে উপহাস

সহকারে পাণ্ডবগণের মর্ম্মপীড়া উৎপাদনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ দাস বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে স্বকীয় উরুদেশে করাঘাত পুরঃসর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কর্ণের তীব্র হলাহলবৎ বাক্যাবলি এবং শকুনির অসূয়াপূর্ণ প্রফুল্লতা যেন সভাস্থল দগ্ধ করিতে লাগিল। আর এই মরণাধিক অবমাননা ভীমের সহ্য হইল না। তিনি ভ্রূকুটিকরালনয়নে বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অতি প্রচণ্ডস্বরে দেবগণ, পিতৃগণ ও পূজ্যগণের নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ভাবী কৌরবসমরে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া, মদভরে সমুন্নত তদীয় মস্তক পদাঘাতে চূর্ণ করিবেন,—দ্রৌপদীর অবমাননাকারী দুর্ম্মতি দুঃশাসনকে রণস্থলে নিপাতিত করিয়া তাহার কুটিলতাপূর্ণ হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক তদীয় উত্তপ্ত শোণিত পান করিবেন। ভীমের এই লোমহর্ষণ প্রতিজ্ঞা যুগল শ্রবণ করিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। অসহ্যযাতনাবশে অর্জ্জুনেরও হৃদয় শোকে ও ক্রোধে উদ্বেলিত হইল, তিনিও বজ্রগম্ভীর স্বরে ভাবী সমরে পরুষভাষী সূতপুত্র কর্ণের বধসাধনে অঙ্গীকার করিলেন, অনন্তর সহদেবও সেই কপটদ্যূতকারী শকুনির বিনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। পাণ্ডবগণের সেই সুদারুণ প্রতিজ্ঞা-নিচয় শ্রবণ করিয়া সভা বিচলিত হইল, অতঃপর কৌরবগণ পাণ্ডবগণের অবমাননায় নিরস্ত হইয়া

পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞা

অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পাশব প্রফুল্লতায় নিরাশার প্রথম কালিমাময়ী ছায়া নিপতিত হইল।

কৃষ্ণার করুণ বিলাপে ধৃতরাষ্ট্রের দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি দ্রৌপদীকে অভয় দান করিয়া অভিলষিত বরগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। যশস্বিনী দ্রৌপদী স্বামিগণের দীন কাতর অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, আপনার সমস্ত দুঃখ সমস্ত যাতনা বিস্মৃত হইলেন, অবমানজনিত রোষোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে করুণার তরঙ্গ উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র সমীপে এই বর প্রার্থনা করিলেন, "আমার পণবিজিত স্বামীগণ সশস্ত্র, সরথ দাসত্ব মুক্ত হউন, আমার পুত্রগণ যেন দাসতনয় বলিয়া অভিহিত না হয়।" ধৃতরাষ্ট্র অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীর গুণে পাণ্ডবগণ দাসত্ব-মুক্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্য বর প্রদানে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী বরগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বিনম্রবচনে কহিলেন,—"তাত, অধিক আকাঙ্ক্ষা অনুচিত।" অনন্তর পাণ্ডবগণ হর্ষবিষাদে ধৃতরাষ্ট্রাদি গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া রথারোহণে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রস্থান করিতে না করিতে আবার কৌরবকুল-পাংশনগণ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণে কুমন্ত্রণাবিষ ঢালিয়া দিল; আবার ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণ অর্দ্ধপথ হইতে সমাহূত হইলেন। পুনরায় দ্যূত-প্রস্তাব উত্থাপিত হইল এবং পুনরায় যুধিষ্ঠিরও তাহাতে স্বীকৃত

ধৃতরাষ্ট্রের বরদান।

হইলেন। এইবার নির্দ্ধারিত হইল যে, দুর্য্যোধনপক্ষ পরাজিত হইলে দুর্য্যোধনকে রাজ্যত্যাগ ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে বাস করিতে হইবে এবং তৎপরে এক বৎসর কোন জনাকীর্ণ জনপদে অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে যদি তাঁহারা পরিজ্ঞাত হয়েন, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলে তাঁহাকেও অনুজগণ ও দ্রৌপদীর সহিত উক্ত নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতে হইবে। পরাজিত পক্ষ নির্ব্বিঘ্নে বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে রাজ্যার্দ্ধ এবং পঞ্চনদ প্রদেশ প্রাপ্ত হইবেন। যুধিষ্ঠির এই ভীষণ পণে স্বীকৃত হইয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আবার পরাজিত হইয়া রাজবেশ পরিত্যাগ এবং অজিন পরিধান পূর্ব্বক অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত বনবাস গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায়, মহাত্মা বিদুরের প্রার্থনামতে তাঁহার হস্তেই কুন্তীদেবীর রক্ষা ভার অর্পণ করিয়া, গলদশ্রুনয়না, রোরুদ্যমানা মাতার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বীরোচিত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া মধুর তেজোগর্ভ বচনে প্রবোধ দিয়া অরণ্য প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। মাতার

পুনঃদ্যূত।

আশীর্ব্বচনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল, উৎসাহে তাঁহাদের শুষ্ক হৃদয় মুকুলিতপ্রায় হইল। তাহার পর দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা বাষ্পবারিপূর্ণলোচনে শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীর চরণে বিদায়ের জন্য প্রণত হইলেন।

কুন্তী দেবী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শোকে বিদীর্ণহৃদয়া হইয়াও পাণ্ডবগণের অনুগামিনী হইতে উপদেশ দিয়া কহিলেন—"যাও মা, পাণ্ডবকুলের কুলবধূ, পতিগণের সহচারিণী হও, পতিগণের সুখই তোমার সুখ, পতিগণের দুঃখই তোমার দুঃখ। যাও সতত একান্তমনে পতিসেবাপরায়ণা ও পতিশুভাভিলাষিণী হইয়া বাস করিও; স্বপ্নেও যেন তোমার হৃদয়মধ্যে পতিগণের অপ্রিয়াচরণের কল্পনা স্থান না পায়। যাও গুণবতি, আবার ত্রয়োদশ বৎসর পরে আমার পুত্রগণ সহ তোমার বদনারবিন্দ দর্শন করিয়া আমার এ হৃদয়বেদনা বিদূরিত করিব।"

দ্রৌপদীর প্রতি কুন্তী

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারী প্রভৃতি পুরনারীগণকে প্রণাম করিয়া বনগমনোদ্দেশে বহির্গত হইলেন। পুরোহিত ধৌম্য শুভ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে বিভ্রান্তচিত্তে মত্তমাতঙ্গসদৃশ পঞ্চ পাণ্ডব,—তৎপশ্চাতে বিকীর্ণকুন্তলা রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী। চতুর্দ্দিকে পৌর ও

পাণ্ডবগণের বনগমন।

জানপদবর্গের হাহাকার ধ্বনি গগনতল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধৌম্যের অনুগামী হইয়া বন-প্রস্থান করিলেন; বোধ হইল যেন প্রদীপ্ত গ্রহপঞ্চক মার্ত্তণ্ডের অনুগামী হইতেছে,—পশ্চাদ্ভাগে প্রখরোজ্জ্বল-কিরণ করাল ধূমকেতু!

তৃতীয় অধ্যায়।

পাণ্ডবগণের বনবাসে অবস্থিতি—দুর্য্যোধনের ঘোষযাত্রা—গন্ধর্ব্বযুদ্ধ—পরাজয়—মোচন—যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ব।

শোকপরিতপ্ত প্রজাগণকে প্রবোধিত করিয়া পাণ্ডবগণ বনপ্রস্থান করিলেন। প্রজাগণ নিবারিত হইলেও কয়েকজন সাধুস্বভাব ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ কোন মতেই পাণ্ডুপুত্রগণের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিলেন না; তাঁহারা পাণ্ডবগণের গুণে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের সহগামী হইলেন। যুধিষ্ঠিরের অশেষ অনুনয়ে, বনবাসের প্রভূত ক্লেশ ও বনভূমির অসংখ্য বিভীষিকা পর্য্যালোচনা এবং সম্মুখে দীনতা এবং ভৈক্ষের করাল ছায়া দর্শনেও ব্রাহ্মণগণের সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। তাঁহারা একবাক্যে কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ যুধিষ্ঠির,

ভবদ্বিরহিত প্রকৃতি-মণ্ডলে অবস্থান করিতে আমাদিগের অভিলাষ নাই। আমরা অরণ্যে আপনাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের পোষণের জন্য আপনাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না; আমরা স্বোপার্জ্জিত ভিক্ষান্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। মহারাজ, আপনি জিতাত্মা, দুরাশা-বন্ধবিহীন, ধর্ম্মবিৎ, নির্মৎসর, অভিমানশূন্য, সর্ব্বকার্য্যে সতত উদ্যোগী, এবং আলস্য-পরিশূন্য; আমরা ভবাদৃশ মহাত্মার সঙ্গ কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না; আপনি আমাদিগের এ প্রার্থিত অস্বীকার করিবেন না।” যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে আর নিবারণ করিবার চেষ্টা করিলেন না,—ব্রাহ্মণগণ সচ্ছন্দে পাণ্ডবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ কাম্যক নামক এক পরম রমণীয় অরণ্যে বাস-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় তাপস ও ব্রাহ্মণগণের সহবাসে নিরুদ্বেগে বহুবৎসর অতিবাহিত করিলেন। বর্ষায় বনভূমির স্নিগ্ধ শ্যাম গম্ভীর শোভা, শরদে বর্ষাবিধৌত অরণ্যানীর সুমধুর হাস্য-বিকাশ, হিমানা-সঞ্চারে প্রকৃতির নীরস কুটিল দৃশ্য, বসন্তে ভ্রমর-গুঞ্জিত কুসুমদাম সজ্জিত বনমালার কমনীয় কান্তি, নিদাঘে আতপতপ্ত অরণ্যানীর কঠোর পরিশুষ্ক তৃষিত মূর্ত্তি, দর্শন করিতে করিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ষড়ঋতুর আবর্ত্তনের সহিত সুখ-দুঃখময়

কাম্যকবনে বাস।

মানবজীবনের আবর্ত্তনের তুলনা করিয়া পাণ্ডবগণের হৃদয়ব্যথা অনেকাংশে উপশমিত হইত। রাজ্যসুখ নৈশস্বপ্ন তুল্য অন্তর্হিত হইয়াছে, জীবনস্রোতঃ এক্ষণে এক অভিনব পথে প্রধাবিত হইতেছে। বহু পরিশ্রমে অর্জ্জিত বিশাল সাম্রাজ্য অদ্য শত্রু-হস্তে নিপতিত,—দুরাসদ কৌরবগণ অধুনাতন তাহার অধীশ্বর। সে অসংখ্য হর্ম্ম্য-দুর্গ-তোরণ সমন্বিত নগরীনিচয়ের পরিবর্ত্তে এক্ষণে অবিচ্ছিন্ন বনরাজী চতুর্দ্দিকে নিরাশার রাক্ষস-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৈতালিকগণের প্রভাতসঙ্গীত এবং স্তাবকগণের স্তুতিবাদের পরিবর্ত্তে এক্ষণে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর সুমধুর কূজন, বৃক্ষপত্রে ধীর মন্দ পবনোচ্ছ্বাস, এবং ব্রাহ্মণগণের গভীর বেদগান তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধন করিত। রাজকার্য্যের পরিবর্ত্তে পাণ্ডবগণ এক্ষণে কাম্যকারণ্যের পুণ্যাশ্রমপদে তাপস ও ব্রাহ্মণগণের সহিত শাস্ত্রালোচনায়, অথবা অরণ্যপথে মৃগয়া-ব্যাপারে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা সেই শান্ত কাননে শান্তির অন্বেষণ করিতেন, কিন্তু অতীতের সুমধুর স্মৃতি এই শোকের দিনে, অমারজনীতে পৌর্ণমাসী যামিনীর স্মৃতির ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়পটে সমুদিত হইয়া মর্ম্মব্যথা উৎপাদন করিত। সেই কপটদ্যূত, দ্রৌপদীর প্রতি তথাবিধ পাশব অত্যাচার, মর্ম্মচ্ছেদী বচনাবলী তাঁহাদের হৃদয়ে বিলমধ্যে সর্পের ন্যায় নিরন্তর বিচরণ করিত। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-

গণের বিমলিন মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইতেন

যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর অনুযোগ

—সেই মুক্তকুন্তলা, বিমলিন বদনা, কাষায়-পরিহিতা, দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইত, নীরবে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। কৌরবগণের তথাবিধ অত্যাচারে পাণ্ডবকুলবধূ কৃষ্ণার মর্ম্মগ্রন্থি পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়াছিল; তাঁহার কুসুমসুকুমার হৃদয় প্রস্তর তুল্য কঠিন হইয়াছিল। কুটীরতলে বসিয়া কখন কখন তেজস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া কৌরবগণের অত্যাচারকাহিনী জ্বলদক্ষরে যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে চিত্রিত করিতেন, কৌরবগণের পাপলব্ধ সমৃদ্ধির বর্ণনা করিয়া ভর্ত্তাকে দুর্য্যোধনকৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দীপিত করিতেন, বলিতেন—"মহারাজ. তাপস-সহবাসে আপনি তাপসতুল্য দান্ত ও ক্ষমাশীল হইয়াছেন; স্মরণ করুন আপনার ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, আপনার বৃত্তি কি বন্যোচিত? সিংহ কি অধুনা শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে? হিমাচল কি বায়ুবেগে উচ্ছিন্ন হইয়াছে? গ্রহনক্ষত্র কি কক্ষচ্যুত হইয়াছে? কোথা সে মহিমাময়, পবিত্রতাময়, মঙ্গলময়, গৌরবের নিদানভূমি রাজসূয়! আর কোথা এই নিরয়দুঃখতুল্য শোকজাল! স্বামিন্, আপনার এ দেবোপম শৌর্য্যশালী বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতৃগণের এ বিমলিন দশা দর্শন করিয়াও কি আপনার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয় না?

আপনি কি একান্ত ক্রোধশূন্য ?” কথন কথন কৃষ্ণার শোকাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের দয়ায় অবিশ্বাস জন্মিত, আপনাদিগের দুরবস্থা এবং কৌরবগণের ঐশ্বর্য্য চিন্তা করিতে করিতে হৃদয় আলোড়িত করিয়া বিষাদের তরঙ্গাবলী উত্থিত হইত, কহিতেন—“মহারাজ, তুমি এ দীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সতত ধর্ম্মপথচারী, কিন্তু কোথায় তোমার সুখ ? চাহিয়া দেখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কত সুখে রহিয়াছে ! পাপীর সুখ বিধান করিতেই কি ঈশ্বরের দয়া ? কে বলে ঈশ্বর দয়াময়, অপক্ষপাত ? নিশ্চয় তিনি নির্ম্মম, বিচারশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী। কিসের কর্ম্মফল ? কোন কর্ম্মফলে আমাদিগের এ যন্ত্রণা ? পুরুষকারই উন্নতির উপায়। আপনি পুরুষকারে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র কাপুরুষের ন্যায় দৈব অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্তে কালহরণ করিতেছেন। ইহা ক্ষত্রিয়োচিত নহে। যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে পুরুষকার প্রদর্শনে বিমুখ হয়, কদাচ তাহার শ্রেয়োলাভ হয় না।”

দ্রৌপদীর অনুযোগ শ্রবণ করিতে করিতে কোপনস্বভাব ভীমেরও হৃদয় উদ্বেলিত হইত ; ভীম শোকাবেগবশতঃ কঠোর বচনে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ব কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতেন ; সেই সুদারুণ কপটদ্যূত, দ্রৌপদীর অবমাননা, দুর্য্যোধনাদির শেলসম উপহাস স্মরণ করাইয়া দিতেন ; দুর্য্যোধনের সম্পদ এবং আপনাদিগের বিপদ

ভীমকৃত অনুযোগ

বর্ণনা করিয়া, শঠের সহিত সন্ধির অনাবশ্যকতা, পাণ্ডবগণের প্রতি প্রজা-পুঞ্জের অনুরক্তি, দুর্য্যোধনের প্রতি বিরক্তি, ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া সত্বর অরাতিবিনাশে উৎসাহিত করিতেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাসের সুদীর্ঘত্ব, মানবজীবনের অস্থায়িত্ব, শত্রু দমনের ঔচিত্য, এবং দ্বাদশ বর্ষান্তে এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসের অসম্ভবত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে শোকে ও ক্রোধে ভীমের হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত।

যুধিষ্ঠিরের ধীরতা এবং প্রত্যুপদেশ

যুধিষ্ঠির নীরবে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেন, শান্তভাবে ভীমের সে তেজঃপূর্ণ পরুষবাক্য সহ্য করিতেন, তাঁহাদের নয়নে অশ্রুজল দেখিয়া বিচলিত হইতেন না, অকস্মাৎ সমরানল প্রজ্বলিত করিতে উপদেশ দিয়া হঠকারিতার পরিচয় দিতেন না। সে হৃদয় প্রশান্ত সমুদ্রতুল্য গভীর-তরঙ্গের রেখা-পাতবর্জ্জিত। তিনি ধীরবচনে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে আপনার সমগ্র দোষ স্বীকার করিতেন। তিনি যে মোহান্ধ হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিলেন, মোহান্ধ হইয়া পণে সর্ব্বস্ব হারাইয়া ভ্রাতৃগণকে এবং দ্রৌপদীকে বিষাদসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া একান্ত অনুতপ্ত হইতেন। কিন্তু তিনি অনুতপ্ত হইয়াও ধীরতার সীমা লঙ্ঘন করিতেন না, অতি ধীর-গম্ভীরভাবে ধর্ম্মের ও সত্যের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া কহিতেন যে,

শত্রুর সহিতও কপটতা বা মিথ্যাচার সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য, সত্যলঙ্ঘন সর্ব্বথা অনুচিত, অযশস্কর এবং ঘৃণার্হ। এই প্রসঙ্গে নিষ্কাম ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি ভ্রাতৃগণের মনোমধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তিবিধান করিতেন, কহিতেন যে, তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্র সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহার বনবাস-ব্রত গ্রহণও সে কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্ভূত। সেই অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণ করিতে করিতে সকলের দাবদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি প্রক্ষিপ্ত হইত। আবার যখন প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে ভ্রাতৃগণের হৃদয় নিহিত আশার ক্ষীণ প্রভা উদ্‌ভাষিত করিয়া ত্রয়োদশবর্ষ শেষে সংগ্রামে কৌরবগণকে পরাস্ত করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন, তখন তাঁহারা একান্ত পুলকিত হইতেন। আবার যখন স্নিগ্ধগম্ভীর বদনে ক্রোধের অসুখকর পরিণাম, সহিষ্ণুতার সুমধুর ফল, ঈশ্বরের অপার করুণা ও অনন্ত মহিমার বর্ণনা করিতেন, তখন তাঁহার অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণে তাঁহাদের অভিমান ও ক্রোধ অন্তর্হিত হইত। অনন্তর যখন তিনি আপনাদিগের তদানীন্তন দীন অসহায় অবস্থার সহিত কৌরবগণের প্রতাপ তুলিত করিয়া হঠাৎ কৌরব-সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার অনৌচিত্য সপ্রমাণ করিতেন, তখন ভীমার্জ্জুনাদি জ্যেষ্ঠের সেই সারগর্ভ বাক্যে পরিতৃপ্ত হইতেন; কৃষ্ণারও হৃদয়ব্যথা উপশমিত হইত।

ধীরতার মূর্ত্তিস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের এ ধীরতার দৃষ্টান্ত হইতে আমরা অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। সংসারে আমাদিগকে অনেক যাতনা ভোগ করিতে হয়, অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, নানা শত্রুর অত্যাচারে জীবন অসুখকর হইয়া উঠে; কিন্তু কখনও ধীরতা বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া প্রিয়জন স্ত্রী পুত্র বা ভ্রাতার পরামর্শ অনুসারে ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিলে অনেক সময় পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে। যুধিষ্ঠির অধীর হন নাই, অধীর হইয়া প্রতাপশালী কৌরবগণের সহিত অকস্মাৎ সমরাগ্নি প্রজ্বালিত করেন নাই, শান্ত ভাবে সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র; তজ্জন্যই তিনি পরিণামে সংসার-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দ্রৌপদী ও ভীমের উত্তেজনার বশীভূত হইয়া কার্য্য করিলে, তিনি ধর্ম্মবলে বলবান্ হইলেও কৌরব-সমরে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না।

একদা এক ব্রাহ্মণ কৌরব সভায় আগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে পাণ্ডবগণের নিদারুণ দুরবস্থার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। দুষ্টমতি শকুনি ব্রাহ্মণ মুখে পাণ্ডবগণের বনবাস দুঃখ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কর্ণের সহিত দুর্য্যোধন সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ, তুমি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত

ঘোষযাত্রা।

করিয়া নিঃসপত্ন হইয়াছ। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমাকে করপ্রদান করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ সমৃদ্ধি অবলোকন করিতেছি। এক্ষণে পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত শ্রীভ্রষ্ট এবং নিঃসহায় ; শুনিলাম তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈতবনে এক সরোবর-সন্নিধানে বাস করিতেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার জন্য পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক তাহাদের দুঃখ সন্দর্শন করিয়া আমাদের সুখের বৃদ্ধি সাধন কর। পুত্র, ধন ও রাজ্যলাভ করিলে যাদৃশ প্রীতিলাভ হয় শত্রুদিগের দুঃখদর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।”

রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, “মাতুল মহাশয়, আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তৎসমুদায় আমারও হৃদয়ে জাগরূক আছে, কিন্তু এ বিষয়ে পিতা সম্মতি প্রদান করিবেন না। কৃষ্ণাসমবেত পাণ্ডবগণকে অরণ্যানী মধ্যে বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিবার জন্য আমার ইচ্ছা সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণকে বল্কলাজিনধারী দর্শন করিলে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিলেও আমার তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিবে

না। অতএব যাহাতে এ বিষয়ে মহারাজের অনুমতি লাভ করিতে পারি, আপনি এবং প্রিয় মিত্র অঙ্গাধিপতি কর্ণ, তাহার উপায় বিধান করুন।”

রজনী প্রভাত হইলে কর্ণ ও শকুনি, দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন পূর্ব্বক সহাস্যবদনে কহিলেন, “মহারাজ উপায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীর-পল্লী আছে তৎসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান করা আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য, অতএব এ বিষয়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি-লাভ করা তাদৃশ কঠিন হইবে না। আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে তথায় গমন করিয়া পাণ্ডব-গণের মর্ম্মবেদনা উৎপাদন করিব।” এই পরামর্শ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর শকুনি ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লাভের আশায় তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, “কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে; গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম বর্ণ ও সংখ্যাদি নিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে তিনি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন।”

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও নিতান্ত আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি

শুনিয়াছি,—পাণ্ডবগণ ঘোষপল্লীর নিকটে অবস্থান করিতেছেন, অতএব আমি তথায় তোমাদিগকে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিতেছি না, পাণ্ডবেরা সকলেই অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন এবং মহারথ, তোমরা কেবল কপটতাচরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক, তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু অপর চারি ভ্রাতা তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না। তোমরা হিতাহিত বিবেচনাবিমূঢ় ও অতিশয় গর্ব্বিত; তথায় গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপকার করিলেই তাঁহারা অমর্ষ প্রদীপ্ত হইয়া তোমাদিগকে অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবেন; অথবা যদি তোমরা সংখ্যাধিক্যবশতঃ কোনক্রমে তাঁহাদিগকে পরাভূত করিতে পার তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাঁহাদের পরাক্রমের বিষয় আমি সবিশেষ অবগত আছি; তাহারা অপরাজেয়।"

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক। তিনি কদাচ সত্যপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না। তাঁহার অনুজগণও ধর্ম্মপরায়ণ এবং তাঁহার নিতান্ত বশীভূত। তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে কদাচ আমাদিগের সহিত বিবাদ করিবেন না। আর আমরা তথায় কেবলমাত্র মৃগয়াভিলাষে এবং আভীর-পল্লী

পরিদর্শনার্থ গমন করিতেছি। পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে আমাদের অণুমাত্র বাসনা নাই। অতএব তাঁহারা আমাদিগের সহিত কেনই বা বিরোধে প্রবৃত্ত হইবেন।”

শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতিপ্রাপ্তি মাত্র বিশাল সৈন্য সহ কৌরবগণ পাণ্ডবাধিষ্ঠিত কাননে প্রবেশ করিলেন। সৈন্যগণের কোলাহলে এবং যথেচ্ছ বিচরণে সেই শান্ত অরণ্যানী শান্তিশূন্য ও বিধ্বস্তপ্রায় হইল। কৌরবগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই স্থান পূর্ব্বেই গন্ধর্ব্বজাতীয় পুরুষগণ-কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

এক্ষণে কৌরবগণ সেই স্থান অধিকার করিতে আসিলে পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। শৌর্য্যশালী গন্ধর্ব্বাধিপতি চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতি বীরগণ স্বল্পকাল মধ্যে পরাজিত হইয়া অবশেষে রণশ্রান্ত ও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবকামিনীগণ আতঙ্কে কোলাহল করিয়া উঠিল। দুর্য্যোধন ক্ষোভে রোষে ও ঘৃণায় উন্মত্তবৎ হইয়া জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্ব সহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চিত্রসেন তাঁহাকেও পরাজিত করিয়া স্ত্রীগণের

গন্ধর্ব্বযুদ্ধ।

সহিত বন্ধন পূর্ব্বক কাম্যককানন হইতে প্রস্থান করিলেন তাঁহারা গন্ধর্ব্ব হস্তে পতিত হইলে, তদীয় অমাত্য ও সেনানীগণ রণস্থল হইতে পলায়নপূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া এই বিবাদ বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে অবমানিত করিতে আসিয়া স্বয়ং অবমানিত, লাঞ্ছিত এবং শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া ভীমার্জ্জুনাদি ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং নিরতিশয় প্রীত হইলেন। ভীম কহিলেন,—"দুরাত্মা পাপের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে কর্ণাদি সহচরগণ তাহাকে রক্ষা করুক; গন্ধর্ব্ব আমাদিগের কণ্টকোদ্ধার করিয়াছে, আমরা কি জন্য অনর্থক গন্ধর্ব্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব?" কিন্তু যুধিষ্ঠিরের করুণাপরতন্ত্র হৃদয়ে ভীমের এ বাক্য স্থান পাইল না; সে হৃদয় মন্থন করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল; তিনি অতি তেজঃপূর্ণ ভাষায় জ্ঞাতিরক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়া,—শরণাগত ভীত আর্ত্ত শত্রুরও জীবন রক্ষা যে ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম, তাহার উল্লেখ করিয়া, ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণকে, অবিলম্বে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে দুর্য্যোধনের বন্দিত্ব-মোচনে আদেশ করিলেন। সে আদেশ অলঙ্ঘ্য; তখনই ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় রণবেশে সজ্জিত হইয়া রথারোহণে প্রস্থান পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীমার্জ্জুনের বিবিধ অনুনয়েও গন্ধর্ব্বরাজ দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত

হইলে, পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাণ্ডব চতুষ্টয়ের প্রচণ্ড আক্রমণে শীঘ্রই সেই সমরবিজয়ী গর্ব্বস্ফীত গন্ধর্ব্বসৈন্য বিত্রস্ত ও পলায়নপর হইল। বীরবর অর্জ্জুন স্বয়ং গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনাদির উদ্ধার সাধন করিলেন। দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আনীত হইলে তিনি তাঁহাকে অতি মধুর হিতগর্ভ বচনে প্রবোধিত করিয়া হস্তিনা গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠিরের বদন হইতে লাঞ্ছিত হতমান শত্রুর প্রতি একটী মাত্রও রূঢ় বা বেদনাকর বাক্য নির্গত হইল না। বিপদ্‌গ্রস্ত, শরণাগত শত্রুকেও কিরূপে অন্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা যুধিষ্ঠিরের এই পবিত্র আখ্যানে সবিশেষ পরিস্ফুট হইতেছে।

দুর্য্যোধনের নির্ব্বেদ।

দুর্য্যোধন আশ্রমপদ ত্যাগ করিয়া ক্ষোভ-জর্জ্জরিত হৃদয়ে হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন. তিনি স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধিতা, অবমাননা, ভীমার্জ্জুনাদিকৃত গন্ধর্ব্ববিজয়, ও যুধিষ্ঠিরের সৌজন্য স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন; এবং হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক প্রায়োপবেশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু কর্ণ দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির কুটিল বাক্যজালে শীঘ্রই তাঁহার সে নির্ব্বেদ দূর হইল, এবং ক্ষণকালের জন্যও পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার যে প্রীতি উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল।

কথিত আছে যে, ইহার পর দিগ্বিজয়ে কর্ণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত করদ রাজগণের অর্থে মহীপতি দুর্য্যোধন এক বিপুল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সম্যক প্রকারে হৃদয়-ব্যথা নিবারণ করিয়াছিলেন।

একদা পাণ্ডবগণ দূরবনে মৃগয়ার্থ গমন করিলে দুর্ম্মতি জয়দ্রথ পাণ্ডবগণের আশ্রমে আসিয়া দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পথিমধ্যেই পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ধৃত, লাঞ্ছিত, এবং পাদাহত হইয়া তিনি দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া শৃগালের ন্যায় প্রাণ লইয়া প্রস্থান করেন।

অনন্তর দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইয়া আসিলে, পাণ্ডবগণ অন্যান্য তাপস ব্রাহ্মণগণকে সুমধুর বচনে বিদায় দিয়া ধৌম্যসহ জনহীন-কাননে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিরাট-ভবনে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস—কীচকবধ—কৌরবগণের বিরাটের গোধন হরণ-প্রয়াস—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক গোধন মোচন—পাণ্ডব-গণের আত্মপ্রকাশ।

জনহীন নিভৃত বনমধ্যে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহ সুকঠোর অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। সুখে দুঃখে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে, কিন্তু অজ্ঞাত-বাসের একবর্ষ মাত্র কোথায় কোন্ বেশে যাপন করিবেন, এই চিন্তায় তদীয় চিরপ্রশান্ত সাগরতুল্য হৃদয়েও নিরাশার তরঙ্গ উত্থিত হইল। অবশেষে সবিশেষ পর্য্যালোচনার পর রাজন্যগণমধ্যে ধর্ম্মাত্মা, আশ্রিত-প্রতিপালক মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানীতেই এক বৎসর

অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা।

অবস্থান করিতে মানস করিলেন। অনন্তর কে কোন্ বেশে তথায় অবস্থান করিবেন, এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, যুধিষ্ঠির স্বয়ং কঙ্ক নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক বিরাটসভায় অক্ষক্রীড়াভিজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে এবং ভীম বল্লভ নাম ধারণপূর্ব্বক রাজকীয় মহানসে মল্লযুদ্ধ বিশারদ সূপকাররূপে অবস্থান করিবেন বলিয়া অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃচতুষ্টয় অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী বীরবর অর্জ্জুনের মুখপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাতিশয় কাতর হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন প্রসন্নবদনে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, আমি ক্লীববেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ করিয়া, রাজপুরে বৃহন্নলা নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিব,—কহিব, "আমি পূর্ব্বে দেবী দ্রৌপদীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলাম।" আমি নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যা-বিশারদ, সুতরাং সম্ভবতঃ বিরাট-রাজান্তঃপুরে কন্যাগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইব। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘৃণিতবেশে কোনরূপে একবৎসর অতিবাহিত হইবে।" তদনন্তর অশ্ববিদ্যাবিৎ নকুল এবং গোতত্ত্বজ্ঞ সহদেব মৎস্য-রাজপুরে গ্রন্থিক ও তন্ত্রীপাল নামে মৎস্যরাজের বাজিরাজি ও ধেনু-দলের রক্ষক ও চিকিৎসকরূপে ছদ্মবেশে কালযাপন করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। অবশেষে দ্রৌপদীর বিষয় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরের নয়নে অশ্রুপাত হইল, কহিলেন—"হায়! সহস্র সহস্র

দাসী যাঁহার পরিচর্য্যা করিত, সেই দুঃখানর্হা সুখোচিতা দ্রুপদ নন্দিনী কাহার পরিচারিকা হইবেন!!” পরমগুণবতী কৃষ্ণা স্মিতমধুর বচনে কহিলেন,—“মহারাজ, আমি কেশ-সংস্কার-কুশলা সৈরিন্ধ্রী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার সেবায় নিযুক্ত হইব। আপনারা আমার জন্য কাতর হইবেন না, আপনাদিগের নিকটে অবস্থান করিতে পারিব ইহাই আমার পরম সুখ।” দ্রৌপদীর অবিচলিত সুমধুর বচনাবলি শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডবগণের হৃদয়ে যেন বিষদিগ্ধ শল্য বিদ্ধ হইল,—প্রবল বৈরনির্যাতনস্পৃহায় মুহূর্ত্ত জন্য তাঁহাদের হৃদয় বিদলিত হইল। অনন্তর পাণ্ডবগণ পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডবগণের নিত্য-হিতচিকীর্ষু, সুখে দুঃখে সতত সহগামী, মহাতপা ধৌম্য, অজ্ঞাত-বাসে গমনোদ্যত পাণ্ডবগণকে পরগৃহ-বাসোপযোগী বিনয়, শীলতা, সত্যবাদিতা, প্রভুভক্তি এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিবিধ কল্যাণকর উপদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। মহামতি ধৌম্য তাঁহাদিগের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করিয়া সস্নেহ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন। পাণ্ডবগণের আদেশে পরিচারকগণ ধৌম্যসহ দ্বারাবতী নগরে প্রস্থান করিল। পাণ্ডবগণও অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত হইয়া দ্রৌপদীসহ পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ

তীরবর্ত্তী অতি দুর্গম আরণ্য পথে মৎস্যদেশাভিমুখে গমন করিলেন।

যথাকালে মৎস্যরাজ-পুরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণ আত্মগোপন-বাসনায় স্ব স্ব অস্ত্র শস্ত্র বর্ম্ম ও রথধ্বজাদি এক অত্যুচ্চ শমীবৃক্ষের দুরারোহ শাখায় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং সাধারণের অনুসন্ধিৎসা নিবারণের জন্য উহাতে প্রকাশ্যভাবে এক গলিত শব বন্ধন করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের কুলপ্রথানুসারে উহাতে অশীতিবর্ষবয়স্কা গতাসু জননীকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

শমীবৃক্ষে পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদি রক্ষা।

তৎপরে যুধিষ্ঠির বিপৎকালে ব্যবহারের জন্য আপনাদিগের পঞ্চজনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পঞ্চ গুপ্ত নাম কল্পনা করিয়া, কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে বিরাট নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরে উপনীত হইলে তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল। পাণ্ডবগণ বিরাটরাজভবনে স্ব স্ব অভীপ্সিত পদ প্রাপ্ত হইলেন, দ্রৌপদীও সৈরিন্ধ্রীরূপে রাজাস্তঃপুরে বিরাটমহিষীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর পাণ্ডবগণ এইরূপে প্রতিজ্ঞা পূরণের নিমিত্ত বিরাটনগরে কঠোর অজ্ঞাতবাস-ব্রতাচরণ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে নিরাপদে তাঁহাদের সময় অতীত হইতে লাগিল। আবার

পাণ্ডবগণের সেই তমোময় হৃদয়গগনে আশার মৃত মধুর অরুণচ্ছটা প্রতিভাত হইল। কিন্তু কোন্ স্থান বিঘ্নশূন্য? অবিমিশ্র সুখ কোথায় কবে কে উপভোগ করিতে পায়? অজ্ঞাতবাসকাল অতিক্রান্তপ্রায়, এরূপ সময়ে কীচক নামে দুর্ম্মতি রাজশ্যালক দ্রৌপদীর অবমাননা করিলে দ্রৌপদীর প্ররোচনায় ভীমসেন ক্রোধান্বিত হইয়া কৌশলে কীচককে নিশীথে নির্জ্জন নাট্যশালায় আহ্বান করিয়া বাহুযুদ্ধে তাহার বধ সাধন করিলেন। অনন্তর কীচকের মৃত্যুতে তাহার শোকাভিতপ্ত ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর প্রতি নির্যাতনে প্রয়াস করিলে, মহাবীর ভীমসেন তাঁহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। এই সময়ে ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার আর এক পক্ষ মাত্র অবশিষ্ট ছিল; পাণ্ডবগণ নির্ব্বিঘ্নে ঐ সময় অতিবাহিত করিয়া প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

বিরাটভবনে অবস্থিতি

কীচক বধ।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে দুর্যোধন দেশে দেশে পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ বিশ্বস্ত চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগের কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না। চরগণের সমস্ত অনুসন্ধান বৃথা হইল; অবশেষে তাঁহারা পাণ্ডবগণকে মৃত অথবা শ্বাপদ-ভক্ষিত অনুমান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

সহসা ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা শ্রবণ করিলেন যে, বিরাট-সেনাপতি বীরাগ্রগণ্য কীচক নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সুশর্ম্মা পূর্ব্ববৈরিতা প্রতিশোধের এই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, বিরাটপুরী আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। বিরাটের গোধন হরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সুশর্ম্মা দুর্য্যোধন-সমীপে আগমন করিয়া স্বকীয় মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে, দুর্য্যোধন সোৎফুল্লচিত্তে তাঁহাকে এক বিশাল বরূথিনীর ভার প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা-পরিচালিত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সঙ্গে গোগ্রহণার্থ যাত্রা করিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ কৌরবসেনার সহিত স্বীয় সেনা মিলিত করিয়া বিরাটরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার উত্তর-গোগৃহের গোগণ হরণ করিলেন। বিরাটরাজ পুত্র, ভৃত্য ও অমাত্য সহ বিপুল সেনাসাহায্যে পলায়মান সুশর্ম্মাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিলেন। সুশর্ম্মার সহিত যুদ্ধে মৎস্যরাজ স্বয়ং পরাভূত ও বন্দীকৃত হইলে, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব অসাধারণ বীর্য্য প্রকাশ করিয়া পুনর্যুদ্ধে সুশর্ম্মাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া বিরাটের উদ্ধার সাধন করিলেন। বিরাট ও পাণ্ডবচতুষ্টয়ের অনুগ্রহে সমরনির্জ্জিত সুশর্ম্মা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন; ক্ষোভে সন্তাপে ও লজ্জায় তিনি আর কৌরবগণের সহিত সাক্ষাৎ

সুশর্ম্মার বিরাটরাজ্য আক্রমণ।

করিতেও বাসনা করিলেন না। ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণের অসাধারণ শৌর্য্য সন্দর্শনে মৎস্যরাজ নানা উপহারে, প্রিয় বচনে তাঁহাদিগের সংবর্দ্ধনা করিলেন।

বিরাটরাজের অনুপস্থিতিকালে ত্রিগর্ত্তরাজের পশ্চাদ্‌গামী কৌরবগণ অসহায় বিরাটপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণ গোগৃহ হইতে গোহরণ করিলেন। গোগণ অপহৃত হইলে ভীত ও আর্ত্ত গোপালগণের অনুনয়ে এবং উৎসাহে কিশোরবয়স্ক কুমার উত্তর সেই বিশাল কৌরবসেনার পরাজয়সাধন পূর্ব্বক পিতার গোধন-মোচনে সঙ্কল্প করিলেন এবং পুরবাসিনীগণ-সমক্ষে সাহঙ্কারে কহিলেন—"উপযুক্ত সারথি প্রাপ্ত হইলে, আমি একাকী কুরুসৈন্যগণকে পরাজিত করিতে পারি।"

দক্ষিণ গোগৃহে কৌরবগণ।

কুমারের সগর্ব্ব উক্তি শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী উত্তরের সহোদরা উত্তরার দ্বারা বৃহন্নলাকে সারথ্যগ্রহণে অনুরোধ করিলেন; তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হইল। অনন্তর বিরাটতনয় নগর রক্ষক অবশিষ্ট সেনা ও গোপগণের সহিত বৃহন্নলাচালিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কৌরব-সমরবিজয়ে যাত্রা করিলেন। সমরক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলে, সাগরসদৃশ কৌরবসেনা সন্দর্শন করিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে উত্তরের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল; তিনি ভীত, রোমাঞ্চিত

উত্তরের যুদ্ধে গমন।

ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন—"বৃহন্নলে! কৌরববাহিনী দর্শন করিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, ভয়ে আমার মুখ বিশুষ্ক হইতেছে এবং আমার ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পরিরক্ষিত কৌরবসেনা আক্রমণ করিয়া অগ্নিমুখে শলভবৃত্তি অবলম্বন করিতে আমার আর বাসনা নাই। আমার সমরাভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। অতএব প্রত্যাবর্ত্তন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।" বৃহন্নলা কহিলেন,—"কুমার! যুদ্ধে কাতর হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। আমি কখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না, তোমাকেও অবশ্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।" অর্জ্জুনের কঠোর তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর রথ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে উত্তরকে কেশে ধারণ করিলেন। উত্তর মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে অর্জ্জুন হাস্য করিয়া কহিলেন—"কুমার! তবে তুমি আমার সারথি হও, আমি স্বয়ং রথী হইয়া কৌরব-চমূর পরাজয় সাধনপূর্ব্বক তোমার গোধন মোচন করিতেছি।" উত্তর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া অর্জ্জুনের নির্দেশক্রমে শমীবৃক্ষাভিমুখে রথ চালিত করিলেন।

দূর হইতে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ বীরগণ সেই বিলম্বিতবেণী স্ত্রীবেশধারী অথচ মহাতেজস্বী বৃহন্নলার সাহস ও গতিবিধি দর্শনে চিন্তা করিলেন, অর্জ্জুন ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় বীর

আর কে আছে, যে একাকী এই কৌরববাহিনীর সহিত সংগ্রামে সাহস করিবে? নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি অর্জ্জুন—ত্রয়োদশ-বর্ষ-শেষে অদ্য রণতৃষ্ণার শান্তি করিতে আসিয়াছেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, কৌরবগণ দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া, তন্মধ্যে সুরক্ষিত স্থানে বিরাটের গোধনসহ দুর্য্যোধনকে স্থাপন পূর্ব্বক, সেই শমী-বৃক্ষাভিমুখে প্রস্থিত যোদ্ধার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কৌরবগণের চিন্তা।

শমীবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুন উত্তরের সাহায্যে বৃক্ষ হইতে স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র বর্ম্ম এবং রথধ্বজাদি অবতারিত করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। অনন্তর তিনি বিরাটগৃহে ছদ্মবেশী ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়া, উত্তরকে বিস্মিত ও মোহিত করিয়া কহিলেন—"চল কুমার, আমি স্বয়ং অর্জ্জুন,—চল—যে বল-প্রভাবে আমি দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায় ক্রুদ্ধ অমর্ষ-পরায়ণ রাজগণকে একাকী পরাজিত করিয়াছিলাম, যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া দিগ্বিজয়কালে রাজগণকে রণবিমুখ করিয়াছিলাম, যে শৌর্য্য-প্রভাবে কাম্যকারণ্যে যুদ্ধদুর্ম্মদ গন্ধর্ব্বগণকে পরাভূত করিয়া দুর্য্যোধনের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলাম, অদ্য সেই শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া, কুরুপ্রবীরগণ-রক্ষিত এই বিশাল অনীকিনী বিমথিত করিব; সমরকালে তোমাকে সর্ব্বথা রক্ষা করিব।

অর্জ্জুনের রণসজ্জা।

চল, চিন্তা কি? ত্রয়োদশ বৎসর যে যাতনা সহ্য করিয়াছি, আজ তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইবে!"

তখন অর্জ্জুন, রণবেশে সজ্জিত হইয়া, রথচূড়ায় স্বীয় বানরাঙ্কিত ধ্বজ স্থাপন পূর্ব্বক রথপ্রস্থে সমাসীন হইলেন।

অর্জ্জুনের কৌরব সৈন্য আক্রমণ।

উত্তরের বিচিত্র সারথ্যগুণে তাঁহারা স্বল্পকাল মধ্যেই কৌরবসেনার সম্মুখীন হইলেন,—বীরবর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধনুতে মৌর্ব্বী আরোপণ পূর্ব্বক টঙ্কার শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া গম্ভীরস্বনে শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই গভীর সর্ব্বলোক-পরিচিত জ্যা-নির্ঘোষ, এবং শঙ্খস্বন শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ বুঝিল,—অদ্য প্রমাদ উপস্থিত, একাকী অর্জ্জুন দাবাগ্নির ন্যায় কৌরবসৈন্যারণ্য দহনে উদ্যত হইয়াছেন! তাহারা সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়াও মহাবীরগণের সৈনাপত্যে অতি ক্লেশে স্থির হইয়া রহিল।

ভীষণবেগে অর্জ্জুনের রথ কুরুসৈন্য ভেদ করিয়া অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল; কৌরব-সেনানীগণ

কুরুবীরগণের পরাজয়।

দুর্দ্দমবেগে আক্রমণ করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ-বিমুখ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হইল না। অগ্নিচক্রতুল্য ভ্রাম্যমাণ রথে সমাসীন হইয়া অর্জ্জুন, নিশিত শরজালে সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য আলোড়িত এবং রথিগণকে সমর-বিমুখ করিলেন। মত্ত বারণ

তুল্য পরাক্রান্ত রথিগণ শরাঘাতে বীরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হতাহত সৈন্যে, হস্ত্যশ্বে এবং আর্ত্তচীৎকারে রণস্থল অতি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ, ভীমবলে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু যেরূপ বেলাভূমি সাগরোচ্ছ্বাসকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অবিচলিত ধৈর্য্য, অসামান্য শিক্ষা এবং অপূর্ব্ব হস্তলাঘব সহকারে মুহুর্মুহুঃ প্রখর শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক গরীয়ান্ কুরুবীরগণকে প্রতিহত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া, সংহারমূর্ত্তি অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইতে লাগিলেন। সহসা অর্জ্জুনের আদেশে উত্তর রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। অর্জ্জুন যুদ্ধক্লান্ত হইয়া পলায়ন করিতেছেন মনে করিয়া, কৌরবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; সৈন্যগণ মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না। ক্ষণকাল পরে আবার সেই রথ ভীষণবেগে ব্যূহের অন্তভাগ ভেদ করিয়া একেবারে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যে সুদারুণ দ্বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তাহাতে দুর্য্যোধন পরাজিত হইলেন। অর্জ্জুন দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, দুর্য্যোধন আহত সর্পতুল্য দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বন্দী গোপগণ

কুরুসৈন্যগণের পলায়ন ও গোধন মুক্তি।

অর্জ্জুনরক্ষিত হইয়া ব্যূহমধ্যগত গোগণকে বিরাটপুরাভিমুখে চালিত করিল। কুরুসৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইল।

রণজয়ী অর্জ্জুন পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্রাদি গোপন করিয়া উত্তরসহ বিরাটপুরে প্রত্যাগত হইলেন ; বিরাট-রাজ উত্তরের সংবর্দ্ধনা করিয়া রণজয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুনের উপদেশানুসারে উত্তর কহিলেন,—এক অমিতবলশালী দেবকুমার কৌরবসৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহার গোধন উদ্ধার করিয়াছেন।

পাণ্ডবগণের আত্ম-প্রকাশ।

অনতিকাল পরে একদা শুভদিনে কৃষ্ণাসহ পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিলেন। বিরাটের অনুপস্থিতিকালে, যুধিষ্ঠির রাজবেশ পরিধান পূর্ব্বক তদীয় সিংহাসনে, উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার বামভাগে দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা আসন পরিগ্রহ করিলেন। পার্শ্বে ভ্রাতৃগণ ছত্রদণ্ডচামর-হস্তে, দণ্ডায়মান হইলেন এবং সম্মুখে কুমার উত্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিরাট তথায় উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবগণের এবং উত্তরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব আচরণ অবলোকনে ব্যথিত ও রুষ্ট হইলেন। অনন্তর কুমার উত্তরের বচনে তাঁহার বিস্ময় অপনীত হইলে, তিনি উল্লাসসহকারে, পরম সমাদরে পাণ্ডবগণের সম্মাননা করিলেন ; পাণ্ডবগণও প্রীতি-সম্ভাষণে বিরাটরাজকে

আপ্যায়িত করিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া দ্বারকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং সাত্যকিপ্রমুখ যদুবীরগণ, সুভদ্রাসহ অভিমন্যু, এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অনুচরগণ সমভিব্যাহারে বিরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর বিরাটের প্রার্থনানুসারে পাণ্ডবগণ অভিমন্যুর সহিত বিরাটকুমারী উত্তরার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া মৎস্যরাজের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিরাটসভায় যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—যুধিষ্ঠির-
সমীপে সঞ্জয়ের আগমন—শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য—
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধোদ্যোগ।

বিবাহোৎসবের অবসান হইলে পাণ্ডবগণ হিতজিজ্ঞাসু হইয়া বিরাটভবনে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ ও বিরাট-প্রমুখ মহাসত্ত্বগণ উপস্থিত ছিলেন। কপটাচারী কৌরবগণের সহিত অধুনা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হিতকর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবগণকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত

বিরাট সভায় যুদ্ধ-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণাদির উপদেশ।

সন্ধি করিতে উপদেশ দিলেন,—কহিলেন "দুর্য্যোধন কপটাচারী হইলেও, যাহাতে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য; যুদ্ধের পরিণাম অতি শোচনীয়; অতএব সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব-সভায় দূত প্রেরিত হউক।" বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন; কিন্তু সাত্যকি ও রাজা দ্রুপদ যুদ্ধার্থ পরামর্শ দিয়া বলিলেন—"কপটাচারীর সহিত সন্ধির প্রয়োজন নাই, অবিবেকী দুর্য্যোধন কথনই পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদানে সম্মত হইবে না।" শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বাক্যের সম্যক্ প্রতিবাদ করিয়া সংগ্রাম অপেক্ষা সন্ধির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক, কহিলেন—"কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই আমাদের প্রিয়, কেহ কখনও আমাদিগের অমর্য্যাদা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত সর্ব্বথা অনুচিত। আমরা এস্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছি, বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে আমাদের স্ব স্ব গৃহে গমন করাই উচিত। যদি সন্ধিস্থাপন না হয়, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পরে আমাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিবেন।" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরাজ কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইয়া পরিজন সমভিব্যাহারে দ্বারকা প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা প্রস্থান।

পাণ্ডবগণ জানিতেন, ক্রূরবুদ্ধি আজন্মলুব্ধ কৌরবগণ

কখনই সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে কুরুসভায় দূত প্রেরিত হইল। পাণ্ডবগণ বিরাটভবনে অবস্থান করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া নানা স্থান হইতে তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবগণ অন্যান্য রাজগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন, নানা যুদ্ধোপকরণও সংগৃহীত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন দ্বারকা গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কৌরব-সমরে আপনাদিগের সহায় হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ দিবস একই সময়ে দুর্য্যোধনও শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যলাভার্থ তৎসমীপে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই সাহায্যদানে স্বীকৃত হইলেন, বলিলেন "এক পক্ষে আমি স্বয়ং নিরস্ত্র ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করিব। পক্ষান্তরে আমার সমগ্র নারায়ণী সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিবে, এতদুভয়ের মধ্যে আপনাদের যিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি ;—অর্জ্জুন বয়ঃকনিষ্ঠ, অতএব অগ্রে অর্জ্জুনের প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে রণবিমুখ জানিয়াও, তাঁহাকেই কৌরবসমরে সহায়স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন, কহিলেন,—"আপনি কৌরবসমরে আমার সারথি হইবেন,

অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সাহায্য প্রার্থনা।

ইহাই আমার প্রার্থনা।" বাসুদেব হাস্য করিয়া কহিলেন, "পার্থ তুমি বীরপুরুষ, এ স্পর্দ্ধা অসঙ্গত নহে, তাহাই হইবে।" শ্রীকৃষ্ণ কৌরব সমরে অস্ত্র ধারণ করিবেন না জানিয়া, কুরুরাজ হৃষ্টচিত্তে নারায়ণী সেনা গ্রহণে সম্মত হইলেন। দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন কালে দুর্য্যোধনের সহিত পথিমধ্যে মদ্ররাজ শল্যের সাক্ষাৎ হয়; শল্যরাজ ভাবী কৌরবসমরে যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ গমন করিতে ছিলেন, দুর্য্যোধনের বিনয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহারই পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠির সমীপে দূত রূপে সঞ্জয়ের গমন।

যুধিষ্ঠির-প্রেরিত দূত হস্তিনায় উপস্থিত হইলে, কুরুপ্রবীরগণ সন্ধির জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন; কিন্তু বলদৃপ্ত দুর্য্যোধন দুঃশাসন ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাতও করিলেন না। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের মনোভাব সবিশেষ অবগত হইবার জন্য সঞ্জয় নামক এক সুবুদ্ধি দূতকে প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয় বিরাটসভায় উপস্থিত হইয়া দুর্য্যোধনকৃত কার্য্যের কোন বিশেষ সমালোচনা অথবা উল্লেখ না করিয়া, পাপ ও নরকের কথা এবং নানা উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধবিরত করিতে চেষ্টা করিলেন। স্পষ্টই বলিলেন "যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা পাঞ্চাল অথবা বৃষ্ণিকুলে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করাও পাণ্ডবগণের পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

যুধিষ্ঠির সঞ্জয়-বাক্যের কোন বিশেষ উত্তর প্রদান না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"সর্ব্বধর্ম্মবিৎ, কর্ম্মকুশল শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" অনন্তর মহামতি শ্রীকৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠিরের অবিচলিত রাজধর্ম্ম এবং ক্রূরবুদ্ধি দুর্য্যোধনের পাণ্ডবগণ প্রতি আশৈশব অত্যাচার বর্ণন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"হে সঞ্জয়, জানিও পাণ্ডবগণ কখনও পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার সাধনে বিমুখ হইয়া অধর্ম্ম-ভাগী হইবেন না। কৌরবগণ মূঢ়বুদ্ধি এবং ধর্ম্মের কঞ্চুকধারী মাত্র। যখন দুর্ম্মতি দুঃশাসন প্রকাশ্য সভাস্থলে একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি অকথ্য অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রমুখ কুরুবৃদ্ধগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বিদুর ও বিকর্ণ ব্যতীত কেহই সেই পাশব কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই। তুমিও তখন তথায় উপস্থিত ছিলে, কিন্তু তৎকালে উভয় পক্ষের হিতকর বাক্য তোমার মুখ হইতে নির্গত হয় নাই। কৌরবগণ দস্যু মাত্র, দস্যুতা দ্বারাই পাণ্ডবগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে,—পাণ্ডবগণ দস্যুর সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া পিতৃরাজ্যের উদ্ধারে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। যাও সঞ্জয়, তুমি পাণ্ডবগণের মনোরথ অবগত হইলে,—এক্ষণে তোমার প্রভুর নিকট সমস্ত নিবেদন করিও, এবং বলিও যে, পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদানে

সঞ্জয় প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য।

অসম্মত হইলে অবশ্যই কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে।" তখন যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে ভীত ও লজ্জিত দর্শন করিয়া মধুর বচনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "অৰ্দ্ধরাজ্য দূরের কথা, পঞ্চগ্রামমাত্র প্রাপ্ত হইলেও আর আমরা অনর্থক যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহি, এ বিষয় তুমি দুর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রাদিকে বিজ্ঞাপন করিবে।" অনন্তর সঞ্জয় কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদিকে আমন্ত্রণ করিয়া সলজ্জচিত্তে হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া কৌরবগণ-সমীপে বিরাটসভার সমস্ত বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের পঞ্চগ্রাম প্রার্থনার বিষয়ও উল্লেখ করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "হয় সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হউন, নচেৎ কুলক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।" ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাপ্রাজ্ঞগণ দুর্য্যোধনকে বিবিধ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, সমর-সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে প্রয়াস বিফল হইল। পাণ্ডবগণের প্রতি আজন্ম-বদ্ধবৈর—লুব্ধ মদোন্মত্ত দুর্য্যোধনের হৃদয়ে সে সমস্ত হিতবচন অণুমাত্র স্থান পাইল না।

শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য।

অনন্তর কতিপয় দিবস পরে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অনুরোধে লোকক্ষয়-নিবারণ-মানসে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সন্ধি-স্থাপন-বাসনায় সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি জানিতেন, দুর্য্যোধন কদাচ সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত

করিবেন না ; বরং কুরুসভায় তাঁহার বিলক্ষণ অবমাননা করিতে চেষ্টা করিবেন। তথাপি তিনি উভয় পক্ষের হিতসাধনোদ্দেশে স্বীয় সাধু সঙ্কল্প হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। যাঁহারা আদর্শ মহাপুরুষ, তাঁহারা লোকহিতার্থ আপনার শুভাশুভের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না। কোনরূপ বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যবিমুখ বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন-কালে জনপদবাসিগণ, নিদাঘান্তে স্নিগ্ধ-শ্যামকান্তি নবাম্বুদ দর্শনের ন্যায়, রথারোহী বাসুদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন। বৃকস্থল নামক স্থানে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইলে, ঐ স্থানে বিরচিত পটমণ্ডপমধ্যে সহচর সহ শ্রীকৃষ্ণ রজনী যাপন করিলেন।

বৃকস্থলে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনাদি কুটিলমতি কৌরবগণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য অভ্যর্থনার্থ বিপুল আয়োজন করিবার আদেশ করিলেন। ধীমান্ বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের হৃদ্‌গত ভাব অবগত হইয়া কহিলেন—

কৌরবগণের যুক্তি, বিদুরের উপদেশ।

'লোকোত্তর শ্রীকৃষ্ণ সুখ দুঃখে নির্ব্বিকার, সৎকার বা অসৎকার যাহাই করুন, তিনি সতত অবিচলিত ; তিনি যে বিষয় অনুষ্ঠেয় ও কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করেন, সহস্র সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে না। পাণ্ডবগণ

পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আপনি তাহা প্রদানেও অসম্মত, অথচ এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে মহার্হ রত্নাদি উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বুঝিলাম আপনার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধন নহে, তাঁহাকে পাণ্ডবগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই আপনাদের অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি ভেদবুদ্ধিবিরহিত, নির্লোভ ও পরম ধার্ম্মিক। আপনারা এইরূপ অসাধু চেষ্টা না করিয়া, মহাত্মা বাসুদেব যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে স্বীকৃত হইলেই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রীতি সম্পাদন করা হইবে।" বিদুরের বাক্যে আত্মনির্ব্বুদ্ধিতা অবগত হইয়া দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক বন্দী করিবার কল্পনা করিলেন। ভীষ্ম ও বিদুরাদি মহানুভবগণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন— "বৎস, শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ-বহ্নিতে পতঙ্গতুল্য দগ্ধ হইবার উদ্যোগ করিও না। শ্রীকৃষ্ণকে বলে বা কৌশলে পরাভূত করিতে পারে, এমন লোক জগতে নাই। তুমি এরূপ কল্পনা মনেও স্থান দিওনা।"

রজনী প্রভাত হইলে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ প্রভূত সমারোহ সহকারে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বিজয়বাদিত্র-রবে, নাগরিকগণের জয়শব্দে ও স্তুতিবচনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রাসাদদ্বারে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন প্রভৃতি

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-প্রবেশ ও অভিনন্দন।

ব্যক্তিগণ যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণকে অভিনন্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিশাল হর্ম্ম্যতলে মহার্হ সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণান্তে কৌরবগণ প্রদত্ত সামান্য মাত্র পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়া, ভোজন ও নিশা-যাপনের জন্য বিদুরের গৃহে গমনার্থ উদ্যত হইলেন। গমন-কালে দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণকে তৎপ্রদত্ত অন্নপানীয়াদি আতিথ্য-পরিহার করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ অম্লানবদনে কহিলেন,—"আপনার প্রদত্ত আতিথ্য প্রীতির নহে, এবং আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত নহি; বিশেষতঃ আমি যে, কার্য্যে আগমন করিয়াছি, তাহা সফল না হইলে আপনার অন্ন গ্রহণ করিতে পারি না; জানিবেন, আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সতত অক্ষম।" শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনাদি বিমনায়মান হইলেন।

বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও সাত্যকির হস্তধারণ পূর্ব্বক সানন্দে বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। বিদুর লোকপতি শ্রীকৃষ্ণের যথাসাধ্য আতিথ্যসৎকার করিলেন। রজনীকালে বিদুর শ্রীকৃষ্ণের সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায় বুঝিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কুরুকুলের শান্তি বিধানের নিমিত্ত, লোকক্ষয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই দৌত্যকার্য্য পরিগ্রহণ করিয়া কৌরবসভায় আগমন করিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণও বিদুরের নিকট

অবগত হইলেন যে, তিনি অতি বিপজ্জনক কার্য্যে আগমন করিয়াছেন, কারণ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাঁহার সহিত সাধুজন-বিগর্হিত ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। নানা সদালাপে রজনী অতিবাহিত হইল। প্রভাতে দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদি বিদুর-ভবনে আগমন পূর্ব্বক, প্রভূত সমাদর সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনার সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। পরম তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও সাত্যকির হস্তধারণ পূর্ব্বক, সেই অতি রমণীয় মহেন্দ্রসভাতুল্য কৌরবসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন।

কুরুসভায় কৃষ্ণের বক্তৃতা।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সভাস্থল নীরব হইলে, বাক্যকোবিদ বাসুদেব জলদগম্ভীর স্বরে স্বীয় দৌত্যের অভিপ্রায় প্রকটিত করিলেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"রাজন্, আপনার পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণ আপনার সমান স্নেহের পাত্র; অতএব যাহাতে দারুণ অনর্থকর জ্ঞাতিবিরোধ সঙ্ঘটিত না হয়, তাহার যত্ন করুন। আজন্মক্লিষ্ট, নির্ব্বাসনপ্রপীড়িত পাণ্ডবগণকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাদিগের প্রাপ্য ভূখণ্ড প্রদান করুন। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মিলনে জগতের সুমহান্ উপকার সাধিত হইবে। পাণ্ডবগণ চিরবিনয়ী, অসূয়াবিহীন এবং শৈশবাবধি আপনার আজ্ঞাধীন; তাঁহারা রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেও চিরদিন পুত্রবৎ আপনার আজ্ঞাধীন থাকিবেন। আপনার

পুত্রগণ তাঁহাদের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছে, জতুগৃহ-দাহ, দ্রৌপদীর অবমাননা, এবং শঠতাকৃত নিদারুণ ত্রয়োদশ-বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসনে আপনার পুত্রগণের যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, পাণ্ডবগণকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রদান করিয়া, সে পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করুন। নচেৎ মহা অনর্থ সাধিত হইবে জানিবেন; অত্যাচারপ্রপীড়িত পাণ্ডব-গণও দুর্ব্বল নহেন, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহারাও পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার সাধনে বিমুখ হইবেন না। অতএব শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন করুন, ক্রোধ মাৎসর্য্য বিহীন হইয়া আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিয়া প্রস্তাবিত সন্ধি-ব্যাপারে সম্মত হউন।"

শ্রীকৃষ্ণের দুর্য্যোধনের প্রতি উপদেশ।

শ্রীকৃষ্ণের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া সভাস্থল প্রীত, মোহিত ও নীরব হইয়া রহিল। ধৃতরাষ্ট্র উত্তর করিলেন—"পুত্র আমার বশবর্ত্তী নহে, আপনি স্বয়ং তাহাকে উপদেশ প্রদান করুন।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রিয় ও হিতবাক্যে, দুর্য্যোধনকে সন্ধির পক্ষ-পাতী করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সে মদমত্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের শুভকরী বাণী স্থান পাইল না; প্রত্যুত দুর্য্যোধন সাহঙ্কারে কহিলেন—"বাসুদেব! প্রাণ থাকিতে আমি কদাপি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব না; পাণ্ডবগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দ্যূতে সর্ব্বস্বান্ত ও বনবাসী হইয়াছিলেন; এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ

কি ? আমরা ক্ষত্রিয়, উদ্যোগী এবং যুদ্ধসমর্থ ; অতএব যুদ্ধে ভীত হইব কেন ? যুদ্ধে মরণও শ্রেয়ঃ তথাপি অবনত হইব না। হে কৃষ্ণ ! সঞ্জয়মুখে প্রার্থিত পঞ্চগ্রাম দূরের কথা, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগে যে পরিমাণ ভূমি ভেদ করা যায়, বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে তাহার অর্দ্ধেকও প্রদান করিব না।"

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বাসুদেব ক্রোধসংরক্ত নয়নে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দুর্য্যোধন, স্থির হও, পাণ্ডবগণকে আশৈশব নৃশংসভাবে প্রপীড়িত করিয়া, তাঁহাদিগকে কপটদ্যূতে নির্ব্বাসিত করিয়া দস্যুর ন্যায় তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, তোমার ন্যায় মূঢ়াত্মার এ গর্ব্ব উপস্থিত হইতে পারে, তোমার ন্যায় আজন্ম নৃশংসকার্য্যে প্রবৃত্ত, কুমন্ত্রিপরিচালিত উন্মার্গগামীর এ গর্ব্ব অনুপযুক্ত নহে। কিন্তু জানিও, এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে ; জানিবে অচিরকাল মধ্যে তোমার এ অধর্ম্মার্জ্জিত বিশাল রাজ্য পাণ্ডবগণের অধিকৃত হইবে। জানিও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অচিরকাল মধ্যেই তুমি তোমার সুহৃদ্‌গণসহ চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইবে।" শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কারবাক্যে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধচিত্তে সভা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন, তাঁহার সহচরগণও তাঁহার সহিত সভা পরিত্যাগ করিল। গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রাদি কুরুবৃদ্ধগণকে কহিলেন,"মহান অনর্থ উপস্থিত

শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার

হইবার আর বিলম্ব নাই, এক্ষণে আপনারা দুর্য্যোধন এবং তাঁহার কুমন্ত্রিগণকে বন্দী করিয়া, রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না করিলে, কিছুতেই কুরুকুলের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা নাই। ভীষ্ম, বিদুর ও দ্রোণাদি এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র নীরব হইয়া রহিলেন।

এদিকে দুর্য্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি কুচক্রিগণ সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিয়া রাখিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিল। ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি তাহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে সভাদ্বারে সশস্ত্র রথ রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া সভাপ্রবেশ পূর্ব্বক বিদুরকে দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতির পাপসংকল্প অবগত করিলেন। বিদুর সভাস্থলে স্পষ্টভাবে দুর্য্যোধনের অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন।

বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, অনুমতি প্রদান করুন, হয় আপনার পুত্রগণ আমাকে নিগৃহীত করুক, নচেৎ আমি তাহাদিগকে নিগৃহীত করি। আমি এখনই তাহাদিগের সমুচিত শাসন করিতে পারি। যাহা হউক, আপনার পুত্রগণের যাহা অভিলাষ তাহাই করুক, আমি প্রস্তুত আছি।" সভাস্থল সন্ত্রস্ত, নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আর সে সভায়

অবস্থান না করিয়া, সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্তধারণ পূর্ব্বক, সভাদ্বারে রথারোহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রথারূঢ় হইলে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ও কৃপের সমভিব্যাহারে তৎসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, স্বকীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া নানা কথা কহিলেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত কৌরব এবং আচার্য্য-মণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"কুরুসভা মধ্যে যেরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইল, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন রোষভরে অশিষ্টের ন্যায় যেরূপ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিল, এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে যেরূপ ক্ষমতাবিহীন বলিয়া বর্ণন করিলেন, আপনারা তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন; এক্ষণে আমি যুধিষ্ঠির সন্নিধানে গমন করিতেছি।" এই বলিয়া কৌরবগণের প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে কৌরবগণের সমক্ষেই কুন্তীদেবীর ভবনে প্রবেশ করিলেন। পরে পিতৃস্বসার চরণে প্রণত হইয়া কৌরব-সমরের অনিবার্য্যতা বিবৃত করিলেন। অনন্তর কহিলেন,—"দেবি, এক্ষণে আমি আপনার পুত্রগণের নিকট গমন করিতেছি, ভাবী যুদ্ধে আপনি তাঁহাদিগকে কি উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা বিবৃত করুন। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তেজস্বিনী কুন্তী যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা বীরাঙ্গনা এবং বীরপ্রসবিনীর উপযুক্ত। তিনি

কুরুসভা হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

কুন্তীর আলয়ে গমন

কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে তাহার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণোচিত ধীরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ কৌরবযুদ্ধে সতত উদ্যোগী হইতে কহিবে। শৌর্য্য, বীর্য্য ও মনস্বিতা অবলম্বন করিয়া আমার পুত্রগণ যেন যথাসাধ্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি কুন্তীর বাক্য।

যেন তাহারা তেজঃপ্রভাবে অধর্ম্মরাজ্য ধ্বংশ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে যত্নশীল হয়। বৎস! আমার সেই আজন্মক্লিষ্ট, নির্ব্বাসিত অত্যাচার-পীড়িত পুত্রগণকে বলিও, যেন তাহারা তাহাদের সেই পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রপ্রস্থের তাদৃশ রাজ্যসুখ, সেই দিগন্ত প্রসারিত গৌরব, রাজসূয়ের তথাবিধ অসীম গরিমা, এবং অধুনাতন দৈন্যদশা স্মরণ করিয়া, পাপিষ্ঠ কৌরবগণের হৃদয়শোণিত-পাতে হৃদয়নিহিত যাতনানল নির্ব্বাপিত করিতে সচেষ্ট হয়। বলিও, যে, চিরকাল ধূমায়িত থাকা অপেক্ষা নিমেষের জন্যও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ; বলিও যে, নিন্দিত জীবনের ভারবহন করা অপেক্ষা তাহা বিসর্জ্জন দেওয়াই উচিত। বলিও, যেন তাহারা প্রাণপণে অরাতি-বিনিপাতে অগ্রসর হয়,—বলিও, যেন তাহারা যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার আমার চরণে প্রণত হয়; নতুবা যেন ভীষণ আহবে বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে। যদি ঈশ্বরের তাহাই অভিপ্রেত হয়, তাহাতেই অভাগিনী ক্ষত্রিয়-জননী পরমসুখ বোধ করিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার পুত্রগণ অবশ্যই

কৌরব সমরে জয় লাভ করিয়া সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে পারিবে।"

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিরাট-নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বকীয় দৌত্যের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাণ্ডবগণ সমীপে সবিস্তারে বর্ণন করিলেন।

অনন্তর ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল। সাত্যকি, দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ, চেকিতান, ধৃষ্টকেতু, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রভৃতি ভীমবিক্রম সেনানীগণের অধিনায়কতায় পাণ্ডবপক্ষে সমাগত পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় সোমক ও মৎস্যপ্রমুখ সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমরার্থ সজ্জিত হইল। সেই সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সজ্জীভূত হইয়া কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তরের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

অনন্তর সমরশাস্ত্র-বিশারদ মহামতি শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যবেক্ষণে সমবেত পাণ্ডব সৈন্যসামন্তগণের জন্য হিরণ্বতী নদীর তীরে শত সহস্র শিবির সংস্থাপিত হইল। তথায় চিকিৎসকগণের জন্য নানা স্থানে শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, যন্ত্র, অস্ত্র, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার উপকল্পিত হইল। শিবির সন্নিবেশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্রোতস্বতীর বারিসাহায্যে সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে গভীর দুর্লঙ্ঘ্য মৃণ্ময় প্রাকার-রক্ষিত পরিখা প্রস্তুত করাই-

পাণ্ডবসেনাগণের কুরুক্ষেত্রে সমরাভিযান।

লেন। সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনার পরিচালন ভার সপ্তজন যুদ্ধদুর্ম্মদ অধিনায়কের উপর সমর্পিত হইল এবং তাঁহাদের পরিচালন ভার সমরশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর সমর্পিত হইল। রাজা যুধিষ্ঠির অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল সৈন্যগণ, দ্রৌপদী এবং অনুচরবৃন্দসহ উপপ্লব্য নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—উপপ্লব্যনগরে পাণ্ডবশিবিরের ভার প্রধানতঃ তাঁহার উপরই সমর্পিত ছিল।

অনন্তর ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবীরগণের অধিনায়কতায় মহীপতি দুর্য্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা পর্ব্বকালীন সমুদ্রতুল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইল।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন মহাসত্ত্ব ভীষ্মকে কৌরববাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণে অনুরোধ করিলে ভীষ্মদেব কহিলেন, "মহারাজ আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি সমরে প্রতিদিন অসংখ্য বিপক্ষ সেনা বিনাশ করিতে অসমর্থ নহি। কিন্তু আমি পলায়িত, আর্ত্ত, ভীত বা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে কদাচ অস্ত্রাঘাত করিব না, অতঃপর তিনি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কৌরব ও পাণ্ডবগণের রথাতিরথ প্রভৃতি বর্ণনাবসরে কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে কর্ণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আপনি যাবৎ কৌরব-

ভীষ্মের কৌরব সৈনাপত্য গ্রহণ।

সমরে ব্রতী থাকিবেন, তাবৎ আমি অস্ত্র গ্রহণ করিব না।” কর্ণের সে প্রতিজ্ঞা মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই। যতদিন ভীষ্ম জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি রণপরাঙ্মুখ হইয়া শিবিরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

অনন্তর সেই একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরবসেনা কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া শিবিরে সসজ্জ হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভীষ্মের কৌরব-সেনাপতিত্ব—দশদিনব্যাপী সংগ্রাম—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভীষ্ম বধ।

অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিশাল চতুরঙ্গিণী সেনা ব্যূহিত এবং মহারথগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত রণক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইল। কাঞ্চন-মণি-ভূষিত সহস্র সহস্র ধ্বজ-পট জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রথোপরি দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেনাগণের কোলাহলে, বাহনগণের গর্জ্জনে এবং রণবাদ্যের গভীর নিক্কণে সেই বিশাল সেনা বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র সদৃশ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সেনার আগমন।

ক্রমে উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সমরার্থ অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুনের নিদেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বিচিত্র চতুরশ্ববাহিত স্যন্দন কৌরব সেনাভিমুখে চালিত করিলেন। বীর-বর অর্জ্জুন সেই সুদারুণ সমরস্থলে ভীষ্ম দ্রোণ-প্রমুখ গুরুজন এবং অসংখ্য জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বন্ধুগণকে সন্দর্শন করিয়া বিমনায়মান হইলেন,—তাঁহার সে তেজঃপূর্ণ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া শোকের তরঙ্গ উত্থিত হইল। আশৈশব কৌরবগণের অত্যাচার-নিপীড়িত হইয়া অদ্য এই সমরক্ষেত্রে যে সুদারুণ হৃদয়-বেদনার উপশম করিতে আগমন করিয়াছেন, রণস্থলে গুরুজন এবং স্বজনগণকে দর্শন করিয়া তাহা শত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি শোকে আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, "সখে! আমি সংগ্রামে এই সকল গুরুজন, জ্ঞাতিবর্গ ও সুহৃদ্-গণকে বিনাশ করিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য ও সম্পত্তি লাভ করিতে অভি-লাষ করি না; ইহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় তীব্র যাতনায় ক্ষুব্ধ হইতেছে; অহো! আমরা সামান্য রাজ্য-সুখ-লাভের আকা-ঙ্ক্ষায় স্বজনবধে প্রবৃত্ত হইয়াছি! ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিয়া আমরা কদাচ সুখী হইতে পারিব না। অতএব আমাদের যুদ্ধে বিরত হওয়াই উচিত। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কদাচ জ্ঞাতিবধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।"

অর্জ্জুনের বিষাদ।

তখন পরমধর্ম্মবিৎ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মের অতি গভীরতম তত্ত্ব উদ্ঘা-

টিত করিয়া, চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়া, প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ, জগতে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব, মানবজীবনের নশ্বরত্ব, আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়া, অমৃতময় বচনে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, অর্জ্জুনকে সুমহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া কম্পিতহৃদয়, স্তব্ধ ও মুহ্যমান বীরবর অর্জ্জুন, রোমাঞ্চিত, বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মোহান্ধকার বিদূরিত হওয়ায় চিত্ত শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মের মহিমাময় জ্যোতিতে উদ্ভাষিত হইল,—তিনি পুনরায় কৌরবগণকে ধর্ম্মযুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন পুনরায় বাসুদেবচালিত রথ প্রবল বেগে কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে অতি ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধারম্ভ।

মহাবীর ভীষ্মদেব দশদিন কৌরবগণের প্রধান সেনাপতিত্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, বহুল সেনা সংহার পূর্ব্বক অবশেষে সমরশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতিত্বকালে কৌরবপক্ষে অন্যায় যুদ্ধের লেশ মাত্র হয় নাই, এবং উভয় পক্ষীয় বীরবৃন্দ সকলেই যুদ্ধে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন; পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ রাজা যুধিষ্ঠিরের, এবং কৌরবপক্ষীয়গণ, যুদ্ধে অশ্রান্ত চির-নির্ভীক মহারাজ দুর্য্যোধনের উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া অসাধ্যসাধনে প্রয়াস পাইয়াছিল।

প্রথমদিনের যুদ্ধে বিরাটপুত্র শ্বেত অতুল শৌর্য্যপ্রকাশ করিয়াও ভীষ্ম-হস্তে সমরে নিহত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সপুত্র কলিঙ্গরাজ ভীম কর্ত্তৃক নির্জ্জিত এবং নিহত হন। পরে ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু এবং সাত্যকি ভীষ্মকে নিপীড়িত করিলে কৌরবসৈন্যের পরাজয় হইল।

যুদ্ধবিবরণ।

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে হিড়িম্বাগর্ভজাত ভীম-পুত্র মহাবীর, ঘটোৎকচ সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া কৌরব-সৈন্য বিদ্রাবিত করেন। ভীষ্মদেব ক্রোধান্ধচিত্তে অলাতচক্রের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে করিতে অগণ্য পাণ্ডবসৈন্য এবং মহারথগণকে বিনাশ করেন। যুদ্ধে প্রথমতঃ অর্জ্জুন, ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াও, পিতামহবধভয়ে রণশৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনায় ভীমবলে মহারথগণকে নিরাকৃত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

রজনীপ্রভাতে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সিংহশাবক তুল্য মহাতেজস্বী অভিমন্যু ভীষ্মরক্ষিত কৌরবব্যূহ ভেদ করিয়া ভূরিশ্রবা, কর্ণ, কৃপ, চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণকে পরাভূত করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ অভিমন্যু-বধে প্রযত্ন করিলে অর্জ্জুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডববীর প্রবরগণ আততায়িগণকে পরাস্ত করিয়া অভিমন্যুকে রক্ষা

করিলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধনের গজসৈন্য প্রমাথিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অনেককেই যমসদনে প্রেরণ করিলেন। সে দিনও পাণ্ডবগণ বিজয়ী হইলেন।

পঞ্চমদিবসের যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় ভূরিশ্রবার হস্তে সাত্যকির পুত্র নিহত হইলেন। ঐ দিনের যুদ্ধে কোন পক্ষই পরাজিত হইলেন না।

ষষ্ঠ দিবসের যুদ্ধে ভীমসেন, আচার্য্য দ্রোণকে রণবিমুখ করিয়া পাদচারে কৌরবসৈন্য-মর্দ্দনে প্রবৃত্ত হইলে, দ্রুপদপুত্র বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। অনন্তর ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যূহ-মধ্যস্থ কৌরব সৈন্য এবং মহারথগণকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বৃকোদরের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। সে দিন কৌরবগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। সপ্তম দিবসে পুনরায় সুদারুণ সমর উপস্থিত হইল। এই দিন কোন পক্ষই জয়ী বা পরাজিত হন নাই।

অষ্টম দিবসে ভীষ্ম ভীষণ সমরের অবতারণা করিয়া অর্জ্জুনকে শরাঘাতে বিমোহিত করিয়া বহুতর পাঞ্চালসেনা সংহার করিলেন। ভীম দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় কৌরবসৈন্য সংহার করিয়া দুর্য্যোধনের বহু ভ্রাতার নিধনসাধন করিলেন।

ভীমকর্ম্মা ঘটোৎকচ দুর্য্যোধন-চালিত বিপুল গজসৈন্য সংহার করিয়া সমরে বহ্নিতুল্য বিচরণ করিতে লাগিলেন; বহুক্লেশে মহাবীর দ্রোণ ঘটোৎকচকে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধন করেন। পুত্রকে কৌরবযোধ-পরিবৃত দেখিয়া ভীম মহাপরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ঘটোৎকচকে রক্ষা করিলেন। সে দিনও কৌরবগণের পরাজয় হইল। ক্ষোভে ও শোকে, দুর্য্যোধনের হৃদয় বিচলিত হইল।

নবমদিবসে দুর্য্যোধনের অভিমানপূর্ণ সাশ্রু তিরস্কার-বচনে মর্ম্মপীড়িত হইয়া ভীষ্ম সংগ্রামে অমানুষ তেজঃ প্রকাশ করিলেন,—সে তেজোমুখে পাণ্ডবসৈন্য পরাভূত হইল; কৌরব সৈন্য জয়োল্লাসে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিল।

দশমদিবসে যে ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হইল, তাহাতে মহাবীর ভীষ্ম সমগ্র পাণ্ডব-বীরগণের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া যথাসাধ্য পাণ্ডবসৈন্য বিনাশ করিলেন। বুভুক্ষিত সিংহতুল্য পরাক্রান্ত বীরগণ পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন,—মহাত্মা কেশব অর্জ্জুনকে ভীষ্ম-বিনাশে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।—মহাভারতে লিখিত আছে যে, ঐ দিন অর্জ্জুন বিরাটপুত্র শিখণ্ডীকে স্বীয় রথমুখে স্থাপন করিয়া তৎপশ্চাৎ হইতে পিতামহকে শরজালে নিপীড়িত করেন। ভীষ্মদেব স্বীয় প্রতিজ্ঞানু-

ভীষ্মের পতন।

সারে শিখণ্ডীর অদ্ভুত জন্মহেতু তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করেন নাই। এইরূপে অর্জ্জুন সন্ধ্যাকালে সমরক্লান্ত পিতামহ ভীষ্মকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া রথ হইতে পাতিত করিলেন। তাঁহার পতনে পাণ্ডবগণ জয়োল্লাসে প্রফুল্ল হইলেন এবং কৌরবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন,—দুর্য্যোধনের জয়াশা বিলুপ্তপ্রায় হইল। মৃতকল্প শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম তাঁহাকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিকরণে উপদেশ দিয়া—কহিলেন, "বৎস আমার মৃত্যুর সহিত তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধের অবসান হউক।" কিন্তু সে উপদেশ নিষ্ফল হইল।

কথিত আছে যে, সূর্য্যের উত্তরায়ণকাল পর্য্যন্ত ভীষ্মদেব সেই রণক্ষেত্রে শিবির মধ্যে শরশয্যায় জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সিংহাসনারোহণ করিয়া এই মহাত্মার নিকট রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দ্রোণাচার্য্যের কৌরবসেনাপতিত্ব—দ্রোণহস্তে বিরাট ও দ্রুপদরাজের মৃত্যু—অভিমন্যুবধ—অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা—জয়দ্রথ বধ—ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রোণবধ।

কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম সমরশায়ী হইলে মহাবীর কর্ণ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বিনয়-নম্রবচনে তদীয় চরণধারণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। উদারহৃদয় ভীষ্মদেব কর্ণের প্রভূত প্রশংসা করিয়া আশীর্ব্বাদ পুরঃসর সস্নেহ-বচনে তাঁহাকে কৌরব-সমরে দুর্য্যোধনের সাহায্য করিতে উপদেশ দিলেন।—ভীষ্মের আশীর্ব্বাদে কর্ণের হৃদয় প্রীতিপূর্ণ হইল।—উৎসাহ-বচনে তদীয়হৃদয় স্ফীত হইল। তিনি প্রফুল্লবদনে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া

শরশয্যাশায়ী ভীষ্মসমীপে কর্ণ

দুর্য্যোধন-সকাশে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে, মনস্বী কর্ণ উত্তর করিলেন,—"সখে, সকল যোধগণের গুরু, বৃদ্ধ, সমর-পণ্ডিত আচার্য্য দ্রোণকেই সেনাপতিপদে বরণ করুন। তাঁহার অভিষেকে এই বিশাল রাজন্যবর্গ মধ্যে কাহারও মনঃক্ষোভের কারণ থাকিবে না। আচার্য্য দ্রোণ অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

দুর্যোধন প্রতি কর্ণ বাক্য।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই দুর্জ্জয় সমরে প্রভূত সম্মাননার সহিত দ্রোণাচার্য্যকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন; দ্রোণাচার্য্যও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সেই সমগ্র কৌরবসেনা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর নরনাথ দুর্য্যোধন দ্রোণসমীপে এক অতি নিগূঢ় হৃদ্-গত অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন,—সে বাসনা যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার কল্পনা। দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের সে আশা পূর্ণ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। দুর্য্যোধন আশা করিয়াছিলেন যে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে পারিলে, অন্যান্য পাণ্ডবচতুষ্টয় অবশ্যই তাঁহার বশীভূত হইবেন; কিন্তু তাঁহাকে বিনাশ করিলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তদীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ বাসনায় সমস্ত কৌরব-

দ্রোণের সেনাপতিত্ব

গণকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিতে পারেন। আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদীয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। যাহাতে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিবার অবসর না পান, এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে রণক্ষেত্রের এক ভাগে যুদ্ধান্তরে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য দ্রোণাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার উপর কৃষ্ণপ্রদত্ত নারায়ণী সেনা পরিচালনের ভার অর্পণ পূর্ব্বক আদেশ করিলেন, "আপনি স্বকীয় সংশপ্তক সৈন্য এবং নারায়ণী সেনা লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।" সুশর্ম্মা দ্রোণাচার্য্যের আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অনন্তর রজনীর অবসান হইলে পুনরায় সেই সাগরসদৃশ সৈন্যমণ্ডলী রণবাদ্যে উল্লসিত হইয়া উদীয়মান দিনকর-কর-রঞ্জিত কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে দণ্ডায়মান হইল।

দুর্য্যোধনের কল্পনা।

এদিকে চরমুখে আচার্য্যের এই ভয়াবহ প্রতিজ্ঞাবার্ত্তা অবগত হইয়া বীরবর ধনঞ্জয় ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং অন্যান্য মহারথগণের হস্তে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তরাজ-পরিচালিত সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনা বিনাশে প্রস্থান করিলেন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরবর দ্রোণাচার্য্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সাত্যকি,

বিরাট, দ্রুপদ, ভীম, অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণের এবং বিশেষতঃ মহাবীর অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও রণ-কৌশল প্রভাবে কিছুতেই তাঁহার সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। কুরুসৈন্যগণ প্রভগ্ন ও পরাজিত হইল। দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত অর্জ্জুনহস্তে নিহত হইলেন।

প্রথম দুই দিবসের যুদ্ধ।

এইরূপে দিবসদ্বয় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তৃতীয় দিনে বিফল-মনোরথ দ্রোণাচার্য্য দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করিলেন। অর্জ্জুনকে পুনরায় কৌশলে সংশপ্তক-সমরে ব্যাপৃত রাখিয়া, অন্যান্য পাণ্ডবযোধগণকে আক্রমণ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় যোধ-গণকে আচার্য্যের ব্যূহভেদে অসমর্থ দেখিয়া, অর্জ্জুন-পুত্র অভি-মন্যুকে কৌরব-ব্যূহ ভেদ করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন,—"বৎস! আজ তোমার পিতা উপস্থিত নাই, তোমা ব্যতীত আর কেহ এ ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ নহে; যাও বৎস! ব্যূহ-ভেদ করিয়া কৌরবসৈন্য বিনাশ কর; ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি যোধগণ তোমার অনুসরণ করিবেন।" অভিমন্যু, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠতাতের আদেশে বহ্নি-মুখে পতনেচ্ছু পতঙ্গের ন্যায় দুরধিগম্য দ্রোণসৈন্য মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কৌরবসেনাদলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ভীমাদি

তৃতীয় দিবস অভি-মন্যুর যুদ্ধ।

অন্য কোন পাণ্ডবপক্ষীয় বীর তাঁহার অনুগমন করিতে পারিলেন না। ব্যূহরক্ষায় নিযুক্ত মহাবলশালী জয়দ্রথ বিক্রমসহকারে সকলকেই নিবারণ করিলেন। অভিমন্যু বুঝিলেন, অদ্য তাঁহার পরিত্রাণ নাই,—তিনি ব্যূহভেদের কৌশল জানিতেন, কিন্তু নির্গমনের উপায় অবগত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের নিকট তিনি যে অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, বহু যুদ্ধে যে বলবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—আজি এ বিপৎকালে সে সকলই তাঁহার হৃদয়ে প্রদীপ্তভাবে জাগরূক হইল,—বীরপুত্রের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তিনি সম্পন্ন করিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি বীরগণকে সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া, কোশলেশ্বর বৃহদ্বল, দুর্য্যোধনপুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাজা ও রাজকুমারের বিনাশ সাধন করিলেন। তখন অভিমন্যুকে মৃগযূথমধ্যে বিচরণশীল ক্রোধোন্মত্ত সিংহশাবকতুল্য অজেয় দর্শন করিয়া, কৌরব যোধগণ জয় ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে অভিনব রণকৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক দ্রোণ, কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি এই সপ্ত বীর মিলিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত দিন সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করিয়া

অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু-বধ

সায়ংকালে অভিমন্যু নিতান্ত অবসন্ন হইলে দুঃশাসন-পুত্র দ্রোষণের সহিত গদাযুদ্ধে নিহত হইলেন। এইরূপে বীরবর অভিমন্যুকে বধ করিয়া কৌরবগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-সৈন্যগণ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে শিবিরে গমন করিল। যুধিষ্ঠির একান্তে উপবেশন করিয়া অভিমন্যু শোকে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাকালে সংশপ্তক বিজয়ী অর্জ্জুন শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অভিমন্যুর নিধন সংবাদ শ্রবণে বজ্রাহত তরুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া তিনি বহুক্ষণ অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিলেন। অনন্তর ধীমান শ্রীকৃষ্ণের তেজোগর্ভ বীরোচিত অথচ সুধা মধুর সান্ত্বনা বচনে চিত্তের কথঞ্চিৎ দৃঢ়তা সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন— "কল্য সূর্য্যাস্ত মধ্যে আমার পুত্রবধের হেতুভূত জয়দ্রথের জীবন বিনাশ করিয়া, এ যাতনার কথঞ্চিৎ উপশম করিব ; যদি ইহাতে অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে সশরাসন অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া পুত্রশোক-সন্তপ্ত জীবন পরিত্যাগ করিব।" পাণ্ডবগণ অর্জ্জনের সেই কঠিন প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন ; তাহারা কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ-রক্ষিত জয়দ্রথের বিনাশে আশাস্থাপন করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণের মুখপ্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক

অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

হইয়া রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কঠিন হইলেও অর্জ্জুন অবশ্যই প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন।" শ্রীকৃষ্ণ-বচনে পাণ্ডবগণ আশ্বস্ত হইলেন, পাণ্ডব-সৈন্যগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; দূরে কৌরবশিবিরে অরাতিগণ সে গভীর জয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইল। অনন্তর তীক্ষ্ণদর্শী মহাবীর শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনকে যে কোন-রূপে হউক প্রতিজ্ঞামুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া, স্বীয় সারথি দারুককে পরদিন সমরকালে তাঁহার বিচিত্র রথ অস্ত্রপূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। দারুকের সহিত রণ-বিষয়ক কথোপকথনে রজনী অতিবাহিত হইল।

চতুর্থ দিবসের সমরোদ্যোগ।

প্রভাতে পুনরায় সসজ্জ পাণ্ডবসেনা রণক্ষেত্রে ধাবিত হইল; পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুনের উপদেশক্রমে এক দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণচালিত রথে আরোহণ করিয়া কৌরবসেনা-সাগর মন্থনপূর্ব্বক জয়দ্রথবধে যাত্রা করিলেন।

আচার্য্য দ্রোণ চরমুখে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া, তন্মধ্যে জয়দ্রথকে সাবধানে রক্ষা করিতেছিলেন। অর্জ্জুন অগ্নিময় শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া অনিবার্য্যবেগে কুরুযোধগণকে চমকিত করিয়া ব্যূহভেদ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও

...হ প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিলেন। কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, দুঃশাসন প্রভৃতি কৌরব যোধগণ তাঁহার সে ভীষণ আক্রমণ প্রতি-হত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু অদ্য অর্জ্জুন সমরে ...য়—প্রতিহিংসার দারুণ তাড়নায় অদ্য তিনি দ্বিগুণ বলে ...য়ান্। তিনি একাকী সমস্ত বীরগণকে পরাজিত এবং ব্যূহমধ্যগত কৌরব সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জয়দ্রথের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। অপরাহ্নে যুধিষ্ঠির-প্রেরিত ভীম ও সাত্যকি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলে, তিন জনে অপ্রতিহত বলে জয়দ্রথের সম্মুখীন হইলেন। অর্জ্জুন যোধগণের সম্মুখেই ক্ষুরধার অস্ত্রদ্বারা জয়দ্রথের শিরশ্ছেদন করিলেন। জয়দ্রথ-বিনাশে দুর্য্যোধন তীব্র মর্ম্ম-পীড়ায় সর্পাহতের ন্যায় কাতর ও বিচলিত হইলেন। বীরবর অর্জ্জুন যে একাকী দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ পূর্ব্বক অজেয় কৌরব যোধগণকে পরাভূত করিয়া জয়দ্রথের বিনাশ সাধন করিবেন, এ চিন্তা স্বপ্নেও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তিনি যাতনায় অস্থির হইয়া অতি কাতরহৃদয়ে দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। বীরবর দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথবিনাশে ক্ষুব্ধ, এবং দুর্য্যোধনের বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া, ভীষণ নিশাযুদ্ধের আয়োজন করিলেন; দুর্য্যোধন তাহাতে প্রীত হইলেন।

জয়দ্রথ বধ।

রজনী সমাগমেও যুদ্ধের বিরাম হইল না; অন্ধকার

সমাগমে সহস্র সহস্র দীপালোকে কৌরব ও পাণ্ডবগণ রাক্ষসের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ;—সেই ভীষণ নিশা-যুদ্ধে ভীম পুত্র ঘটোৎকচ কৌরব পক্ষীয় বহু সেনা বিনাশ করিয়া অবশেষে বীরবর কর্ণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। নিশীথকালে প্রহরেকের জন্য সংগ্রাম স্থগিত রহিল ; রণশ্রান্ত বীরগণ রণক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তৃতীয় প্রহরে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। সে যুদ্ধে বীরবর দ্রুপদ এবং বিরাট দ্রোণ-হস্তে নিহত হইলেন।

নিশাযুদ্ধ।

রজনী প্রভাত হইল, তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। বীরগণ নবোদিত সূর্য্যদেবের বন্দনা করিয়া পুনরায় লোক-ক্ষয়কর দারুণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতৃবধহেতু জিঘাংসাপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধে কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়া লোকাতীত সাহসে অরাতিসৈন্য বিদলিত করিয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-বীর-গণের সমবেত আক্রমণে, আচার্য্য দ্রোণও লোকাতীত সাহসের সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে প্রাণিক্ষয় হেতু আত্মনির্ব্বেদ বশতঃ রথোপস্থে উপবেশন পূর্ব্বক যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ করিলেন। * ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধকাতর বিবেচনা করিয়া তাঁহার কেশা-কর্ষণ পূর্ব্বক মস্তক ছেদন করিলেন—অর্জ্জুন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের

পঞ্চম দিবসের যুদ্ধ।

বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপে মহাবীর দ্রোণ পঞ্চ দিবস ভীষণ সংগ্রামে প্রধান প্রধান পাণ্ডব বীরগণকে বিনাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্রোণবধ।

প্রাচীন জগতের সমগ্র অতীত ইতিহাস আলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রোণাচার্য্যের এই পঞ্চ দিবসব্যাপী রণ-কাহিনীর তুলনা নাই। বর্ষীয়ান্ দ্রোণাচার্য্য এবং তরুণবয়স্ক অভিমন্যুর বীরত্ব অপ্রমেয়, অলৌকিক ও তুলনা রহিত। পিতৃবিনাশে অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্য-ধ্বংসে নিযুক্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ রণ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে শিবিরে গমন করিল। পাণ্ডব সৈন্যগণের জয়ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

কর্ণের সেনাপতিত্ব—দিবসদ্বয়ব্যাপী সংগ্রাম—
দুঃশাসনাদি বধ—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধ।

আচার্য্য দ্রোণ রণশয্যায় শয়ন করিলে, ভগ্নমনা কুরুপতি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার প্রস্তাবে বীরাগ্রগণ্য সুহৃদ্বর কর্ণকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন; অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবীর কর্ণের উপর জয়াশা স্থাপন করিয়া কৌরবগণ ভীষ্ম দ্রোণ-প্রমুখ মহারথগণের শোক কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন।

কর্ণের সেনাপতিত্ব

প্রভাতে পুনরায় লোমহর্ষণ ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কর্ণের সুদারুণ শরজালে পাণ্ডবচমূ উৎসন্নপ্রায় হইল; মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধন প্রভৃতির বিক্রমে পাণ্ডবসেনানীগণ ছিন্নভিন্ন এবং বিনষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি কৌরবগণ বিজয় লাভ করিতে

প্রথম দিনের যুদ্ধ।

পারিলেন না। অর্জ্জুন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কৌরবগণকে নিবারণ করিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্য-প্রভাবে,বায়ুমুখে শুষ্কপত্রবৎ কৌরবসেনাগণ তাড়িত ও উৎসাদিত-প্রায় হইল। অবশেষে নিশাগমে সর্ব্বপ্রাণি-ভয়ঙ্কর নিশাযুদ্ধের সম্ভাবনা দর্শন করিয়া, সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নপর হইল; কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ বহুক্লেশে সে বিদ্রুত, শ্রান্ত, ভীত ও আর্ত্ত সেনাগণের পৃষ্ঠরক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগকে শিবিরে আনয়ন করিলেন। এইরূপে প্রথম দিবসীয় সংগ্রামের অবসান হইল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ বিজয়োৎফুল্লহৃদয়ে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ

অরুণোদয়ে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। দণ্ডঘট্টিত ক্রুদ্ধ বিষধর তুল্য অমর্ষপরায়ণ কর্ণ, প্রচণ্ড বলে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। অদ্য মদ্ররাজ শল্য তাঁহার সারথি। কর্ণের অনুরোধে, দুর্য্যোধনের সবিশেষ অনুনয়ে, বীরবর শল্য তাঁহার সারথ্যে স্বীকৃত হইয়াছেন। সমরক্ষেত্রে নিহত ভীষ্ম দ্রোণ অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণের বীরত্বকাহিনী-স্মরণে, আহত সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণে এবং বিলপমান বীররমণীগণের শোচনীয় দশা চিন্তনে কর্ণের প্রশান্ত বীর হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া শোক ও করুণার তরঙ্গ উত্থিত হইল। তিনি মদ্ররাজ শল্যকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন—"জানিনা অদৃষ্টে কি আছে! যে কালসমরে ভীষ্ম দ্রোণপ্রমুখ বীরকেশরিগণ রণশায়ী হইয়াছেন, সে সময়ে জয়াশা ছত্রদ্বারা বজ্রপাত-নিবারণ-প্রয়াসবৎ—অতি অলীক! কিন্তু এ দেহ দুর্য্যোধনের অনুগ্রহপুষ্ট, এ মস্তক তাঁহারই প্রদত্ত কিরীটে সুশোভিত, এ হৃদয় তৎকৃত সম্মাননায় উচ্ছ্বসিত। আমার প্রতি তাঁহার প্রীতি অনন্ত, স্নেহ অনন্ত, বিশ্বাস অনন্ত, আমার কার্য্যে তাঁহার আশা অপরিসীম। ভবিষ্যতে তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই হউক, আমি অগ্রে তাঁহারই কার্য্যে এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। মুহূর্ত্তের জন্যও সমরবিমুখ হইয়া মিত্রের বিশ্বাস-ভঙ্গ করিব না। অদ্য হয় আমি অর্জ্জুনকরে নিহত হইব, অথবা অর্জ্জুন আমার হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে।"

বীরবর শল্য তাঁহাকে উপযুক্ত বচনে উৎসাহিত করিয়া সমরমুখে রথচালনা করিলে, মহাবীর কর্ণ লোকবিস্ময়কর সমরের অবতারণা করিলেন। একমাত্র অর্জ্জুন ব্যতীত পাণ্ডব চতুষ্টয় এবং পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন; অর্জ্জুনও কর্ণের তাদৃশ অমানুষ অদৃষ্টপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মহারাজ যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবসহ স্বীয় শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন ক্ষণকালের নিমিত্ত রণস্থলে যুধ্যমান কর্ণকে

যুধিষ্ঠিরের পলায়ন।

পরিত্যাগ করিয়া, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে শিবিরে আগমন করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ণকে সমরে বিনাশ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন বিবেচনা করিয়া, যুধিষ্ঠির উভয়ের প্রভূত সংবর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু 'তখনও কর্ণ নিহত হয় নাই' এই সংবাদ শ্রবণে যুধিষ্ঠির হুত হুতাশনতুল্য ক্রোধে অর্জ্জুনকে অতি কঠোর ভাবে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"তুমি যদি কর্ণভয়ে ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে কৃষ্ণের হস্তে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর, তিনিই আমাদের কার্য্যোদ্ধার করিবেন।" রণে পরাজিত, পলায়িত, সুখশয্যাশায়ী যুধিষ্ঠিরের এতাদৃশ বাক্য বীরবর অর্জ্জুনের হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইল। তিনি ক্রোধে হতচেতন হইয়া নিষ্কোষিত অসিহস্তে অগ্রজের প্রাণ-বিনাশে উদ্যত হইয়া কহিলেন—"যে আমার গাণ্ডীব শরাসন অপরের হস্তে প্রদান করিতে কহিবে, সেই ব্যক্তি আমার অতি পূজ্য ও অতি প্রিয় হইলেও তাহারে বধ করিব ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।" শ্রীকৃষ্ণ রোষোন্মত্ত অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া মধুরবচনে কহিলেন,—"সখে! তুমি জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়া, অতি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি মোহবশে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিয়াছ। ঈদৃশ অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হও। অন্য উপায়ে স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। নিন্দাই মানী ব্যক্তির মৃত্যুতুল্য;

অর্জ্জুনকৃত যুধিষ্ঠিরের অবমাননা।

অতএব ধর্ম্মরাজের যথেচ্ছ নিন্দা কর, তাহা হইলেই প্রকারান্তরে তাঁহাকে বিনাশ করা হইবে; জানিও এইরূপেই ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য রক্ষিত হয়।"

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির-কৃত নানা কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিয়া, তাঁহার নিন্দা করিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডল বিষাদক্লিষ্ট, পরিম্লান এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। চিরপূজ্য অগ্রজের নয়নাশ্রুধারা দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের ক্রোধানল মেঘবারিসেকে দাবানলের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইল; মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ক্রোধপ্রদীপ্ত হৃদয় ক্ষোভে ও অনুতাপে বিগলিত হইল। তিনি নির্ব্বেদবশে আত্ম-শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলেন। পুনরায় পরমধর্ম্মবিৎ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন সেই সুকঠোর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্ম-প্রশংসা করিতে উপদেশ দিয়া কহিলেন, "আত্ম-প্রশংসা অতি হেয় ও জুগুপ্সিত কার্য্য; স্বমুখে আত্ম-প্রশংসা ও আত্মবিনাশ উভয়ই তুল্য। অতএব তুমি আত্ম-প্রশংসা কর।" অর্জ্জুন সেই আদেশও পালন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতা সম্পাদন এবং পদবন্দনা পূর্ব্বক, কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণসহ সমরক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণের উপদেশ

সঙ্কুল যুদ্ধমধ্যে অর্জ্জুনের পুনরাগমনে পাণ্ডবসৈন্যগণ মহোল্লাসে

অগ্রসর হইল। কৌরববীরগণও অর্জ্জুনবিনাশে যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। কর্ণ তখনও ভীমবলে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতেছিলেন। সহসা তাঁহারই সম্মুখে ভীমকর্ম্মা ভীমসেন, পাপাত্মা দুঃশাসনকে রথ হইতে শরবেগে নিপাতিত করিয়া, খড়্গাঘাতে তদীয় হৃদয় বিদারণ পূর্ব্বক, তদুত্থিত উত্তপ্ত শোণিত পান করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে ভীম হস্তিনার দ্যূত-সভায় দুঃশাসনবধে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, অদ্য রণক্ষেত্রে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। কৌরবসৈন্যগণ ভীমের রাক্ষসবৎ ব্যবহারে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইল। অনন্তর ভ্রাতৃশোকে উন্মত্তপ্রায় দুর্য্যোধন, ভীমবিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া অগ্রসর হইলেন। সহসা সমরস্রোত প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। ভীমহস্তে দুঃশাসন নিহত হইলে, বীরবর অর্জ্জুন কর্ণের সম্মুখেই, যুদ্ধে তৎপুত্র বৃষসেনের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক কর্ণের সহিত লোকবিস্ময়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী সঙ্কুল যুদ্ধের পর, অর্জ্জুন-করে মহাবীর কর্ণ বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। কর্ণের মরণে কৌরবসৈন্যগণ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইল।

কর্ণ বধ

এইরূপে মহাবীর কর্ণের জীবনলীলার অবসান হইল। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত মহানুভব ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ। পাণ্ডবগণের প্রতি অযথা বৈরভাব ব্যতীত

তাঁহার চরিত্রে আর কোন দোষ ছিল না। পরোপকারার্থ তিনি অকাতরে সর্ব্বস্ব ত্যাগে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কখনও কোন যাচক তাঁহার নিকট বিফল-মনোরথ হয় নাই। অঙ্গীকারপালনে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যে সকল গুণে মানবগণ মহাপুরুষপদবাচ্য হইতে পারেন, তাঁহাতে সে সকলের অভাব পরিলক্ষিত হইত না। দুর্য্যোধনের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি অনেক সময় অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য কখন কখন তিনি ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই; ইত্যাদি কতিপয় দোষ ব্যতীত তাঁহার চরিত্রে আর কোন গুরুতর দোষ লক্ষিত হয় না।

কর্ণের চরিত্র।

নবম অধ্যায়।

শল্যের সেনাপতিত্ব—শল্য শকুনি ও সুশর্ম্মা বধ—দুর্য্যোধনেব উরুভঙ্গ।

অনন্তর রজনী-সমাগমে মহীপতি দুর্য্যোধন ছত্রভঙ্গ সৈন্য সামন্ত সহ শিবিরে আগমন করিলেন। মহাবীর কর্ণের নিধন দর্শনে অদ্য তিনি হৃদয়ে যে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, প্রাণপ্রিয় পুত্র অথবা সহোদরগণের মরণেও তাদৃশ যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। অদ্য তাঁহার বাসনা-মন্দিরের শেষ দীপ নির্ব্বাপিত হইল—নিত্যসংক্ষীয়মাণা আশানদী যেন একেবারে বিশুষ্কপ্রায় হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তে সেই উৎসববিহীন শিবিরকক্ষায় উপবিষ্ট রহিলেন। তাঁহাকে নীরব দর্শন করিয়া

শিবিরে দুর্য্যোধন

কৃপাচার্য্য সারগর্ভ কোমল বচনে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কহিলেন—"বৎস দুর্য্যোধন, এখনও এই নিদারুণ ক্ষত্রিয়ান্তকর সমরে নিরস্ত হও; উদারহৃদয় যুধিষ্ঠির এখনও সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন। দেখ, আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা দিন দিন বলবিক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। এখনও যুদ্ধে বিরত না হইলে, প্রবাহমধ্যে তৃণগুচ্ছের ন্যায় আমাদের অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা ছিন্নভিন্ন হইবে। বৎস! আমি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া এ কথা কহিতেছি না; তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে; অতএব আমার কথা শুন; এখনও কুলক্ষয় নিবারণের উপায় আছে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য শোকে বিমোহিতপ্রায় হইলেন।

কৃপের উপদেশ।

দুর্য্যোধন সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—"আচার্য্য, সকলই সত্য; কিন্তু এখন সন্ধির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। আশৈশব-প্রপীড়িত পাণ্ডবগণ এক্ষণে কখনই সন্ধির প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবে না। দ্রৌপদীর তাদৃশ অবমাননা, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী কঠোর নির্ব্বাসন-ক্লেশ, দৌত্যকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদের তাদৃশ অসম্মান প্রদর্শন, এবং যুদ্ধে অতিপ্রিয় সুহৃৎ ও স্বজনগণের নিধন, তাহারা কদাপি বিস্মৃত হইবে না। আর দেখুন, আমি সসাগরা ধরা

দুর্য্যোধনের উত্তর।

নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিয়া, এক্ষণে কিরূপে পাণ্ডবগণের নিকট আমার উন্নত মস্তক অবনত করিব? যথোচিত বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সম্মুখসমরে দেহত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়দিগের পরম ধর্ম্ম। আমি প্রাণভয়ে কদাপি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়াছি; সংসারে আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে পিতামহ ভীষ্ম, গরীয়ান্ আচার্য্য এবং নিত্যহিতৈষী পরম সুহৃৎ মহাবীর কর্ণের গতিলাভ করিতে পারিলেই আমার সকল বাসনা সফল হয়। স্বর্গে তাঁহাদিগের সহিত চিরমিলনই এক্ষণে আমার হৃদ্গত অভিলাষ। এক্ষণে যে সকল মহাবীরগণ আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং তাঁহাদিগের ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। আমি এ দগ্ধ জীবনের জন্য এই পুণ্য সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইব না।"

দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যোধগণ বুঝিতে পারিলেন, যে সন্ধির আশা বৃথা। অনন্তর বীরবর অশ্বত্থামার প্রস্তাবে মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। মদ্ররাজও পরম প্রীতিসহকারে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন; কৌরবচমূ বীরবর শল্যকে আশ্রয় করিয়া,

শল্যের সেনাপতিত্ব।

পুনরায় প্রভাতে কুরুক্ষেত্রের শোণিতরঞ্জিত ভয়ঙ্কর প্রান্তরে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইল।

পাণ্ডবসৈন্যগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মহাবেগে কৌরবগণকে আক্রমণ করিল। কৌরব যোধগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পাণ্ডব-সেনানীগণকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট বীরগণ সমরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা অর্জ্জুনের হস্তে, এবং শকুনি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। এতদ্ব্যতীত কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজা সমরশায়ী হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ অবশিষ্ট কৌরব সেনা বিনষ্ট করিয়া রণস্থল শত্রুশূন্য করিলেন। এইরূপে কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের মধ্যাহ্নকালে কুরুসৈন্যগণ সমূলে বিনষ্ট হইলে, কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন।

সমরশেষে ক্লান্ত ও মুহ্যমান কুরুপতি দুর্য্যোধন আত্মরক্ষার্থ কাতর হইয়া রণক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের একদেশে আত্মসংগোপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য শোকাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে হ্রদান্তিকে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। মহীপতি

দুর্য্যোধনের সমর ত্যাগ।

দুর্য্যোধনকে রাহুগ্রস্ত শশধরতুল্য বিমলিনমুখ-দ্যুতি, আর্ত্ত ও শ্রান্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বহ শোকভরে একান্ত ব্যথিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনকে মধুর তেজোগর্ভ বচনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন, কহিলেন,—"মহারাজ, আমরা এখনও জীবিত আছি, আপনি কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া সমরক্ষেত্রে আগমন করুন; আমরা প্রাণপাত করিয়া আপনার কার্য্যসাধনে যত্নবান্ হইব।"

দুর্য্যোধন কহিলেন, "এক্ষণে আপনারা সকলেই সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; আমিও শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি; সুতরাং এ সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে; আমি অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া প্রভাতে আপনাদিগকে লইয়া বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।" কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্রাম-সুখ-লাভ ঘটিয়া উঠিল না। কৃপাচার্য্যাদি বীরত্রয়ের সহিত কথোপকথন কালে, কয়েক জন ব্যাধ দুর্য্যোধনকে দূর হইতে দর্শন করিয়া শিবিরগত পাণ্ডবগণকে দুর্য্যোধনের সংবাদ প্রদান করিল। অবিলম্বে পাণ্ডবগণ সসৈন্যে দুর্য্যোধনের আশ্রয় স্থলে উপস্থিত হইলেন। বীরত্রয় দূর হইতে পাণ্ডবগণের আগমন-জনিত কোলাহল শ্রবণ করিয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন; দুর্য্যোধন বারি-মধ্যে ঈষৎ নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ভ্রাতৃগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সহচারী রাজা যুধিষ্ঠির হ্রদোপকণ্ঠে

উপস্থিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে অতি তীব্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সে তিরস্কারের উত্তরে বারিমধ্য হইতে দুর্য্যোধন উত্তর করিলেন, "আমার সমর-লালসার অবসান হইয়াছে; এক্ষণে আপনারা স-সাগরা ধরণী শাসন করুন; আমি মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া বনে প্রস্থান করিবার মানস করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠির অতি পরুষ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দুর্য্যোধন তোমার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি প্রদান করিবে না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার সেই প্রতিজ্ঞাবাক্য কিরূপে বিস্মৃত হইলে? আমি তোমার দান গ্রহণে অভিলাষী নহি। অশেষ প্রাণিক্ষয়কর সংগ্রামের অবতারণা করিয়া, এক্ষণে তোমার এ কাপুরুষ-বৃত্তি অবলম্বনে বাসনা হইল কেন? তোমার সেই অবিচলিত অভিমান, গর্ব্ব, সাহস ও অধ্যবসায় কোথা? পুরুষকারে বিসর্জ্জন দেওয়া তোমার ন্যায় মানধন ব্যক্তির উচিত নহে। অতএব উত্থিত হইয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমাদের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে যাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয়, যুদ্ধ করিতে পার; এক জনকে পরাজিত করিতে পারিলেই সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই রহিবে,—নচেৎ বীরের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া অক্ষয় যশোরাশি লাভ কর।"

যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে দুর্য্যোধন ঘৃণা, ক্রোধ ও জিঘাংসায় দগ্ধ

হইয়া, সলিলমধ্য হইতে সূর্য্যকর প্রতিভাত স্বর্ণময় সুমেরুশিখর তুল্য সমুত্থিত হইলেন। তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহাবল ভীমকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"আমি নিরস্ত্র, শ্রান্ত, সহায়শূন্য; আমার বর্ম্ম মথিত ও হৃদয় ব্যথিত; আমাকে অস্ত্র ও বর্ম্ম প্রদান করুন।" অনন্তর মহাবলশালী ভীম ও দুর্য্যোধন রণবেশে সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে গমন পূর্ব্বক, বনমধ্যে পরস্পর হননোদ্যত বারণযুগল তুল্য, জয়শ্রী লাভার্থী বৃত্রবাসব তুল্য ভীষণ গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুক্ষণ উভয়ে প্রভূত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—দুর্য্যোধনের আক্রমণে চিত্রযোধী ভীমও পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ভীম সহসা অন্যায়পূর্ব্বক নাভির অধোভাগে গদাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন করিলেন,—সে আঘাতে বীরবর দুর্য্যোধন কুঠার-ছিন্ন শালতরুর ন্যায় ভূপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অনন্তর ভীম সেই পতিত, মৃতকল্প দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিলেন। সে দৃশ্যে পরম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি অন্যায়সমরে দুর্য্যোধনের বিনাশ এবং তদীয় মস্তকে পদাঘাতহেতু পাণ্ডবগণকে অনুযোগ করিয়া দুঃখিতচিত্তে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণও নীরবে তাঁহার অনুগামী হইলেন। দুর্য্যোধন সেই শবরাশি

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ।

মধ্যে,—শোণিতসিক্ত রণস্থলে, ভগ্নোরু, বলহীন ও মুমূর্ষু হইয়া দলিতশিরাঃ ভুজঙ্গতুল্য নিশ্চেষ্টভাবে পতিত রহিলেন;—অতীতের সুখশোকময় সহস্র চিন্তায় তাঁহার হৃদয় পীড়িত হইতেছিল; কুরু-পতি দুর্য্যোধন নীরবে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। অনন্তর সমীপাগত সঞ্জয় নামক দূতকে দর্শন করিয়া কহিলেন,—"সঞ্জয়! আমি চলিলাম; আমার পিতামাতাকে বলিও যে আমি অধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছি। আমার ঐশ্বর্য্য, সম্মান, লোকপ্রথিত যশ এবং অপ্রতিহত বিক্রম সকলই অস্তগত হইয়াছে; ক্ষণকাল পরে এ জীবনও জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইবে; কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, ক্ষত্রিয়গণের সমরমৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। যাও, যদি সাক্ষাৎ পাও, আমার পরমশুভাভিলাষী কৃতবর্ম্মা, কৃপ এবং অশ্বত্থামাকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার নিকট আসিতে বলিও।"

দূতমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বীরত্রয় দুর্য্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ নয়নাশ্রু-ধারায় সেই আহত, আসন্নমৃত্যু বীরবর দুর্য্যোধনের কলেবর অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা তাঁহার মৃত্যুর প্রতিহিংসাগ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাসহ প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন রুধিরাক্ত দেহে সেই শ্বাপদপূর্ণ সর্ব্বপ্রাণিভয়াবহ সমরক্ষেত্রে একাকী রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়।

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক সুষুপ্ত পাণ্ডববীরগণের বিনাশ—দুর্য্যোধনের মৃত্যু—পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার মণিগ্রহণ।

বীরত্রয় সেই প্রলয় শ্মশানতুল্য ভীষণ রণভূমির একান্তে আগমন করিয়া এক বিশাল বটবৃক্ষ তলে উপবেশন করিলেন; শ্রান্তিবশতঃ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য শীঘ্রই তন্দ্রাভিভূত হইলেন; কিন্তু অশ্বত্থামার নয়নে নিদ্রা নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে পিতার তথাবিধ শোচনীয় পরিণাম এবং অন্যায় সমরে আশ্রিতবৎসল মহারাজ দুর্য্যোধনের তাদৃশী অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে, তাঁহার স্বভাবকোপন হৃদয় আলোড়িত করিয়া শোক ও ক্ষোভের বিষময় তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। এক এক বার সেই দারুণ সমরলীলাভূমি কুরুক্ষেত্রের বিভীষিকাময় দৃশ্য অবলোকনে তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে

অশ্বত্থামার চিন্তা।

ছিল। তথায় পর্ব্বতপ্রমাণ পূতিগন্ধবিশিষ্ট শবদেহ, অগণ্য ভগ্নরথ, বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি পতিত রহিয়াছে; রণস্থলের সর্ব্বত্র শোণিতস্রোত বহিতেছে; শৃগাল, কুক্কুর, শকুনি, গৃধিনীর ভীতিপ্রদ চীৎকার, পক্ষবিধূনন, গর্জ্জন, উল্লাস-রব! কি বীভৎস! কিন্তু অহো, প্রকৃতি কি নির্দ্দয়! নীল নভস্তলে তেমনই সমুজ্জ্বল নক্ষত্রদাম—স্বচ্ছ নীল বারিরাশি মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় কমল-কোরক তুল্য প্রস্ফুটিত রহিয়াছে; তেমনই মধুরিমাময় সমীরণোচ্ছ্বাস পূর্ব্ববৎ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতেছে। প্রকৃতি হাস্যময়ী, কিন্তু তাহাতে দয়া মমতা বা সহানুভূতির লেশমাত্র নাই।

অশ্বত্থামার হৃদয় প্রবল জিঘাংসায় দগ্ধ হইতেছিল; কিরূপে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবেন, কিরূপে আসন্নমৃত্যু রাজা দুর্য্যোধনের প্রীতিসম্পাদন করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন যে, এক পেচক বায়সকোটরে প্রবেশ করিয়া, একে একে বায়স ও তদীয় শাবকনিচয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছে,—দিবাভাগে কাকভীত পেচকের এই নিশীথ-ব্যাপার দর্শন করিয়া অশ্বত্থামা বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইলেন; ভাবিলেন, উত্তম শিক্ষা পাইলাম; অদ্য যামিনীযোগে পাণ্ডবশিবিরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়া, এই উলূকের ন্যায় শত্রুগণকে সুষুপ্ত অবস্থায় নিপাতিত করিব; ইহাতে অধর্ম্মসঞ্চার হয়, হউক, তাহাতে আমি ভীত নহি।

অনন্তর অশ্বত্থামা সঙ্গিদ্বয়কে জাগরিত করিয়া স্বীয় অভিসন্ধি ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা প্রথমে এই জুগুপ্সিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত তখনও তাঁহাদের অন্তর্দাহ করিতেছিল; তাঁহারা সহসা পুনরায় এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না; কিন্তু অবশেষে অশ্বত্থামার শোকপূর্ণ কাতর অনুনয়ের বশীভূত হইয়া, তাঁহারই অনুগামী হইতে সম্মত হইলেন। ক্রমে নিশীথকালে পাণ্ডবশিবিরে দীপাবলি নির্ব্বাপিত এবং উল্লাসকোলাহল প্রশমিত হইলে, বীরত্রয় বুভুক্ষিত ব্যাঘ্রতুল্য তদভিমুখে গমন করিলেন। পঞ্চপাণ্ডব এবং কৃষ্ণসহ সকলকে বধ করিবেন এই চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

কিন্তু তৎকালে পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ শিবিরে ছিলেন না, তাঁহারা দৃশদ্বতী তীরে অবস্থানপূর্ব্বক অষ্টাদশ দিবসের রণশ্রান্তি বিদূরিত করিতেছিলেন।

পাণ্ডব-শিবিরে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে সুষুপ্তি-সুখানুভব করিতেছিলেন। এই সুযোগে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে শিবিরদ্বারে স্থাপন করিয়া, অশ্বত্থামা স্বয়ং অসি হস্তে শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভীষণ চীৎকারে সকলকে জাগরিত করিলেন। প্রথমেই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার হস্তে পশুর ন্যায় নিষ্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, পরে অসি-মুখে শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর

ধৃষ্টদ্যুম্নাদির বিনাশ।

পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু, উত্তমৌজা প্রভৃতি বীরগণ সকলেই নিহত হইলেন; যাহারা শিবিরদ্বার দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, তাহারা কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর অশ্বত্থামা একাকী প্রচণ্ডবিক্রমে শিবিরমধ্যগত সকলকেই নিহত করিয়া, বহুক্ষণ পরে সহচারী বীরযুগলসহ শিবিরত্যাগ করিলেন। পরে পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া সকলে সত্বর দুর্য্যোধন সমীপে গমন করিলেন। দেখিলেন, দুর্য্যোধন ভূতলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মুহুর্মুহুঃ রক্তবমন করিতেছেন; প্রাণ-বিয়োগের আর অধিক বিলম্ব নাই। পার্শ্বে শৃগালকুক্কুরগণ তাঁহার শোণিতপানের জন্য অবস্থান করিতেছে। কুরুপতির তাদৃশী দশা সন্দর্শন করিয়া, বীরত্রয় নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া রজনীকৃত্য বিজ্ঞাপন করিলে, মৃত্যুর প্রাক্কালে, আসন্ননির্ব্বাণ দীপশিখার ন্যায়, দুর্য্যোধন ক্ষণেকের জন্য প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন,—"যে কার্য্য ভীষ্মদেব, কর্ণ এবং তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তুমি তাহা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সম্পাদন করিয়াছ, এ সংবাদে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, পুনরায় স্বর্গে তোমাদের সহিত আমার মিলন হইবে।" এই বলিয়া বীরত্রয়কে আলিঙ্গন

দুর্য্যোধনের মৃত্যু।

করিয়া কুরুপতি দুর্য্যোধন প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বীরত্রয় কুরুরাজকে আলিঙ্গন এবং সস্নেহনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক শোকসন্তপ্তচিত্তে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ রজনীবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকে বিমোহিতপ্রায় হইলেন। অনন্তর তেজস্বিনী দ্রৌপদীর তেজোগর্ভ উৎসাহ বচনে ও করুণবিলাপে উত্তেজিত হইয়া ভীমসেন নকুলচালিত রথে

অশ্বত্থমার মণিগ্রহণ।

আরূঢ় হইয়া, অশ্বথামার বধোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তব অশ্বথামাকে প্রাপ্ত হইয়া সকলে তাঁহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী করুণাপরবশ হইয়া কেবলমাত্র তাঁহার শিরোভূষণ উৎকৃষ্ট মণিমাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। অশ্বথামা কাতরচিত্তে মণিপ্রদানপূর্ব্বক বনবাসে প্রস্থান করিলেন। তদবধি সেই মণি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শিরোভূষণ হইল; দেবী দ্রৌপদীও কথঞ্চিৎ প্রীতিলাভ করিলেন।

—

একাদশ অধ্যায়।

কুরুকামিনীগণের রণস্থল দর্শন—গান্ধারীর অভিশাপ—বীরগণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

সঞ্জয়মুখে পুত্রগণের মরণসংবাদ শ্রবণ করিয়া কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র এবং দেবী গান্ধারী অতি সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর হৃদয় লৌহমুদ্গরাঘাতে অয়ঃপিণ্ডের ন্যায় বিশীর্ণ হইতেছিল। সঞ্জয় ও বিদুরের উপদেশবারিসিঞ্চনে তাঁহাদের শোকানল নির্ব্বাপিত হইল না,—এ যাতনার কি শান্তি আছে?—অনন্তর পুরমধ্যে অবস্থান একান্ত অসহ্য হইলে, তাঁহারা রোদন করিতে করিতে পাদচারে সেই ভীষণ রণস্থলে গমন করিলেন,—তাঁহাদের সঙ্গে ভর্তৃবিরহকাতরা নিরাভরণা বিলপমানা বিধবা বধূগণ এবং অসংখ্য পৌর ও জানপদ রমণীগণ হাহা-

কুরু কামিনীগণের রণস্থল দর্শন।

কার-রবে দিঙমণ্ডল আপূরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রমণীগণ বিভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া মৃত পতিপুত্রাদির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ শবপার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া অশ্রু-বারিসেকে শবদেহ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অতি শোচনীয়,— অননুভবনীয়! পরম করুণাবতী গান্ধারী সেই ভয়াবহ রণস্থলে ভগ্নোরু, ভূপতিত, মৃত, তথাপি অনিন্দ্যজ্যোতিঃ, মেঘমধ্যে বালসূর্য্যতুল্য প্রভান্বিত প্রাণাধিক পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া মোহাবিষ্ট হইলেন; বহুক্ষণ পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"হে কৃষ্ণ, আমাকে এই দুর্ব্বিসহ দৃশ্য দর্শন করিতে হইল! অহো, আমার শতপুত্রের মধ্যে একটী মাত্রও জীবিত রহিল না! ঐ দেখ আমার অসূর্য্যম্পশ্যা বধূগণ কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে, লজ্জাভয় বিসর্জ্জন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় স্বামিপুত্রগণের পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে! বুঝিলাম, ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; তথাপি কে জানিত যে, কৌরবসমরের এতাদৃশ শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইবে?—কে জানিত যে, এই অষ্টাদশ দিবসে ক্ষত্রিয়গণের সুখ, আশা, জীবন, গৌরব, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য, অভিমান সমস্তই রণধূলিজালে চিরদিনের জন্য সমাচ্ছন্ন হইবে। হে কৃষ্ণ, ঐ দেখ, অবিদূরে চিতাসমূহ সজ্জিত অর্দ্ধজ্বালিত ও প্রজ্বালিত হইতেছে! চিতাধূম গগন আচ্ছন্ন করি-

য়াছে!” ক্ষোভে শোকে দেবী গান্ধারীর হৃদয় বহ্নিতুল্য প্রদপ্ত হইল। তিনি বিকম্পিতস্বরে কহিলেন—‘হে কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধে অজেয়, এবং প্রভূতবলবাহনসমন্বিত ; তুমি ইচ্ছা করিলে আমার পুত্রগণকে বন্দী করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদান করিতে পারিতে, অথবা অন্য কোন উপায়ে এই দারুণ জনক্ষয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিতে ; কিন্তু তুমি সক্ষম হইয়াও কি জন্য উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? অতএব তোমাকে আমি এই অভিশাপ প্রদান করিতেছি যে, তোমার জ্ঞাতিবর্গও তোমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে ; যাদব রমণীগণও কুরুকুল মহিলাগণের ন্যায় পতিপুত্র বিহীনা হইয়া রোদন করিবে।”

গান্ধারীর অভিশাপ প্রদান।

অনন্তর পাণ্ডুপুত্রগণের অনুনয়ে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ-বচনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুরু-কামিনীগণের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া আত্মীয় স্বজন এবং অন্যান্য যোধগণের দেহ চিতায় আরোপণ পূর্ব্বক ভস্মীভূত করিলেন,—অনন্তর সকলে ভাগীরথী নীরে বীরগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক, শোকক্ষিন্ন হৃদয়ে হস্তিনায় প্রতিগমন করিলেন।

উদক-ক্রিয়া।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যগ্রহণ—ভীষ্মকথিত ধর্ম্মোপদেশ—বিবিধ উপাখ্যান।

এইরূপে বান্ধবগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগমন কালে পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া পুনরায় বন-গমনে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু অবশেষে ভ্রাতৃগণের অনুনয়ে, মহর্ষি বেদব্যাসের উপদেশ-নিচয়ে, এবং সর্ব্বধর্ম্মবিৎ শ্রীকৃষ্ণের পরমোদার হিতপূর্ণ বচনে, রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ব্যথা প্রশমিত এবং বনগমন-বাসনা তিরোহিত হইল। অনন্তর হস্তিনায় উপনীত হইয়া, শুভদিনে মহামহোৎসবসহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। রাজ্যগ্রহণের অনতিকাল

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-গ্রহণ।

পরেই রাজা যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে কুরু-ক্ষেত্রে শরশয্যায় শয়ান মতিমান ভীষ্মের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন।—পিতামহ ভীষ্মের পদতলে উপবেশন করিয়া মহীপতি যুধিষ্ঠির, রাজ্য-পালন, যুদ্ধবিদ্যা, লোকব্যবহার, জ্ঞান ও যোগধর্ম্ম বিষয়ক, নানা উপদেশ লাভ করিলেন—তৎসমুদায়ের মধ্য হইতে দুইটীমাত্র উপাখ্যান নিম্নে বর্ণিত হইল।

ভীষ্ম কথিত উপদেশ।

বাহুদা নদীতীরে শঙ্খ ও লিখিত নামে তাপস ভ্রাতৃযুগল বাস করিতেন। একদিন শঙ্খের অনুপস্থিতিকালে, লিখিত, ভ্রাতার অধিকৃত এক আম্রবৃক্ষের সুপক্ক ফল ভক্ষণ করেন। ভ্রাতা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া, আদেশ ব্যতীত লিখিত ফল ভক্ষণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি চোরের কার্য্য করিয়াছ।" অনন্তর লিখিত পাপক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, শঙ্খ তাঁহাকে রাজদ্বারে গমন করিয়া স্বীয় দোষ কীর্ত্তনপূর্ব্বক দণ্ড প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। লিখিত, রাজা সুদ্যুম্নের সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার সরলতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি তাহাতে আপত্তি করিয়া কহিলেন—"আমি মৎকৃত পাপের সমুচিত দণ্ড প্রার্থনা করি; অব্যাহতি প্রার্থনা করি না।" অনন্তর রাজা অগত্যা তৎকালপ্রচলিত

শঙ্খ লিখিতের উপাখ্যান।

ব্যবস্থাশাস্ত্রানুসারে লিখিতের হস্তদ্বয় ছেদনরূপ দণ্ড প্রদান করিলেন। মহানুভব লিখিত এই প্রকারে দণ্ডিত হইয়া, ভ্রাতার নিকট আগমন করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্! রাজা আমাকে এই দণ্ড প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শঙ্খ কহিলেন, "ভ্রাতঃ, আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, তুমি ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছ বলিয়া তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম।"

এইটি উপাখ্যান হইলেও, ইহাতে পূর্ব্বতন ভারতবাসীদিগের সরলতা ও সত্যবাদিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রহ্লাদ ও ইন্দ্র।

প্রহ্লাদ সমরে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলে, একদিন রাজ্যচ্যুত সুরপতি ইন্দ্র বৃহস্পতির পরামর্শে ব্রাহ্মণবেশে প্রহ্লাদ সন্নিধানে গমন করিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।—কিয়দ্দিন পরে প্রহ্লাদ শিষ্যের পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলে, ইন্দ্র কহিলেন, "মহাত্মন্, যে চরিত্রবলে আপনি ঈদৃশ প্রভাব সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহা আমাকে প্রদান করুন।" সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রহ্লাদ কহিলেন, "সচ্চরিত্রতা অমূল্য বস্তু,—তথাপি আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিলাম।" ইন্দ্রও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটী মনুষ্যাকৃতি তেজোময়ী

মূর্ত্তি বহির্গত হইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে, প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? তেজ—উত্তর করিলেন, আমি চরিত্র ; আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে শিষ্যবেশী ইন্দ্রের অনুগামী হইতেছি।

তৎপরে আর একটী তেজোময়ী মূর্ত্তি প্রহ্লাদের শরীর হইতে বহির্গত হইলে, প্রহ্লাদ তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলেন, তিনি ধর্ম্ম; চরিত্র ভিন্ন ধর্ম্ম অবস্থান করিতে পারেন না। অনন্তর সত্য বল ও লক্ষ্মী তাঁহাদের অনুগামী হইলেন।—তাঁহাদের প্রস্থানে প্রহ্লাদ নিষ্প্রভ ও নিবীর্য্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ইন্দ্রও তৎপরে অনায়াসে বিগতচরিত্র প্রহ্লাদের অধিকৃত স্বর্গরাজ্য পুনরধিকার করিয়া লইলেন।—

জগতে চরিত্রবান ব্যক্তির অসাধ্য এবং অপ্রাপ্য কিছুই নাই এই উপাখ্যানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ—
ভীষ্মের দেহত্যাগ।

মহামতি ভীষ্মের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের হৃদয় নীতি, জ্ঞান ও ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইল। সেই উপদেশরাজির মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত শিবিরাজের আশ্রিত-বাৎসল্য ও আত্মত্যাগ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। সে কাহিনী বস্তুতঃ অতি মনোহর।

একদা পরম দয়ালু কাশীরাজ শিবি, সভামধ্যে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময় শ্যেন-তাড়িত এক কপোত ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহার অঙ্কদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পর ক্ষণেই পারাবত-লোলুপ শ্যেন রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পারাবত প্রার্থনা করিল। কাশীরাজ কোন রূপেই আশ্রিত পারাবতকে প্রদান করিলেন না; তৎপরিবর্ত্তে

শিবিরাজ।

শ্যেনের প্রার্থনানুসারে স্বকীয় দেহের মাংস কর্ত্তন করিয়া দিলেন। মাংসকর্ত্তন হেতু তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল, তথাপি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিয়া পরমধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেন না। ভারতবর্ষে যে, একদিন শিবি তুল্য পরমগুণশালী অসংখ্য মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ইতিহাস-বর্ণিত নানা কাহিনী আজিও তাহা সপ্রমাণ করিতেছে।

ভীষ্মের দেহত্যাগ।

এইরূপে নানা জ্ঞানগর্ভ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া অবশেষে শরশয্যাশায়ী মহাসত্ত্ব ভীষ্মদেব সূর্য্যদেবের উত্তরায়ণারম্ভে ভাগীরথী তীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ, শোকদগ্ধ হৃদয়ে পিতামহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন—যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

ভীষ্মদেব দেহত্যাগ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় অত্যন্ত শোকবিহ্বল হইলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বেদব্যাস প্রভৃতি মহানুভবগণের উপদেশে শোকসংবরণ পূর্ব্বক রাজকার্য্যে মনোভিনিবেশ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরকে রাজকার্য্যে মনোযোগী এবং প্রশান্তচিত্ত অবলোকন করিয়া, বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। গমনকালে পুত্রশোক-পীড়িতা দেবী সুভদ্রাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। যদুপ্রবীরগণ বহুদিনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন; অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব এবং জননী দেবকীর আদেশে

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-গমন।

তাঁহাদের নিকট কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ দিবসব্যাপী ক্ষত্রিয়ান্তকর সংগ্রাম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন; কিন্তু ভাগিনেয় অভিমন্যুর নিধন সংবাদ সহসা বিবৃত করিতে পারিলেন না। পরে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিলে, বসুদেবের হৃদয় দৌহিত্র-শোকে নির্ভিন্ন হইল। বৃদ্ধের নয়নে প্রবলবেগে শোকাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে অভিমন্যুর মহাবীরোপযোগী অলৌকিক গুণাবলী শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপ্রস্থানানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞের কল্পনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রীতিবর্দ্ধন এবং প্রকল্পিত যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমোদন করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে যজ্ঞীয় বাজী অর্জ্জুনরক্ষিত হইয়া বসুধা পরিভ্রমণে প্রেরিত হইল। এইরূপ পরিভ্রমণ কালে বীরবর অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, সিন্ধু, প্রভৃতি দেশের রাজগণকে সমরে পরাজিত করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে অর্জ্জুন-পুত্র বীরবর বভ্রুবাহন পিতাকে স্বীয় বল বীর্য্যের পরিচয় প্রদান মানসে যজ্ঞীয় তুরঙ্গম ধৃত করিলে, তাঁহার সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জ্জুন মোহাক্রান্ত হইয়া সমরস্থলে মৃতবৎ

যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

পতিত হন; পরে বহু শুশ্রূষায় চেতনালাভ করিয়া বিজয়ী পুত্রের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে দেবী চিত্রাঙ্গদা ও উলূপী সহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রেরণ করেন। স্বয়ং অশ্বসহ পর্য্যটন করিতে করিতে মগধ ও গান্ধার দেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। অনন্তর মহাসমারোহে যথা-বিধানে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পাদিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রাদির বনবাসে গমন—বিদুরের মৃত্যু —অগ্নিদাহে ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যু।

রাজা যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ এবং সামন্ত রাজগণ নিরতিশয় সুখী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী পাণ্ডবগণের বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের সেবায় পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনারোহণের পঞ্চদশ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র এবং দেবী গান্ধারী বনপ্রস্থানে অভিলাষ করিলেন; যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সকাতর অনুনয়েও তাঁহাদের সে বাসনা বিচলিত হইল না।

ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমন।

অবশেষে প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যপালন-সম্বন্ধে বিবিধ শুভকর উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুরজন এবং প্রকৃতি-পুঞ্জকে প্রবোধ দান করিয়া, গুণবতী শোকসহিষ্ণু দেবী

গান্ধারী এবং বিধবা কৌরবকামিনীগণের সহিত বন-প্রস্থান করিলেন; দেবী কুন্তী, মহাত্মা বিদুর এবং সঞ্জয়ও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া শোকব্যাকুলচিত্তে প্রত্যাগত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদিও কুরুক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী মহর্ষি বেদব্যাসের আশ্রমে শরীর শোষণকর তাপস-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

বিদুরের মৃত্যু।

কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা বিদুরের মৃত্যু হইল। তৎকালে যুধিষ্ঠির ব্যাসাশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিদুর বনমধ্যে এক বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া স্থির নয়নে যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে দেখিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পরম স্নেহময় বিদুরের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে সাতিশয় কাতর হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যু।

অনন্তর কিয়দ্দিবস পরে পাণ্ডবগণ সংবাদ পাইলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি দাবানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সে সংবাদে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, আপনাদিগকে ইহ জীবনের জন্য অনাথ ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথাবিধানে ধৃতরাষ্ট্রাদির পুত্রকৃত্য সম্পাদন করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

যদুবংশ ধ্বংস।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে, বৃষ্ণিবংশ মধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থিত হইয়াছিল। বাসুদেব বহু যত্ন করিয়াও তাহাদিগকে নীতিমার্গে প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও অভিমানে স্ফীত হইয়া, নানা বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎসহ যাদবরাজ্যে প্রজাগণমধ্যে সর্ব্বনাশকর পান-দোষ প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত হইল। গৃহে গৃহে সুরা প্রস্তুত হইতে লাগিল,—নরনারীগণ নিরতিশয় পানাসক্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ নানা কঠিন নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিলেও যাদবগণের পানদোষ নিবারিত হইল না। একদা এক উৎসব উপলক্ষে যদু-প্রবীরগণ

যাদব রাজ্যে অনাচার।

সপরিবারে প্রভাস তীর্থে সমবেত হইয়াছিলেন। তথায় সুরাসক্ত সাত্যকি অতি সামান্য কারণে বিবাদ উত্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষেই কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরকে সংহার করিতে করিতে ঘোরতর সংগ্রামের অবতারণা করিলেন। সেই কুলক্ষয়কর সংগ্রামে যদুবংশ বিধ্বস্ত প্রায় হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ক্রোধান্ধ হইয়া, অবশিষ্ট মর্য্যাদাভ্রংশী যাদবগণকে স্বহস্তে বিনাশ করিলেন। অনন্তর দারুককে আদেশ করিলেন, তুমি মৎপৌত্র বজ্রকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনানগরে গমন কর এবং যদুবংশ ধ্বংস বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া অর্জ্জুনকে এখানে আনয়ন কর।

যদুকুল ধ্বংস।

অনন্তর বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ স্বজন-বিনাশে শোক-সন্তপ্তচিত্তে এক কানন মধ্যে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিলেন। সেই বিশাল জনপূর্ণা দ্বারকানগরী রমণীগণের আর্ত্তনাদে পরিপূরিত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুনের দ্বারকায় গমন।

দারুক যথাসময়ে শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র বজ্রের সহিত হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া, পাণ্ডবগণের নিকট যদুকুলের নিধন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন; সে সংবাদে পাণ্ডবগণ নিতান্ত শোকাকুল হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জ্জুন অবিলম্বে দারুক সহ রথারোহণে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সেই বীরশূন্য নগরী সন্দর্শন এবং পুরনারীবর্গের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া বীরবর অর্জ্জুন শোকভরে বিচেতনপ্রায় হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার আগমনের পরদিন মহাত্মা বসুদেব পরলোক যাত্রা করেন; দেবকী প্রভৃতি তদীয় পত্নীগণ পতির অনুগামিনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-দয়িতা দেবী রুক্মিণী এবং অন্যান্য পুরনারীবৃন্দ চিতা সজ্জিত করিয়া চিতানলে জীবন

অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন।

বিসর্জ্জন করিয়া, হৃদয়ব্যথা নিবারণ করিলেন ; অর্জ্জুন বিহ্বল-চিত্তে সেই শোকাবহ দুঃখের পরিণাম দর্শন করিয়া, মৃত বীরগণের শেষ ক্রিয়া নিষ্পাদন পূর্ব্বক দ্বারকা ত্যাগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বেদব্যাসের উপদেশে নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয় অর্জ্জুন কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া, ভ্রাতৃগণ সন্নিধানে প্রত্যাগত হইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

অর্জ্জুন-মুখে যদুকুল-বিনাশ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে জীবন শূন্যময় বোধে মহাপ্রস্থানে সমুদ্যত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের এবং অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনার শাসনভার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বৃদ্ধ আচার্য্য কৃপের হস্তে সমর্পণ করিলেন। গমন-কালে পরীক্ষিৎকে প্রবোধ বচনে শান্ত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহাত্মন্! আপনি আমাদিগের আদি গুরু, এবং কুরুকুলের পরম শুভাভিলাষী; পরীক্ষিৎকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম; যাহাতে এই বালক কুরুকুল-ভূষণস্বরূপ হয়, আপনি তাহা করিবেন। আপনার হস্তে কুরু রাজ্য এবং পরীক্ষিৎ ও বজ্রের পালন ভার ন্যস্ত করিয়া, আমরা সংসার হইতে অবসর

পরীক্ষিৎকে রাজ্য-ভার প্রদান।

গ্রহণ করিলাম। অনন্তর দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডব তাপসবেশে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের সংসারত্যাগে, প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল মথিত করিয়া উত্থিত হইল।

হিমালয়ে মহাপ্রস্থান

ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণ সুবন্ধুর, বৃক্ষ-লতা-সমাকীর্ণ, হিমানী-মণ্ডিত অযুত শৃঙ্গধারী হিমালয়ের শোভা দর্শন করিতে করিতে দ্রৌপদী সহ উর্দ্ধে—অতি উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সে দুর্গম পথ অতিবাহন করিতে করিতে একে একে যুধিষ্ঠির ব্যতীত পাণ্ডবচতুষ্টয় ও দেবী দ্রৌপদী পথিমধ্যে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির সংযতচিত্তে শোকদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়া হিমালয়ের সুদূর উত্তরে গমন পূর্ব্বক তথায় কোন এক মহামহিমাময় স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

কথিত আছে যে, মহাত্মা যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তথায় মন্দাকিনীনীরে স্নান করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন।